পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1689, Saturday, July 18, 2026 FREE www.parichoy.com

ইরানের সঙ্গে চুক্তি এখনো সম্ভব: ট্রাম্প

বিস্তারিত ১১ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নিয়েই যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বললেন 'আই হ্যাভ আ প্ল্যান' - ৫ম পাতায়

■ বায়ুদূষণে বাংলাদেশের ছয় শহরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৪২ জনের অকালমৃত্যু হচ্ছে - জানা গেল গবেষণায় - ৫ম পাতায়

■ ফিফা থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কারে প্রভাব খাটাচ্ছে নরওয়ে - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকেই চ্যাম্পিয়ন দেখতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ মেসির কোলের সেই শিশুই এখন ১৯ বছর পর বিশ্বকাপ ফাইনালে তার প্রতিপক্ষ -৭ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে নতুন আতঙ্ক! ছড়িয়ে পড়েছে 'বিস্ফোরক ডায়রিয়া' -১০ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সক্ষমতা যাচাইয়ে 'টেস্টোস্টেরন' পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন পিট হেগসেথ -১১ পাতায়

■ ট্রাম্পের সমর্থন নিয়ে ইয়েমেনে হুথিদের ওপর হামলা চালালেন সৌদি যুবরাজ -১৫ পাতায়

ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে স্পেন, ইংল্যান্ডকে বিদায় করে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

৬-৭ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

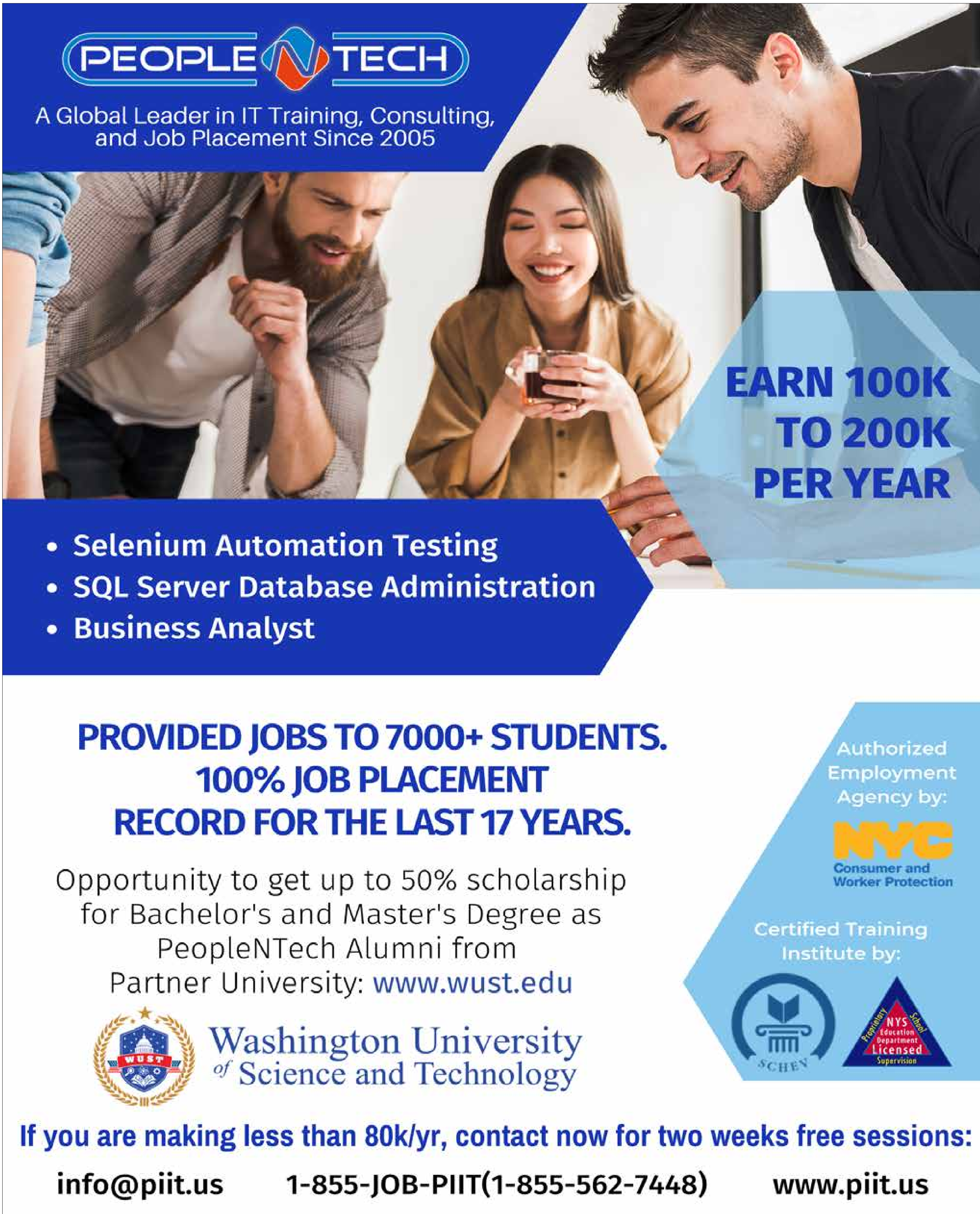
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-8834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

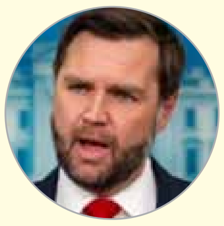

● হ্যাঁ, ইসরায়েলিরা আমেরিকার রাজনীতিতে প্রভাব খাটায় - যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস **প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স**

● অবৈধ অভিবাসীরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁদের সেখান থেকেই বহিষ্কার করা হবে- ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি **মার্কওয়েন মুলিন**

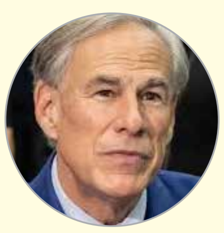

● মানুষের ওপর গুলি না চালিয়েই অভিবাসন আইন কার্যকর করা এবং সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অভিবাসন ঠেকানো সম্ভব। - টেক্সাস স্টেট এর গভর্নর রিপাবলিকান **গ্রেগ এবট**

● স্ত্রী পাল্টাতে পারবেন, কিন্তু প্রতিবেশীকে পাল্টাতে পারবেন না - ঢাকায় জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাহউদ্দিন আহমদ**

● শেখ হাসিনার দেশে আসাটা অত্যন্ত জরুরী তবে উনি দেশে আসলে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরী হবে। - জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান **জি এম কাদের**

● বাংলাদেশে জুলাই গণহত্যার বিচারে গাফিলতিকারীদের বিরুদ্ধে হাশরের ময়দানে বাদী হিসেবে দাঁড়াব - জামায়াত এর আমীর ও বিরোধীদলীয় নেতা **ডা. শফিকুর রহমান**

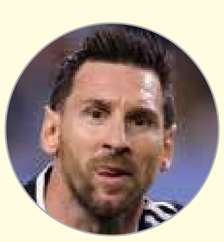

● 'কেউ আমাদের ফ্রি-তে কিছু দেয় না': ফাইনালে ওঠার পর সমালোচকদের কড়া জবাব **লিওনেল মেসির**

● টেকনিক্যাল কিংবা ট্যাকটিক্যাল-কোনো দিকেই পরিকল্পনামতো খেলতে পারিনি': স্পেনের কাছে হারের পর ফ্রান্সের কাছে হারের পর **এমবাপ্পে**

দাবানলের 'নোংরা' ধোঁয়া আসার অভিযোগে কানাডার ওপর নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: কানাডা থেকে আসা দাবানলের নোংরা ধোঁয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় কানাডার ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতির জন্য কানাডার ইচ্ছাকৃত অবহেলাকে দায়ী করেছেন তিনি।

শুক্রবার ১৭ জুলাই ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে নোংরা, দূষিত এবং অস্বাস্থ্যকর বাতাস দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হচ্ছে। এই ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য তিনি কানাডার ওপর নতুন শুল্ক আরোপের কথা জানান।

কানাডার ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার ইনফরমেশন সিস্টেম অনুযায়ী, ১৭ জুলাই শুক্রবার পর্যন্ত কানাডায় অন্তত ৮৮৮টি দাবানল সক্রিয় ছিল, যার অধিকাংশ এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর মধ্যে ১৯০টির বেশি আগুন জ্বলছে কেবল অন্টারিওতে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে ফোন করে এই ইচ্ছাকৃত অবহেলার ব্যাখ্যা চাইবেন। তার অভিযোগ, কানাডা তাদের বনভূমি ও ঝোপঝাড় সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছে না। এই সুযোগে রিপাবলিকান দলের অনেকে কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্য বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বকাপের ফাইনালে থাকছেন ট্রাম্প, বিজয়ীদের হাতে তুলে দেবেন ট্রফি

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১৯ জুলাই রবিবার নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মধ্যকার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জয়ী দলের হাতে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে যৌথভাবে শিরোপা তুলে দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো মিলিয়ে এ পর্যন্ত বিশ্বকাপের ১০২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলেও ট্রাম্প কোনোটিতেই উপস্থিত হননি। তবে হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

বায়ুদূষণে বাংলাদেশের ছয় শহরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৪২ জনের অকালমৃত্যু হচ্ছে - জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ছয়টি প্রধান শহরে সূক্ষ্ম ধূলিকণা (পিএম২.৫) দূষণের কারণে বছরে আনুমানিক ৮৮ হাজার ২৪০ জনের অকালমৃত্যু হচ্ছে। সে হিসাবে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৪২ জন প্রাণ হারাচ্ছেন। একই সঙ্গে এ দূষণের কারণে বছরে প্রায় ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৫ শতাংশ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। বিভাগটির চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাখাওয়াত হোসেনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মর্টালিটি অ্যান্ড ইকোনমিক কস্টস অব অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার পলিউশন ইন সিক্স মেজর সিটিজ অব বাংলাদেশ শীর্ষক গবেষণায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশালে বায়ুদূষণের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাটি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সাময়িকী Pollution-এ প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণার হিসাবে, ২০২১ সালে ছয় শহরে পিএম২.৫ দূষণের কারণে প্রতি লাখ জনসংখ্যায় প্রায় ২৬০ জনের অকালমৃত্যু হয়েছে। বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নিয়েই যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বললেন 'আই হ্যাভ আ প্ল্যান'

পরিচয় ডেস্ক: দলের নেতা এবং হবু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মঞ্চে ওঠার পর তাকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান দলের নেতা-কর্মীরা। দায়িত্ব নিয়েই বার্নহ্যাম দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, আই হ্যাভ আ প্ল্যান। যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন ম্যানচেস্টারের সাবেক মেয়র, বাম-ঘেঁষা নেতা অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। এর ফলে

তিনিই হচ্ছেন দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। মেকারফিল্ডের এই এমপি সোমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের হাত থেকে তিনি দায়িত্ব বুঝে নেবেন। দলের নেতা এবং হবু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মঞ্চে ওঠার পর তাকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান দলের নেতা-কর্মীরা। দায়িত্ব নিয়েই বার্নহ্যাম দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

'পাবলিক পার্টনারশিপস' ইস্যুতে নিউইয়র্ক স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফেডারেল অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: ফেডারেল কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে 'পাবলিক পার্টনারশিপস'-এর সাথে স্টেটের সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগ এনেছে।

এর জবাবে নিউ ইয়র্ক স্টেটের হোম কেয়ার এডমিনিস্ট্রেটর যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস এর বিরুদ্ধে 'আইনি যুদ্ধের' (lawfare) অভিযোগ তুলেছেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের দুজন কর্মকর্তা এবং পিপিএল নামের একটি বেসরকারি কোম্পানি যাদের ওপর নিউ ইয়র্ক স্টেটের ১০ বিলিয়ন ডলারের 'মেডিকেইড হোম কেয়ার' কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল- তারা একজন ফেডারেল বিচারকের কাছে একটি মামলা খারিজের আবেদন জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (Department of Justice) এই মামলাটি দায়ের করেছিল; তাদের অভিযোগ ছিল যে, এই "লাভজনক" চুক্তিটি বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ফ্রান্সকে বিদায় করে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেন

পরিচয় ডেস্ক: ফাইনালের প্রথম দল পেয়ে গেল ২০২৬ বিশ্বকাপ। প্রথম সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ২০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর আবার ফাইনালে উঠল স্পেন। ম্যাচের ২২ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওয়ারসাবাল। এরপর ৫৮ মিনিটে দানি ওলমোর বাড়ানো বল থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন পেদ্রো পোরো।

গোটা ম্যাচেই ফরাসিদের টেক্কা দিয়েছে স্প্যানিশ আর্মাডা। মাঝমাঠে কার্যত দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন স্পেনের ফুটবলাররা। তাদের নিশ্ছিদ্র পাহারায় আটকে যায় কিলিয়ান এমবাপ্পে, মাইকেল ওলিসে ও ব্র্যাডলি বারকোলার মতো ফরাসি তারকাদের গতি। একের পর এক আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করে স্পেনের রক্ষণভাগ। ম্যাচে ফিরতে মরিয়া ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম বেশ কিছু পরিবর্তনে এনেছিলেন। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ফিফা থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কারে প্রভাব খাটাচ্ছে নরওয়ে

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলকে ফিফা থেকে সাময়িক নিষিদ্ধ করার দাবিতে ফুটবলে নিজেদের প্রভাব কাজে লাগাচ্ছে নরওয়ে। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নরওয়েজিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ) এবং এর সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস ইউরোপীয় ফুটবলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার দাবি মূলধারায় আনতে কাজ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনাল নিশ্চিত করে ইয়ামাল লিখলেন ‘আলহামদুলিল্লাহ’

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সকে আটকাবে কে? বিশ্বকাপের শুরু থেকেই যেন বাতাসে ভাসছিল এই প্রশ্ন। একের পর এক প্রতিপক্ষকে দাপটের সঙ্গে হারিয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পে-উসমান দেম্বেলেরা নিজেদের নিয়ে গিয়েছিলেন ফেবারিটদেরও শীর্ষে। মনে হচ্ছিল, বিশ্বকাপের মঞ্চটা বুঝি ফ্রান্সের জন্যই প্রস্তুত।

কিন্তু সেমিফাইনালে এসে বদলে গেল সব হিসাব। দুর্দান্ত ফুটবল খেলা ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে স্পেন। ডালাসে প্রথম সেমিফাইনালে ফরাসিদের রীতিমতো নিষ্প্রভ করে শিরোপা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে আরও এক ধাপ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকেই চ্যাম্পিয়ন দেখতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার টুর্নামেন্টে নিজেদের পছন্দের দল হিসেবে ইংল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের বিশ্বকাপ টাস্কফোর্সের প্রধান অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি বলেছেন, এবারের বিশ্বকাপের শিরোপা ইংল্যান্ডের হাতেই দেখতে চান তারা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জুলিয়ানি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের বছরে বিশ্বকাপ জিততে না পারলে, ইংল্যান্ডের আমেরিকার মাটিতে শিরোপা জেতাও হবে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও স্পেন। শেষ চারের লড়াইয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড।

জুলিয়ানির বিশ্বাস, দীর্ঘ ৬০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার শিরোপা জিততে পারে ইংল্যান্ড। তার ভাষায়, টুর্নামেন্টে টিকে থাকা দলগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ড অন্যতম ভারসাম্যপূর্ণ দল এবং তাদের শিরোপা জয়ের সামর্থ্য রয়েছে।

ইংল্যান্ডের সাফল্যে অধিনায়ক হ্যারি কেইনের ভূমিকাও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

‘টেকনিক্যাল কিংবা ট্যাকটিক্যাল-কোনো দিকেই পরিকল্পনামতো খেলতে পারিনি’

স্পেনের কাছে হারের পর এমবাপ্পে

পরিচয় ডেস্ক: এমবাপ্পে বলেন, ‘মাঝমাঠে আমাদের বারবার তিনজনের বিপক্ষে দুইজনকে লড়তে হচ্ছিল। আর স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে এটি সত্যিই বড় সমস্যা।’

ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে বলেন, কৌশলগত ও কারিগরি ভুলের কারণেই তার দল বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে পারেনি।

ডালাসে স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হেরে লে ব্লুদের বিদায় নিতে হয়েছে।

মঙ্গলবার ম্যাচ শেষে কথা বলতে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় ১০ বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ মাঠ এবং মাঠের বাইরে নানা আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সাধারণত বড় ম্যাচে কোনো দল হারলে রেফারি বা আয়োজকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়া নতুন কিছু নয়। তবে এবারের আসরে ষড়যন্ত্রের নানা তত্ত্ব এবং ফিফার স্বচ্ছতা নিয়ে যে মাত্রায় প্রশ্ন উঠেছে, তা নজিরবিহীন। এই আসরের সবচেয়ে আলোচিত ১০টি বিতর্ক বিশ্লেষণ করা হলো-

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নিষেধাজ্ঞা মওকুফ

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নিষেধাজ্ঞা মওকুফ করে বিতর্কের জন্ম দেয় ফিফা। গত ১৩ নভেম্বর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কনুই দিয়ে আঘাত করায় রোনালদো লাল কার্ড পেয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী তার তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচও ছিল। কিন্তু ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি এক বছরের প্রবেশন দিয়ে তার শাস্তি স্থগিত করে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইংল্যান্ডকে বিদায় করে বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা

পরিচয় ডেস্কঃ শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডকে ২১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল আর্জেন্টিনা। বুধবার (১৫ জুলাই) সেমিফাইনালের শেষ দিকে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে জায়গা করে নেয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। এ সময় দুই দল মিলে ১৯টি ফাউল করে এবং দুটি হলুদ কার্ড দেখে। বিরতির পর ৫৫ মিনিটে মরগান রজার্সের এগোনো বল জালে পাঠিয়ে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন অ্যান্থনি গর্ডন। দ্বিতীয়ার্ধজুড়ে সমতায় ফিরতে মরিয়া আক্রমণ চালায় আর্জেন্টিনা। তবে হুলিয়ান আলভারেস, এনজো ফার্নান্দেস ও অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের একাধিক প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড।

অবশেষে ৮৫ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায়

আর্জেন্টিনা। ডি-বক্সের প্রান্তে এনজো ফার্নান্দেসকে বল এগিয়ে দেন লিওনেল মেসি। সেখান থেকে জোরালো শটে বল জালে পাঠিয়ে দলকে ১১ সমতায় ফেরান এই মিডফিল্ডার।

ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছিল, তখন যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আবারও গোলের সুযোগ তৈরি করেন মেসি। তার নিখুঁত বলে বদলি হিসেবে নামা লাউতারো মার্তিনেস হেড করে আর্জেন্টিনার নাটকীয় প্রত্যাবর্তন পূর্ণ করেন। অতিরিক্ত মোট নয় মিনিট সময় পেলেও সমতায় ফিরতে পারেনি ইংল্যান্ড।

শেষ পর্যন্ত লিওনেল স্কালোনির দলই লিড ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করে।

আগামী ১৯ জুলাই ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে, ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপ শিরোপার জন্য ইংল্যান্ডের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো।

‘কেউ আমাদের ফ্রি-তে কিছু দেয় না’: ফাইনালে ওঠার পর সমালোচকদের কড়া জবাব মেসির

পরিচয় ডেস্কঃ আর্জেন্টিনাকে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলার পর সমালোচকদের তীব্র জবাব দিয়েছেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারানোর পর তিনি বলেন, মাঠের খেলায় আবারও প্রমাণ হয়েছে যে আর্জেন্টিনা কোনো বিশেষ সুবিধা পায় না। বুধবার আটলান্টায় অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে প্রথমে ৫৫তম মিনিটে ইংল্যান্ডের অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র ছয় মিনিটের ব্যবধানে দুটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ৩৯ বছর বয়সী মেসি।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানের শুরু থেকেই রেফারিং নিয়ে বিতর্ক ছিল। বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পক্ষে গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। তবে ফাইনাল নিশ্চিত করার পর এসব অভিযোগ উড়িয়ে দেন মেসি।

তিনি বলেন,ওএতে যার যত কষ্টই হোক, তারা যা খুশি বলুক-আমরা আবারও মাঠে প্রমাণ করেছি যে কেউ আমাদের কিছু ফ্রি-তে দেয় নাব্ব

মেসি আরও বলেন, ওআমরা অনেক সমালোচনা আর সন্দেহ নিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম এই দল সব সময় লড়াই করে। আমার বিশ্বাস ছিল আমরা শেষ চারে থাকব। ঈশ্বরের কৃপায় এখন আমরা ফাইনালে উঠেছিব্ব

ক্যারিয়ারের ২০৫তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হন মেসি।

তিনি বলেন,ওআমরা যদি ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যেতাম, তাহলে অনেকেই আমাদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলত। কিন্তু আমরা তাদের সেই সুযোগ দিইনি। এই ম্যাচের যে গুরুত্ব, তা বিবেচনায় রেখে জিততে পেরে আমরা সৌভাগ্যবানব্ব

তিনি আরও বলেন,ওফুটবলের দিক থেকে আমরা তাদের চেয়ে ভালো ছিলাম, কিন্তু এমন ম্যাচে

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

মেসির কোলের সেই শিশুই এখন ১৯ বছর পর বিশ্বকাপ ফাইনালে তার প্রতিপক্ষ

পরিচয় ডেস্কঃশেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডকে ২১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। রোববার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হবেন লিওনেল মেসি ও লামিন ইয়ামাল।

বার্সেলোনার ১৯ বছর বয়সী ইয়ামাল এবং ক্লাবটির সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ৩৯ বছর বয়সী মেসি নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে প্রথমবারের মতো মাঠের

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই জয় ‘ম্যারাডোনার জন্য উপহার’: মেসি

পরিচয় ডেস্কঃ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয় প্রয়াত কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে উৎসর্গ করেছেন লিওনেল মেসি।

বুধবার আটলান্টায় প্রথমে পিছিয়ে পড়েছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু সেখান থেকে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। ক্যারিয়ারজুড়েই মেসিকে তুলনা করা হয়েছে আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক ম্যারাডোনার সঙ্গে। ৩৯ বছর বয়সি মেসি এই ম্যাচেও জাদুকরী ভূমিকা রেখেছেন-দলের দুটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেছেন। ম্যাচ শেষে মেসি বলেন,ওডিয়েগো সত্যিই অসাধারণ ছিলেন।

আমি কখনোই তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে চাইনি। আমার চোখে তিনিই সর্বকালের সেরা। আমরা একসঙ্গে দারুণ কিছু মুহূর্ত কাটিয়েছি। ২০১০ বিশ্বকাপের সময়টা তার জন্য দারুণ ছিল। সেই টুর্নামেন্টের বিভিন্ন ম্যাচ আর প্রতিপক্ষ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হতো। মেসি আরও বলেনওজাতীয় দল তার [ম্যারাডোনা] কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা আমরা জানি। তিনি যে লিগ্যাসি রেখে গেছেন, তাতে আজ যেখানেই থাকুন না কেন-এই জয় দেখে তিনি নিশ্চয় খুশি হবেন, উপভোগ করবেন। এই জয়টা তার জন্য একটা উপহার। ২০২০ সালে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান ম্যারাডোনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই হাত দিয়ে সেই ঐতিহাসিক প্রথম গোলটি করেছিলেন তিনি, ফুটবল ইতিহাসে যওহ্যান্ড অভ গড্ব নামে অমর হয়ে আছে।

শুভ উদ্বোধন
Jol Khabar
"A TASTE OF INDIA."
JOL KHABAR
INDIAN RESTAURANT & SWEETS
আন্তরিক আমন্ত্রণ
সুধীজন,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, JOL KHABAR Indian Restaurant & Sweets-এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। আপনি, আপনার পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি কামনা করছি।
নিউইয়র্কে জামাইকায়
বাঙালী খাবারের সমাহার
উদ্বোধন উপলক্ষে থাকছে :
বাঙালি, ভারতীয় ও সুস্বাদাই সুখাদ্য খাবার
বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ও স্ন্যাকস
বিশেষ উদ্বোধনী অফার
অতিথিদের জন্য আন্তরিক আপ্যায়ন
হালাল খাবার
"স্বাদের ঐতিহ্য, আন্তরিকতার পরিবেশ"
আপনাদের উপস্থিতিই আমাদের অনুপ্রেরণা
সপরিবারে আমন্ত্রিত
মনোরঞ্জন ঘোষ
516-708-7072
তাসলিম খান
646-209-5851
168-01 Jamaica Ave, NY 11432
Office: 718-880-1020

লামিন ইয়ামাল নামের পেছনের গল্প

কার স্মরণে রাখা হয়েছিল স্প্যানিশ ফুটবল তারকার নাম?

পরিচয় ডেস্ক: রোববার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে স্পেনের হয়ে মাঠে নামবেন লামিন ইয়ামাল। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি দর্শক এই ম্যাচ দেখবেন। আর এই দর্শকদের ভিড়ে হয়তো এমন দুজন মানুষও থাকবেন, বার্সেলোনার এই সুপারস্টারের জীবনে যাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। যদিও জনসমক্ষে তাদের পরিচয় আজও এক রহস্য।

গত সোমবার ১৯ বছর বয়সে পা দিয়েছেন ইয়ামাল। অধিকাংশ স্প্যানিশ নাগরিকের মতো ইয়ামালেরও দুটি পারিবারিক পদবি রয়েছে-একটি তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া 'নাসরাউই' এবং অন্যটি মায়ের দিক থেকে আসা 'এব্যানা'। তবে অনেক স্প্যানিশ ফুটবলারের মতো তিনিও নিজের প্রথম নামটি ব্যবহার করতেই বেশি পছন্দ করেন। এক্ষেত্রে তার প্রথম নামের দুটি অংশ রয়েছে; যেমনটি পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের ক্ষেত্রে নাম ছিল 'লামিন' আর অন্যজনের 'ইয়ামাল'। সেই উপকারের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতেই তারা তাদের সন্তানের নাম রাখেন-লামিন ইয়ামাল নাসরাউই এব্যানা।

সেই ছোট্ট শিশুটি আজ বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা। মাত্র পাঁচ মাস বয়সে লিওনেল মেসির সঙ্গে তার একটি ছবি সম্প্রতি আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ১২ বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে বার্সেলোনার 'লা মাসিয়া' একাডেমিতে যোগ দেন। এরই মধ্যে বার্সার হয়ে লা লিগা এবং স্পেনের হয়ে ২০২৪ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন তিনি। ২০২৫ সালে হওয়া নতুন চুক্তি অনুযায়ী কর প্রদানের আগে বার্সেলোনায় তার বার্ষিক আয় প্রায় ৪০ মিলিয়ন ইউরো। এ ছাড়া অ্যাডিডাস, ভিসা, কোকা-কোলার মতো বড় বড় ব্র্যান্ডের সাথেও তার বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে।

বড় তারকা হওয়ার পরও ইয়ামাল প্রায়ই তার

দেখা যায়।

স্পেন ও বার্সেলোনা উভয় দলের জার্সিতেই তার নাম লেখা থাকে 'লামিন ইয়ামাল'। তবে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তার পুরো নাম-লামিন ইয়ামাল নাসরাউই এব্যানা।

আরবিতে 'লামিন' বেশ জনপ্রিয় একটি নাম, যার অর্থ সৎ বা বিশ্বাসযোগ্য। এটি মূলত 'আল-আমিন' শব্দ থেকে এসেছে, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি উপাধি ছিল। অন্যদিকে 'ইয়ামাল' নামটি বহুল ব্যবহৃত আরবি নাম 'জামাল'-এর একটি ভিন্ন রূপ, যার অর্থ সৌন্দর্য বা লাবণ্য। যারা তাকে ফুটবল খেলতে দেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে ইয়ামালের খেলার সঙ্গে নামের বেশ মিল রয়েছে।

২০০৭ সালের জুলাই মাসে স্পেনের কাতালুনিয়ায় একটি অভিবাসী পরিবারে জন্ম ইয়ামালের। তার বাবা মুনির নাসরাউই মরক্কোতে এবং মা শিলা এব্যানা ইকুয়াটোরিয়াল গিনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

স্প্যানিশ গণমাধ্যমে আসা তথ্য অনুযায়ী, ইয়ামালের নামকরণের পেছনে রয়েছে এক চমৎকার গল্প। ইয়ামালের বাবা-মা তাদের দুজন বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই নাম দুটি নির্বাচন করেছিলেন।

ইয়ামালের জন্মের সময় শিলা এব্যানার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। নতুন বাবা-মা হিসেবে সেই সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বাড়তি দায়িত্ব সামলাতে তাদের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন ছিল। তখন মুনির ও শিলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের দুই পারিবারিক বন্ধু। তাদের একজনের ছোটবেলার কষ্টের দিনগুলোর কথা স্মরণ করেন। স্পেনের অন্যতম দরিদ্র ও অভিবাসীবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত মাতারোর রোকাফন্দা পাড়ায় তার বেড়ে ওঠা।

গোল করার পর ইয়ামাল দুই হাত দিয়ে যে '৩০৪' ভঙ্গি করেন, সেটি মূলত ওই এলাকার পোস্টকোডের শেষের তিন ডিজিট।

গত জুলাইয়ের শুরুতে স্প্যানিশ রেডিও স্টেশন কাদেনা এসইআর-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেন, 'দেখুন, আমার মায়ের যখন ১৬ বছর বয়স, তখন আমার জন্ম হয়। আমার বাবাকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে বাইরে গিয়ে কাজ খুঁজতে হতো। এমনকি আমাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য তাকে মাঝেমধ্যে রাস্তা থেকে জিনিসও কুড়াতে হয়েছে। আমার কাছে এটাই হলো আসল চাপ, বর্তমানে আমি যে অবস্থায় আছি সেটি নয়।'

তবে সেই দুই বন্ধুর পরিচয় আজও আড়ালেই রয়ে গেছে। ইয়ামাল নিজে কখনো তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। মুনির বা শিলাও তাদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে বা প্রকৃত সহায়তার বিষয়ে মুখ খোলেননি।

হয়তো সেই দুই রহস্যময় ব্যক্তি নিজেদের আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন অথবা তারা চান না খেলোয়াড় ইয়ামালের দিক থেকে সব মনোযোগ তাদের দিকে চলে আসুক। তবে ১৯ বছর আগে দুই তরুণ বাবা-মায়ের প্রতি তারা যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, আজ ফাইনালের মঞ্চে ইয়ামালকে দেখে তারা নিশ্চয়ই সেটির জন্য গর্ববোধ করছেন।

যে কিশোর বদলে দিচ্ছেন ফুটবলের ভবিষ্যৎ

নজরুল ইসলাম মিন্টু: বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। ডালাসের বিশাল স্টেডিয়ামে লাল জার্সির ঢেউ। একদিকে কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্স, যে দল গত দুই আসরের ফাইনাল খেলেছে। অন্যদিকে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন স্পেন। ডান প্রান্তে বল পেলেন লামিন ইয়ামাল। সামনে অভিজ্ঞ ফরাসি রক্ষণ। বল নিয়ন্ত্রণে রেখে তিনি ভেতরের দিকে এগোতেই তাঁকে থামাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনল ফ্রান্স। সেই আক্রমণ থেকে পাওয়া পেনাল্টিতে গোল করেন মিকেল ওইয়ারসাবাল। খুলে যায় স্পেনের ফাইনালে ওঠার পথ।

কিছুক্ষণ পর ইয়ামাল নিজেও বল পাঠিয়েছিলেন জালে। অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়ে যায়। হতাশা পেছনে ফেলে তিনি আবার বল চাইলেন, আবার প্রতিপক্ষের দিকে এগোলেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে ২০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল স্পেন। সাত ম্যাচের ছয়টিতে গোল না খাওয়া দলটির এই দুর্দান্ত অভিযানে আক্রমণভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে উঠেছেন সদ্য উনিশে পা দেওয়া ইয়ামাল।

জন্মদিনের পরদিনই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, আর সেই ম্যাচ জিতে নিজের প্রথম বিশ্বকাপেই ফাইনালে পৌঁছে যাওয়া। এমন উপহার পৃথিবীর খুব কম ফুটবলারই পেয়েছেন। তবে লামিন ইয়ামালের জীবনে বয়স ও অর্জনের হিসাব কখনোই সাধারণ নিয়ম মেনে চলেনি। অধিকাংশ কিশোর যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করে, তখন তিনি বার্সেলোনা ও স্পেনের হয়ে বিশ্বের সেরা ডিফেন্ডারদের বিপক্ষে খেলছেন। অন্য তরুণেরা যে বয়সে কিংবদন্তিদের ছবি ঘরের দেয়ালে টাঙায়, সেই বয়সেই ইয়ামালের ছবি নিয়ে নতুন প্রজন্ম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

তাঁর পুরো নাম লামিন ইয়ামাল নাসরাউই এবানা। জন্ম ২০০৭ সালের ১৩ জুলাই, কাতালোনিয়ায়। মরক্কান বাবা ও ইকুয়েটোরিয়াল গিনির মায়ের সন্তান ইয়ামাল বড় হয়েছেন মাতারোর রোকাফোন্ডা এলাকায়। বার্সেলোনার পর্যটনকেন্দ্রিক চাকচিক্যের বাইরে অবস্থিত এই শ্রমজীবী জনপদেই ফুটবলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর হতে থাকে।

বার্সেলোনার বিখ্যাত লা মাসিয়া একাডেমিতে বেড়ে ওঠা ইয়ামালের মূল দলে অভিষেক হয় ২০২৩ সালের এপ্রিলে, বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর ২৯১ দিন। ২০২৪২৫ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি ১৮ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ২১টি গোল। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয়, তিনি এখন শুধু সম্ভাবনাময় কিশোর নন, বার্সেলোনার আক্রমণের অন্যতম প্রধান ভরসা। মাঠের সাফল্যের সঙ্গে বেড়েছে তাঁর বাজারমূল্যও। উনিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবলারদের কাতারে জায়গা করে নেন। স্পেনের জার্সিতেও তাঁর আগমন হয়েছিল রেকর্ড ভাঙার মধ্য দিয়ে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জর্জিয়ার বিপক্ষে ১৬ বছর ৫৭ দিন বয়সে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক করেন ইয়ামাল এবং গোলও করেন। সেই ম্যাচেই তিনি স্পেনের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ও সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়ে ওঠেন। এরপর ইউরো ২০২৪ তাঁকে সম্ভাবনাময় কিশোর থেকে বিশ্বতারকায় পরিণত করে। সেই আসরের সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল ফ্রান্স। স্পেন

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধ তীব্র হচ্ছে, ফুরিয়ে আসছে আমেরিকার অস্ত্রের মজুত; ঝুঁকিতে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের সক্ষমতা

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সব সমরাস্ত্রের মজুত আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত শুক্রবার ‘যুদ্ধবিরতি শেষ’ বলে ঘোষণা দেওয়ার পর এই সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা সিএনএন-কে জানিয়েছেন, অস্ত্রের এই ঘাটতি ভবিষ্যতে চীন বা উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সক্ষমতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (সিএসআইএস)-এর প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ও অবসরপ্রাপ্ত মেরিন কর্নেল মার্ক কানসিয়ান বলেন, ‘গত পাঁচ দিন ধরে যুদ্ধ যেভাবে চলছে, সেটি অব্যাহত থাকলে অস্ত্রের মজুত এতটাই কমে যাবে যে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নতুন করে বড় ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি হবে।’

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান যুদ্ধের প্রথম ধাপে ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’-র আওতায় মার্কিন সামরিক বাহিনী কয়েক হাজার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে।

সিএসআইএস-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, গত এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তাদের অন্তত অর্ধেক ‘থাড’ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইন্টারসেপ্টর, প্রায় অর্ধেক ‘প্যাট্রিয়ট’ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ৩০ শতাংশ ‘টমাহক’ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ফেলেছে। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গবেষক মাইকেল ও’হ্যানলন বলেন, ‘অস্ত্রের মজুত আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক কমে গেছে-এতে কোনো সন্দেহ নেই।’

অস্ত্রের এই বিশাল ঘাটতি পূরণ করা বেশ সময়সাপেক্ষ। মার্ক কানসিয়ান জানান, বর্তমানে পেন্টাগন প্রতি মাসে গড়ে মাত্র ১৫টি টমাহক এবং ২০টি নতুন প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পাচ্ছে। ২০২৬ সালে নতুন কোনো থাড ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সিএসআইএস-এর মতে, যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরতে অন্তত তিন বছর বা তারও বেশি সময় লাগবে।

সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তা এলেন ম্যাককাসকার জানান, ‘সমরাস্ত্রের মজুত আগের মতো করতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ বছর সময় লাগবে।’ অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় বিশেষজ্ঞ জন ফেরারি বলেন, ‘যুদ্ধ শুরুর পর থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র বদলানোর জন্যও কংগ্রেস থেকে কোনো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। ফলে সাধারণ সময়ের ধীরগতির উৎপাদন প্রক্রিয়াই এখন বহাল রয়েছে।’

সম্প্রতি হোয়াইট হাউস ইরান যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে অতিরিক্ত তহবিলের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছে। তবে এই প্রস্তাব পাস হওয়া বেশ কঠিন। অন্যদিকে পেন্টাগনের একজন কর্মকর্তা জানান, সমরাস্ত্র শিল্প সম্প্রসারণে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত জুনে ট্রাম্প ‘ডিফেন্স প্রোডাকশন অ্যাক্ট’ প্রস্তাব করেছেন যাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে দ্রুত ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন করা যায়। পেন্টাগনের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘আমেরিকার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভাগটি কাজ করে যাচ্ছে যাতে সরবরাহ ব্যবস্থায় গতি আসে।’ তবে মার্ক কানসিয়ান মনে করেন, সরকারের এই পদক্ষেপ কার্যকর হলেও এর প্রভাব হবে খুবই সীমিত।

বিশ্বজুড়ে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ায় অন্যান্য দেশকে নিজস্বভাবে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির লাইসেন্স দেওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ কমতে পারে। গত বৃহস্পতিবার তুরস্কে ন্যাটো সম্মেলনের ফাঁকে ট্রাম্প ইউক্রেনকে লাইসেন্স দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তবে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর। জাপানের একটি প্যাট্রিয়ট কারখানা তৈরি করতে তিন বছর সময় লেগেছে। অন্যদিকে জার্মানি ২০২২ সালে কাজ শুরু করলেও এখনো কোনো ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারেনি।

যৌন নিপীড়নের দায়ে অবশেষে ক্যারলকে ৫৬ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কলাম লেখক ই. জিন ক্যারলকে যৌন নিপীড়ন ও মানহানির ঘটনায় তিন বছর আগে দোষী সাব্যস্ত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। সে আদেশের তিন বছর পর অবশেষে ট্রাম্প ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্যারলকে ৫০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ পরিশোধ করেছেন। ক্যারলের আইনজীবীরা খবরটি নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে ক্যারলের আইনজীবী রবার্টা ক্যাপলান বলেন, ‘আজ আমরা এটা জানাতে পেরে আনন্দ বোধ করছি যে জুরির রায় অনুযায়ী তিনি (ক্যারল) নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়েছেন।’

ট্রাম্প ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব করতে চাইছিলেন, যাতে মামলাটিতে তাঁর আপিল শুনানি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারেন। তবে গত সপ্তাহে মামলার বিচারক তাঁকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেন।

ট্রাম্পের আইনজীবী দলের একজন প্রতিনিধি ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ক্যারলের আইনজীবীরা এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি মোট ৫৬ লাখ ২০ হাজার ডলারের বেশি অর্থ পেয়েছেন। এর মধ্যে জুরির নির্ধারণ করা ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ এবং আপিল চলাকালে জমা হওয়া সুদ অন্তর্ভুক্ত আছে।

বর্তমানে ক্যারলের বয়স ৮২ বছর। তিনি একসময় একটি সাময়িকীর কলাম লেখক ছিলেন। ক্যারল অভিযোগ করেন, ১৯৯০- *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে নতুন আতঙ্ক! ছড়িয়ে পড়েছে ‘বিস্ফোরক ডায়রিয়া’

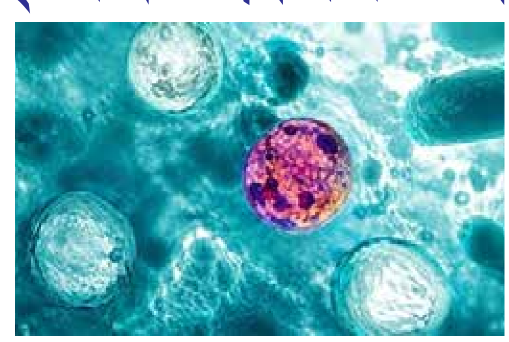

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকেরও বেশি অঙ্গরাজ্যে ‘সাইক্লোস্পোরা’ নামক এক অণুবীক্ষণিক পরজীবীর প্রাদুর্ভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রধান লক্ষণ হলো বারবার তীব্র এবং পানির মতো পাতলা পায়খানা হওয়া। চিকিৎসকেরা একে ‘সাইক্লোস্পোরিয়াসিস’ বা বিস্ফোরক ডায়রিয়া হিসেবে অবিহিত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই সংক্রমণ এখন পর্যন্ত দেশটি ৩১টি অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাদুর্ভাবের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মিশিগান অঙ্গরাজ্য। সেখানে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এক হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, যা এই রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

যদিও সংক্রমণের নির্দিষ্ট উৎস এখনো শনাক্ত করা যায়নি, তবে অতীতের এমন প্রাদুর্ভাবগুলোর সঙ্গে কাঁচা ফল ও সবজির মতো পণ্য থেকে ছড়ানো খাদ্যবাহিত *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়* সংক্রমণের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, গত ১ মে থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত দেশটিতে সাইক্লোস্পোরিয়াসিসের ৮৪৩টি নিশ্চিত সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। তবে তারা দেড় হাজারের বেশি সম্ভাব্য সংক্রমণের বিষয়ে অবগত রয়েছে। তবে এগুলো নিশ্চিত করতে আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

সিডিসি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৮০ জনেরও বেশি মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, এই পরজীবীর সংক্রমণে এখন পর্যন্ত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

বাংলাভিশনের গুগল নিউজ ফলো করতে ক্লিক করুন

এদিকে মিশিগানের পর নিউইয়র্কে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ দেখা গেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, ৮ জুলাই পর্যন্ত সেখানে প্রায় তিনশ সংক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে।

আমরাই হব হরমুজের ‘অভিভাবক’, মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নেব: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জলপথ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, এই কৌশলগত জলপথটি রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর বিনিময়ে দেশটিকে পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।

ফক্স নিউজের ‘ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’ অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এই প্রণালিটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখব এবং সম্ভবত আমরাই এটি পরিচালনা করব। আমরা হব এই প্রণালির অভিভাবক। সম্ভবত আমরা এর নাম দেব ‘গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল অব দ্য স্ট্রেইট’ (প্রণালীর রক্ষাকর্তা দেবদূত)। আর এই কাজের জন্য আমাদের অবশ্যই পাওনা পরিশোধ *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

ভেস্তে গেল ইরান চুক্তি, বিকল্প কী ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: গত ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধ বড়জোর ‘চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ’ স্থায়ী হবে। এরপর কেটে গেছে চার মাসের বেশি সময়।

সংক্ষিপ্ত এক বিরতির পর যুদ্ধ আবার তীব্র হয়ে উঠছে। এটি শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি কার্যত ভেঙে পড়ে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের চেষ্টা করা বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হামলা চালায় ইরান। জাহাজগুলো তখন ইরানের উপকূল এড়িয়ে ওমান উপকূলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল।

এর জবাবে ইরানের একটি সামরিক ঘাঁটি ও অন্তত দুটি সেতুতে বোমা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। পাল্টা জবাবে ইরান ওই অঞ্চলে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোতে হামলা চালায়।

সপ্তাহ শেষে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ইরনার বরাতে দেশটির রেভ্যুলেশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি) ঘোষণা দেয়, হরমুজ বন্ধ করে

দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে গত ১৩ জুলাই সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানান, ইরানের তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ আবার কার্যকর করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ‘প্রণালির রক্ষক’ ঘোষণা করে এই জলপথ দিয়ে চলাচলকারী পণ্যবাহী জাহাজের ওপর ২০ শতাংশ টোল আরোপ করবে।

যে চুক্তি এখন ভেস্তে গেছে

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও (এনপিআর) জানায়, ১৮ জুন ভার্সাইয়ে একটি সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) সই করেন ট্রাম্প।

কূটনীতি বিষয়ক গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের ভাষ্য, চুক্তির পরিণতিই আজকের পরিস্থিতি। মূলত হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়ার বিনিময়ে চুক্তিটি ইরানের জন্য বেশ লাভজনক ছিল। বিশ্বের মোট তেল-গ্যাসের ২০ শতাংশ এই প্রণালি দিয়েই পরিবহন করা হয়।

চুক্তিতে ট্রাম্প ইরানকে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে চুক্তি এখনো সম্ভব: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনা ও নতুন অবরোধ সত্ত্বেও ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তির সম্ভাবনা এখনো রয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার (১৩ জুলাই) হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি মনে করি একটি চুক্তি সম্ভব। অবশ্যই আমি তা মনে করি।’

তিনি দাবি করেন, দুই দিন আগেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি সমঝোতার বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছিল। তবে পরে তেহরান আরও আলোচনার *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সক্ষমতা যাচাইয়ে ‘টেস্টোস্টেরন’ পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন পিট হেগসেথ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ৩০ বছরের বেশি বয়সী সেনাসদস্যদের টেস্টোস্টেরনের ঘাটতি পরীক্ষা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার এক ঘোষণায় তিনি বলেন, নতুন এ নীতির মাধ্যমে আমাদের যোদ্ধাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জৈবিক সক্ষমতা বা শারীরিক ভিত্তি রয়েছে কি না, তা যাচাই করা যাবে।

তবে এ সিদ্ধান্তে নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

নতুন নীতির আওতায় টেস্টোস্টেরন পরীক্ষাকে সেনাবাহিনীর নিয়মিত বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ করা হবে।

৩০ বছরের কম বয়সী সেনাসদস্যরা চাইলে স্বেচ্ছায় এ পরীক্ষা করাতে পারবেন।

এক্স-এ প্রকাশিত এক ভিডিওতে হেগসেথ বলেন, সেনা সদস্যদের প্রতিদিন মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় কাজ করতে হয়। দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় টেস্টোস্টেরনের মাত্রা রয়েছে কি না, নতুন এ পরীক্ষা তা নিশ্চিত করবে।

তিনি আরও বলেন, কারো টেস্টোস্টেরনের মাত্রা নির্ধারিত সীমার নিচে থাকলে তিনি

চাইলে টেস্টোস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নিতে পারবেন।

তবে কৃত্রিমভাবে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়ানোর এ চিকিৎসা নিতে কোনো সেনাসদস্য অস্বীকৃতি জানালে কী হবে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি।

এ সিদ্ধান্ত নারী সেনাসদস্যদের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। কারণ গড়ে নারীদের শরীরে পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ কম টেস্টোস্টেরন থাকে।

তবে তাদের এ পরীক্ষার বাইরে রাখা হবে কি না, সে বিষয়ে হেগসেথ কোনো ইঙ্গিত দেননি।

দ্য টেলিগ্রাফ এ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা চাইলে পেন্টাগন কোনো মন্তব্য করেনি।

ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসওম্যান প্রমিলা জয়াপাল সেনাদের জন্য টেস্টোস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

হ্যাঁ, ইসরায়েলিরা আমেরিকার রাজনীতিতে প্রভাব খাটায়

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের লড়াইয়ে ইসরায়েল পিছিয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে তিনি মার্কিন নীতিনির্ধারণে অন্য দেশের সরকারের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

দ্য জো রগান এক্সপেরিয়েন্স- পডকাস্টে অংশ নিয়ে তিনি এসব মন্তব্য করেন।

টিআরটি ওয়ার্ল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্যান্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন কমে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।

ভ্যান্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের উচিত নয় অন্য দেশের সরকারকে মার্কিন নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে দেওয়া।

তিনি অভিযোগ করেন, টাইম সাময়িকীর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি বিদেশি প্রভাব বিস্তারের প্রচারণা ইরানের সঙ্গে তার চলমান সমঝোতা ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভ্যান্স আরও বলেন, সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে আগ্রহী ইসরায়েল সরকারের কিছু সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনার প্রচেষ্টার কারণে তাকে মরিয়া আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের প্রসঙ্গে ভ্যান্স বলেন, তার বিশ্বাস এপস্টেইনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ ছিল। এর মধ্যে সিআইএ ও ইসরায়েলের মোসাদের নামও উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়াও তিনি ইসরায়েলি ডিপ স্টেট-এর ওমধ্য-বামপন্থী অংশের সঙ্গেও এপস্টেইনের সম্পর্ক ছিল বলে দাবি করেন। ভ্যান্স বলেন, এপস্টেইন-সংক্রান্ত বিষয়টি পরিচালনায় ট্রাম্প প্রশাসন ভুলভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে জনসাধারণের কাছে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এপস্টেইন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট-এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এপস্টেইন-সংক্রান্ত ৩০ লাখের বেশি পৃষ্ঠার নথি প্রকাশ করেছে।

৪৫ বছর পর জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আটক

পরিচয় ডেস্ক: শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী ও দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে পলাতক থাকা আসামি মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল (১৫ জুলাই) মধ্যরাতে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাকে আটক করে।

ডিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে কোর্ট মার্শাল সম্পন্ন করার জন্য তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোররাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা হামলা চালিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে। এই হত্যাযজ্ঞে সরাসরি অংশ নেওয়া সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে মোজাফফর হোসেন ও

ক্যাপ্টেন মোসলেহ উদ্দিন ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও মামলাসংক্রান্ত বিবরণ অনুযায়ী, মোজাফফর হোসেনই প্রথম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে শনাক্ত করেন।

হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীর অভিযানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তীতে মঞ্জুর নিহত হন।

মোসলেহ উদ্দিন গ্রেপ্তার হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন মেজর মোজাফফর হোসেন ও মেজর এস এম খালেদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মোজাফফর হোসেন দীর্ঘ সময় ভারতে আত্মগোপনে ছিলেন।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করে সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন।

হাসিনাকে প্রত্যর্পণ একটি আইনি বিষয়, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ভারত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়টিকে আইনি ইস্যু হিসেবে উল্লেখ করে ভারত বলেছে, এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। যেকোনো প্রত্যর্পণই আইনি বিষয় এবং এ বিষয়টিও সে অনুযায়ীই পরিচালিত হবে। ভারতীয় এক সাংবাদিক শেখ হাসিনার রয়টার্সকে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করেন। ওই সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, তিনি এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা ভারতে অবস্থান করছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও হত্যাসহ বিভিন্ন মামলায় বিচারের মুখোমুখি করতে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়ে একাধিকবার ভারতের কাছে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ভারতের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অগ্রগতির অভাবের কারণে স্থগিত করা হতে পারে-গণমাধ্যমের এমন প্রতিবেদনের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশে আমাদের যে উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি রয়েছে, তা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো এখনও সেইভাবেই চলছে। প্রসঙ্গত, এসব উন্নয়ন প্রকল্পের সবগুলোই ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত শেখ হাসিনার সরকারের দীর্ঘ শাসনামলে এসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছিল।

শেখ হাসিনার দেশে আসাটা অত্যন্ত জরুরী: জিএম কাদের

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনার দেশের ফেরা প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেন, আমি মনে করি উনার দেশে আসাটা অত্যন্ত জরুরী। দেশে উনার একটি রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে। উনার বাবা ও পরিবার দেশের জন্য কাজ করেছে। উনার দেশের আসার উপর দলের অস্তিত্ব নির্ভর করবে। উনি বুঝেন, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবীদ। আমার ধারণা উনি একটা ব্যবস্থা করেছে। তবে উনি দেশে আসলে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরী হবে।

জিএম কাদের বলেছেন, জুলাইয়ের গণআন্দোলন সফল-বিফল নয়, অসমাপ্ত। মানুষ বৈষম্যহীন সমাজ, জবাবদিহিতামূলক সরকার ও সরকারী ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করেছিল। কিন্তু দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তাই জুলাইয়ের অসমাপ্ত আন্দোলন সমাপ্ত করতে সাধারণ মানুষ আবারও মাঠে নামবে।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দুপুরে রংপুর নগরীর দর্শনা পল্লী নিবাসে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জিএম কাদের বলেন, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। মানুষের জানমাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। যাকে ইচ্ছা করছে মেরে ফেলা হচ্ছে, লুটপাট করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে কখনো দেখি নাই যে থানার ওসি সাহেব হাউমাউ করে কাঁদছে আমি কি করবো, আমাকে বাঁচান বলে। পুলিশ যখন নিজে বাঁচার জন্য সাহায্য চায়, তখন দেশকে কে বাঁচাবে।

তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসলেও জামায়াত-শিবির ও তাদের দোসরদের সাথে ভাগ বাটোয়ারা ঠিকই রেখেছে। তারা বাহিরে মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে বোকা বানাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে নেতা-নেতার সম্পর্ক ঠিক রয়েছে। তাদের আসল শত্রু আওয়ামী লীগ ও ছোট শত্রু জাতীয় পার্টি। তারা ভাবে এগুলোকে জবাই না করা পর্যন্ত তাদের শান্তি নাই।

তিনি আরও বলেন, অন্তর্বতীকালীন সরকারের সময় শুরু হওয়া দেশে অত্যাচার-অনাচার কম হয়নি। এখনও আওয়ামী লীগ ও দোসর বলে মব তৈরী করা হচ্ছে।

সংবিধান অনুযায়ী কোনো সরকার নেই, বিরোধীদলও নেই: জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: গণভোটের রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংসদ ও সংসদের বাইরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ সোমবার রাতে জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন।

জামায়াত আমির বলেন, '২০১৪ সালের ভোট ছিল একেবারে ভোটারবিহীন, ২০২৪ এর ইলেকশন ছিল ডামি। এরপর বহুল প্রত্যাশিত নির্বাচন হলো, সবাই দুটো করে ভোট দিয়েছেন। সরকারও জনগণকে হ্যাঁ ভোট দিতে বলল। দুইটা শপথ নেওয়ার কথা ছিল। আমরা বিরোধী দল দুইটাই শপথ নিয়েছি, কিন্তু বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

স্ত্রী পাল্টাতে পারবেন, কিন্তু প্রতিবেশীকে পাল্টাতে পারবেন না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক মর্যাদা ও সমান সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে-জাতীয় সংসদে এমন মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) রাতে সংসদ অধিবেশনে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও গণহত্যার বিচার' বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

২০২৫ সালে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ০.৮৯%, এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সর্বনিম্ন: ডব্লিউটিও

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানটি ধরে রাখলেও ২০২৫ সালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে বড় ধরনের ধীরগতি লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ায় বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় এই প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন। প্রতিযোগীরা যেখানে বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে, সেখানে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে গতি হারাচ্ছে।

ডব্লিউটিও-এর প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ মোট ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৪ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ০ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

অথচ একই সময়ে বিশ্ববাজারে পোশাকের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। বৈশ্বিক চাহিদার এই ইতিবাচক ধারার মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশের নিচে থাকা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, দেশটি

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাচ্ছে।

শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে কেবল চীন, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে ৩৭ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভিয়েতনামের ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলারে।

অন্যান্য দেশের মধ্যে কম্বোডিয়া রেকর্ড ১৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এছাড়া পাকিস্তান ৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ এবং ভারত ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পেয়েছে।

রপ্তানি ধীরগতির কারণে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বও কমেছে। ২০২৪ সালে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ৭ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে কমে ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ উৎপাদক হয়েও কেন আম আমদানি করে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বে আম উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। দেশে বছরে ২৪ থেকে ২৬ লাখ টন আম উৎপাদিত হয় এবং এর অভ্যন্তরীণ বাজারের আকার ১৩ হাজার থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকার।

তারপরও দেশে নিয়মিত আম আমদানি করা হয়। আর এসব আম আসে উচ্চ আয়ের ভোক্তাদের সারা বছর আমের চাহিদা মেটাতে।

গুলশান, বনানী, বায়তুল মোকাররম, ধানমন্ডি ও উত্তরার কাঁচাবাজার ও সুপারশপগুলোর ফলের দোকানে সারা বছরই এসব আমদানি করা আম দেখা যায়। বেশি দাম দিয়ে হলেও বছরজুড়ে আম কিনতে ইচ্ছুক উচ্চ আয়ের ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতেই এসব আম বিক্রি করা হয়।

তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, স্বাদের দিক থেকে বাংলাদেশের আম অতুলনীয়। তাই, দেশে যখন আমের মৌসুম চলে তখন আমদানি করা জাতগুলোর চাহিদা তেমন একটা থাকে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ও অর্থছাড়ের ধীরগতি পর্যালোচনায় আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: দেশের বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি মূল্যায়নে গতকাল (১৪ জুলাই) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সঙ্গে বৈঠক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর প্রতিনিধি দল। সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইএমএফ বাংলাদেশের ঋণের ব্যয়, নমনীয় ঋণ পরিস্থিতি, বাজারভিত্তিক ফ্লোটিং-রেট ঋণের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা, গড় ঋণ নেওয়ার ব্যয় এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চায়। বৈঠকে উপস্থিত ইআরডি কর্মকর্তাদের মতে, বহুপাক্ষিক এই ঋণদাতা সংস্থা সম্প্রতি বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় কমে যাওয়ার কারণও জানতে চেয়েছে। পাশাপাশি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

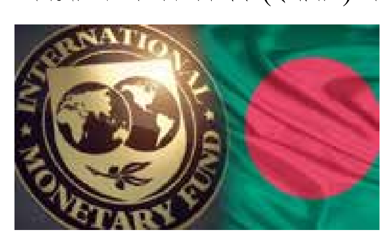

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্কের চাপে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত: এডিবির সতর্কতা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার আওতায় নতুন করে বাড়তি শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের জন্য বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে ফার্মের মুরগি উৎপাদনে বাংলাদেশ কততম, শীর্ষে কারা?

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বে ফার্মের মুরগি উৎপাদনে এখনো শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে জায়গা করে নিতে পারেনি বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে উৎপাদনের হিসাবে ১৮৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৩তম। এফএওর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দেশে মোট ২ লাখ ৩২ হাজার ৫০৭ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সরকারের মোট ঋণ দাঁড়িয়েছে ২২.৬ লাখ কোটি টাকা: আমির খসরু

পরিচয় ডেস্ক: অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ ৬ হাজার ৪৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণ ৯ লাখ ৫৯ হাজার ৩১১ কোটি টাকা।

আজ রোববার (১২ জুলাই) জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য গোলাম রসুলের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এ তথ্য জানান। এসময় তিনি বলেন, ঋণনির্ভর অর্থনীতি থেকে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর এবং ঋণের ওপর নির্ভরতা কমাতে রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর নীতি অনুসরণ করছে সরকার।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায়-সরকার কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত প্রায়

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইন্‌ক
দোহার-নবাবগঞ্জ-কেরানীগঞ্জ-সাভার-ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত
SUNDAY, JULY 19, 2026
Heckscher State Park
Field number 3,
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730
বিশেষ আকর্ষন
পিকনিক স্পটে বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল সরাসরি দেখানো হবে
FIFA WORLD CUP 2026
বার্ষিক বনভোজন ২০২৬
সম্মানিত সুধী,
আসছে ১৯ জুলাই ২০২৬ রোজ রবিবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে
আহ্বায়ক
আমির আফতাব
৬৩১-৫৩৯-১৭৬০
প্রধান সমন্বয়কারী
পি.এইচ.সাইফুর
সদস্য সচিব
মোহাম্মদ আলী সবুজ
৭১৮-৪০৭-৯০৮৪
যুগ্ম আহ্বায়ক
দেওয়ান কাউসার
মোস্তফা কামাল মুকুল
সমন্বয়কারী
কবির খান
সাইফুল ইসলাম সুমন
যুগ্ম সদস্য সচিব
রবিউল আলম
মো: সেলিম খান
অনুষ্ঠান পরিচালনায় : সাইফুর রহমান টুটুল, মোঃ দেলোয়ার হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক : নূর আমিন
সার্বিক নির্দেশনায়: সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ
গিয়াস আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা), মো: আমান উল্লাহ আমান, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আজাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়ার্দার, আলাউদ্দিন আহমেদ, সোহেব হোসেন খান, মিশুক সেলিম, কাউসার আলমীর, এ.কে.এম তারেক।
বাস ছাড়ার সময় ও স্থান :
সকাল ৮:০০ ঘটিকায়
72nd & Broadway Corner, Jackson Height
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: কার্যকরি পরিষদ ২০২৫-২০২৬
সভাপতি
দুলাল বেহেদু
সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
দুলাল বেহেদু
সভাপতি
৬৪৬-৩৭৩-৭২৯২
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৪৬২-২৩৩২
প্রচার সম্পাদক: মো: রফিকুল ইসলাম (৩৪৭) ৪৮১-৭৫৩৫ কর্তৃক প্রচারিত

ক্ষমতায় ফিরতে যেভাবে কট্টর শত্রু ‘ইসরায়েলের এজেন্ট’ হয়ে উঠেছিলেন আহমেদিনেজাদ: নিউইয়র্ক টাইমস

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালের শুরুর দিকের কথা। বুদাপেস্টের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হঠাৎ হাঙ্গেরি সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার কাছ থেকে চমকে দেওয়ার মতো অনুরোধ পেলেন।

রেক্টর অধ্যাপক গেরগেলি ডেলিকে ওই সরকারি কর্মকর্তা জানান, তাদের লুডোভিকা ইউনিভার্সিটি অভ পাবলিক সার্ভিস-এ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটি সম্মেলন আয়োজন করতে হবে। আর সেখানে আমন্ত্রণ জানাতে হবে অপ্রত্যাশিত এক অতিথিকে-ইরানের বহুল আলোচিত-সমালোচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ।

এর পেছনের কারণটা ছিল আরও বেশি চমকপ্রদ। ডেলিকে জানানো হয়, ওই সম্মেলন আসলে লোকদেখানো আবরণ! আসল উদ্দেশ্য হলো, বুদাপেস্টে আহমেদিনেজাদের সঙ্গে তার কট্টর শত্রু ইসরায়েলের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করা।

ডেলি জানতেন, এই একটা আমন্ত্রণই তার নিজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে পারে। কিন্তু এক সাক্ষাৎকারে এই অধ্যাপক বলেন, তার মনে হয়েছিল এর মাধ্যমে হয়তো অনেক মানুষের জীবন বাঁচানো যাবে।

ওদুই শত্রু যখন একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, তখন তাদের সেই আলোচনার ব্যবস্থা করে দেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ্ব বলেন তিনি।

২০২৪ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আহমেদিনেজাদের প্রথম সফর ও তার পরের বছর দ্বিতীয় সফর ছিল ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। উদ্দেশ্য: সাবেক এই ইরানি প্রেসিডেন্টকে এমন একগুগোয়েন্দা সম্পদ্ব হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে সময়মতো তাকেই ইরানের নতুন নেতা হিসেবে ক্ষমতার মসনদে বসানো যায়। সংবেদনশীল এই অভিযান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কয়েকজন মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে এ তথ্য জানান।

আহমেদিনেজাদকে দলে টানা ইসরায়েলের জন্য কতটা জরুরি ছিল, তার প্রমাণ মেলে আরেকটি ঘটনায়। সাবেক মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, ২০২৪ সালে খোদ তৎকালীন ইসরায়েলি গুপ্তচরপ্রধান ডেভিড বার্নিয়া নিজে হাঙ্গেরির রাজধানীতে গিয়েছিলেন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বেলুচিস্তানে কী হচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তান আবারও বড় ধরনের সহিংসতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ওপর একের পর এক হামলা, নিরাপত্তা সদস্যদের অপহরণ ও হত্যা এবং পাল্টা সামরিক অভিযানে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

একই সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে আরও নাটকীয় একটি দাবি-বেলুচিস্তান নাকি পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, প্রদেশটির অধিকাংশ এলাকা নাকি এখন স্বাধীনতাকামীদের নিয়ন্ত্রণে।

এসব দাবির সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল কতটা? বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ কি সত্যিই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে? পাকিস্তান কি ভেঙে যাওয়ার পথে? ডন, জিও নিউজ, আল জাজিরা, রয়টার্স ও এপিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেলুচিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গুরুতর। কয়েক দশকের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘাত এখন আরও সংগঠিত, প্রাণঘাতী ও বিস্তৃত রূপ নিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বেলুচিস্তান পাকিস্তান থেকে কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কিংবা বিএলএ প্রদেশটির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে-এমন দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীনভাবে যাচাই করা প্রমাণ নেই।

বরং বেলুচিস্তানের ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার বড় অংশের উৎস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু বিবৃতি, পোস্ট ও অযাচাইকৃত দাবি।

এগুলোর সঙ্গে বিএলএর সশস্ত্র তৎপরতা এবং দীর্ঘদিনের স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকে মিলিয়ে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের সমর্থন নিয়ে ইয়েমেনে হুথিদের ওপর হামলা চালালেন সৌদি যুবরাজ

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুথিদের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে তার সমর্থন দিয়েছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের দুই কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

সোমবার সানার বিমানবন্দরে সৌদি আরবের হামলা এবং এর পরপরই হুথিদের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ২০২২ সালের পর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর সীমান্ত-পার উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

এ ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দিতে পারে যে, চার বছর ধরে কার্যকর থাকা দুই পক্ষের অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়তে পারে। সৌদি আরব ও হুথিদের মধ্যে নতুন করে সামরিক সংঘাত শুরু হলে তা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অবৈধ অবস্থানকারীদের কঠোর সতর্কবার্তা দিলো সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের সতর্ক করেছে সৌদি আরব। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করলে ৫০ হাজার সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা, কারাদণ্ড এবং নির্বাসনের মুখে পড়তে হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটি। সোমবার (১৩ জুলাই) গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করা একটি গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা করা হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৬ লাখ টাকারও বেশি। জরিমানার পাশাপাশি অপরাধীকে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, একইসঙ্গে তাকে সৌদি আরব থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে তার সৌদি আরবে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, আবাসন ও শ্রমবিষয়ক আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রবেশ ভিসার অপব্যবহার রোধ করা এবং দর্শনার্থীরা যাতে অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি দিন অবস্থান না করেন, তা নিশ্চিত করা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির নাগরিক ও বাসিন্দাদের প্রতি একটি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছে। আবাসন, শ্রম এবং সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা সন্দেহজনক মনে হলে তা কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে। এই তথ্য জানানোর জন্য একটি হটলাইন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে। মক্কা, মদিনা, রিয়াদ ও পূর্বাঞ্চলীয় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 718-721-2012...
Call now

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের শেষ কোথায়?

আলী বায়েজ

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্ক এখন ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে রয়েছে। গত চার মাসে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ চালিয়েছে। ইরানও মার্কিন সামরিক ঘাঁটি, উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর অবকাঠামো এবং ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।

গত এপ্রিলের শুরুতে দুই পক্ষ একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এরপর জুনে সংঘাতের অবসান ঘটাতে একটি সমঝোতা স্মারক করে তারা। কিন্তু সেসব চুক্তি এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখনো পাল্টাপাল্টি হামলা চলছে। অনেক বিশ্লেষকই মনে করছেন একটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানো হয়তো কখনোই সম্ভব নয়।

সমঝোতা স্মারক সইয়ের পর ক্রমবর্ধমান এই বৈরিতা প্রমাণ করে যে বিশ্লেষকদের এমন সন্দেহ অমূলক নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক নতুন কোনো অধ্যায়ে রূপ নেওয়ার বদলে পুরোনো গোলকধাঁধায় আটকে আছে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে চুক্তি লঙ্ঘন ও অসততার অভিযোগ তুলছে। সরাসরি আলোচনার বদলে তারা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ভাঙাচোরা সংলাপ চালাচ্ছে। সম্প্রতি ইরানের ওপর ৩০০-এর বেশি মার্কিন হামলা হয়েছে। অন্যদিকে তেহরানও অন্তত পাঁচটি আঞ্চলিক দেশ ও হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী একাধিক জাহাজে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।

তবুও এই যুদ্ধই হয়তো আপাতবিরোধীভাবে দুই দেশের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর একটি সুযোগ তৈরি করেছে। কারণ, এই সংঘাত এখন এমন এক অচলবস্থায় এসে ঠেকেছে, যা কারও জন্যই স্বস্তিদায়ক নয়। ওয়াশিংটন স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছে যে তারা ইসলামি প্রজাতন্ত্রটিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারছে না, পারছে না তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করতে কিংবা আঞ্চলিক মিত্রদের প্রতি সমর্থন ও হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে বাধ্য করতে।

একইভাবে তেহরানও যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের আঙিনা থেকে তাড়াতে বা ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগ বন্ধ করতে পারছে না। সহজ কথায়, এই যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে কোনো সরকারই অপর পক্ষকে পুরোপুরি পরাস্ত করতে পারবে না এবং এই লাগামহীন শত্রুতার খেসারত দিন দিন বড্ড ভারী ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

যুদ্ধ চলতে থাকলেও উভয় দেশের অনেক কর্মকর্তাই এখন এই বাস্তবতা বুঝতে শুরু করেছেন। ফলে দুই পক্ষের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ সহাবস্থানের পথ খুঁজছেন। প্রায় এক দশকের মধ্যে এই প্রথম শীর্ষ মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তারা আলোচনার টেবিলে সরাসরি মুখোমুখি বসেছেন। তাঁরা অর্থপূর্ণ আপস-রফা নিয়ে আলোচনা করছেন। এমনকি দুই পক্ষ একটি সামরিক ‘হটলাইন’ চালু করতেও সম্মত হতে পারে, যাতে যেকোনো সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই উদ্যোগ সফল হলে ১৯৭৯ সালে তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে হামলার পর এটিই হবে প্রথম কোনো সরাসরি মার্কিন-ইরান যোগাযোগের মাধ্যম।

এসব প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থও হতে পারে। কারণ, সমঝোতা স্মারকটি এখন ভেস্তে যাওয়ার মুখে। দুই দেশেই এমন শক্তিশালী গোষ্ঠী রয়েছে, যারা কূটনীতির বিরোধিতা করে ও সংঘাত পছন্দ করে। দুই চিরশত্রুর এই আলোচনারও একটা সীমাবদ্ধতা থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে দুই পক্ষই হয়তো একই অনিচ্ছুক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, পুরোনো কৌশল ব্যর্থ হয়েছে।

সর্বোচ্চ ব্যর্থতা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক স্থিতিশীল করার শেষ বড় চেষ্টা ছিল ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি ছিল একটি সীমিত চুক্তি। ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করতে এবং আন্তর্জাতিক পরিদর্শনের অনুমতি দিতে রাজি হয়েছিল। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেয়।

কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এটি ছিল আরও বড় একটি বাজি। কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন, পারমাণবিক সমস্যার সমাধান হলে হয়তো লেবাননের হিজবুল্লাহ বা ইয়েমেনের হুথিদের মতো আঞ্চলিক মিলিশিয়াদের প্রতি ইরানের সমর্থন নিয়েও আলোচনা করা যাবে। একসময় হয়তো দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কও তৈরি হতে

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

স্বাধীনতার ২৫০ বছর

আমেরিকানরা কি তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিমালা সম্পর্কে জানেন?

মাহফুজ আনাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি ক্যাম্পাস এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতাম। যুক্তরাষ্ট্রে এই বিক্ষোভ আরও ব্যাপক ছিল। বিক্ষোভ প্রদর্শন একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ষাটের দশকের শেষের দিকে ও সত্তরের দশকের শুরুতে সেই বিক্ষোভে কখনো কখনো মার্কিন পতাকা পোড়ানোর ঘটনাও ঘটত। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং ১৯৭১ সালে আমাদের সদ্য জেতা স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পতাকার বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত আবেগঘন ছিল। তাই কোনো দেশের পতাকা পোড়ানো আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রে এটি যেভাবে সহ্য করা হয়েছিল, তা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল।

বহু বছর পরে ১৯৮৯ সালে আমি তখন ইউনেস্কোতে কর্মরত, বাংলাদেশে ফিরে একটি ইংরেজি পত্রিকা চালু করার পরিকল্পনা করছিলাম, সেসময়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায়-টেক্সাস বনাম জনসন-সম্পর্কে পড়ি। সেখানে বলা হয়েছিল, রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে জাতীয় পতাকা পোড়ানো যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অধীনে ‘মতপ্রকাশের স্বাধীনতা’ হিসেবে সুরক্ষিত। আমি সঙ্গে সঙ্গে এই সংশোধনীটি বিস্তারিতভাবে পড়ি এবং এর বিষয়বস্তু দেখে বিস্মিত হই, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতাসহ আরও বহু বিষয়ে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। পতাকা পোড়ানোর প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস ‘ফ্ল্যাগ প্রটেকশন অ্যাক্ট ১৯৮৯’ পাস করলেও যুক্তরাষ্ট্র বনাম আইখম্যান মামলায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দেয়।

এসব রায়ের পর আমি মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর প্রবল অনুরাগী হয়ে উঠি, যা একটি হবু প্রকাশকের জন্য স্বপ্নের মতো ছিল। টমাস জেফারসনের সেই বিখ্যাত মন্তব্যটিও আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন-‘গণআকাঙ্ক্ষাই যেহেতু আমাদের সরকারের ভিত্তি, তাই প্রথম কাজ হওয়া উচিত সেই অধিকার সংরক্ষণ করা; আর যদি আমাকে দুটির মধ্যে বেছে নিতে বলা হয়, সংবাদপত্রবিহীন সরকার নাকি সরকারবিহীন সংবাদপত্র, তবে আমি দেশের জন্যে নিমিষেই পরেরটি নেব’। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে এত শক্তিশালী ও সর্বব্যাপী বক্তব্য বিরল।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমার যত সমালোচনাই থাকুক না কেন, তাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ও জেফারসনের মন্তব্যটি আমার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পেয়েছিল এবং আজও তা একইভাবে আছে। দুঃখজনকভাবে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রেই সেই মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। সাংবাদিকদের ‘সবচেয়ে খারাপ’ মানুষ বলা হচ্ছে এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই অনেককে দুর্নীতিগ্রস্ত বলা হচ্ছে। যে দেশটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বিকাশে এত বড় অবদান রেখেছে, সেই দেশেই এমন দৃশ্য দেখার জন্য বিশ্ব প্রস্তুত ছিল না।

আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী আকর্ষণ-চিন্তার স্বাধীনতা-আজ চাপের মুখে। বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেগুলো দেশের ভাবমূর্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং বিশ্বের সেরা মেধাবীদের আকৃষ্ট করে, সেগুলো এখন অপমানিত হচ্ছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ও ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে আখ্যা পাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ক্যাপিটলে সহিংস হামলা এবং পরবর্তীতে সহিংস অপরাধে দণ্ডিতদের মুক্তি দেওয়া, যাদের মধ্যে পুলিশ হত্যাকারীও ছিল, সেটা আইনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নাগরিকদের বিরুদ্ধে আইস (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) ব্যবহার করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে তাদের হাতে অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে সংবিধানে বর্ণিত ‘জীবনের অধিকার’-এর ওপর জনআস্থা ভেঙে পড়ছে।

বিশ্বের নানা প্রান্তের অভিবাসীদের সমন্বয়ে শুরু থেকেই গড়ে ওঠা বহুসাংস্কৃতিক সমাজ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক পরিচয় এখন অনেক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা সেই দেশেই ক্রমবর্ধমান বর্ণবাদের বিষয়ে উদ্বেগজনক প্রশ্ন তুলছে। অথচ এই দেশকেই

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

রেমিট্যান্সের হিসাব আছে, প্রবাসীর কষ্টের হিসাব কোথায়

সেলিম রেজা

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত, যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী উৎসদেশ হিসেবে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশে পরিণত করেছে (আইওএম, ২০২৫)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২৫২৬ অর্থবছরে প্রবাসীরা বৈধ পথে দেশে ৩৫ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এবং আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রেমিট্যান্সগ্রাহী দেশ।

প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি ব্যয়, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং লাখো পরিবারের জীবিকা-সব ক্ষেত্রেই প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাঁদের বলা হয় 'রেমিট্যান্সযোদ্ধা'। রাষ্ট্র তাঁদের অবদানকে সম্মান জানায়, উন্নয়নের পরিসংখ্যানে তাঁদের পাঠানো অর্থের হিসাব তুলে ধরে।

কিন্তু সংখ্যার এই সাফল্যের আড়ালে যে মানুষটি আছেন, তাঁর গল্প কতটা বলা হয়? তপ্ত মরুভূমি, নির্মাণশ্রমের ধুলামাখা পরিবেশ কিংবা কারখানার দীর্ঘ শিফটে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত প্রতিটি ডলারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, মানসিক চাপ ও অসংখ্য ব্যক্তিগত ত্যাগ। আমরা রেমিট্যান্সের পরিমাণ গণনা করি, কিন্তু সেই রেমিট্যান্সের মানবিক মূল্য খুব কমই হিসাব করি। অথচ অভিবাসনের প্রকৃত গল্প শুধু অর্থনীতির নয়; এটি মানুষের জীবন, সম্পর্ক ও ত্যাগেরও গল্প।

রেমিট্যান্সের আড়ালে থাকা মানবিক মূল্য

আন্তর্জাতিক অভিবাসন গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'সোশ্যাল কস্ট অব মাইগ্রেশন', অর্থাৎ অভিবাসনের সামাজিক মূল্য। অভিবাসন শুধু আয় বাড়ায় না; এটি পরিবার, সামাজিক সম্পর্ক, লিঙ্গভূমিকা, সন্তান প্রতিপালন ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অভিবাসন গবেষক হাইন ডে হাস দেখিয়েছেন, অভিবাসনকে শুধু উন্নয়নের সাফল্য বা শুধু সংকট হিসেবে দেখা যায় না; এটি একই সঙ্গে সুযোগ ও ত্যাগের বাস্তবতা।

একইভাবে স্টিফেন ক্যাসলস মনে করেন, অভিবাসন কখনোই শুধু একজন মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া নয়; এটি পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককেও বদলে দেয়। বাংলাদেশে এই সামাজিক মূল্য নিয়ে আলোচনা এখনো সীমিত। আমরা রেমিট্যান্সের হিসাব রাখি, কিন্তু সেই অর্থের পেছনে থাকা মানুষের ক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক চাপের মূল্য খুব কমই বিবেচনা করি।

এই বাস্তবতার সবচেয়ে নির্মম দিকটি প্রতিফলিত হয় প্রবাসীদের মৃত্যুর পরিসংখ্যানে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে বিদেশ থেকে ৪ হাজার ৮১৩ জন বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে ফিরেছে, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে এসেছে; তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ৪০ বছরের কম বয়সী কর্মক্ষম তরুণ। এই পরিসংখ্যান মনে করিয়ে দেয়, অভিবাসনের প্রকৃত মূল্য শুধু রেমিট্যান্সে নয়; মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও মর্যাদার মধ্যেও নিহিত।

রেমিট্যান্সের চমকপ্রদ সংখ্যার পেছনে লুকিয়ে আছে হাজারো নীরব কান্না, অজস্র অপূর্ণতা ও অসংখ্য ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের গল্প। সাম্প্রতিক একটি সামাজিক গবেষণার অংশ হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কিছু কষ্টের দিক সম্পর্কে জেনেছি, যা নিচে উপস্থাপন করছি।

দূরত্ব যখন সম্পর্ককে বদলে দেয়

প্রবাসজীবনের সবচেয়ে কঠিন বাস্তবতা হলো দীর্ঘ পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা। অনেক প্রবাসী শ্রমিক ৫, ৭, এমনকি ১০ বছর পর্যন্ত পরিবার থেকে দূরে থাকেন; অনেকের জন্য বছরে একবার ছুটিতেও দেশে ফেরা সম্ভব হয় না। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবারের আবেগীয় বন্ধনকে বদলে দেয়। সন্তান বড় হয় বাবার সান্নিধ্য ছাড়া, স্ত্রীকে একাই সংসারের অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করতে হয়, আর বৃদ্ধ মাবাবার অসুস্থতার সময় ছেলের উপস্থিতি থাকে শুধু ফোনের ওপারে। জীবনের

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

রেমিট্যান্স-যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণার শেষ কোথায়? দূতাবাসগুলোর ভূমিকা কী?

মহিউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশে দালাল অর্থাৎ আদম ব্যবসায়ীদের খপ্পরে না পড়ে নিরাপদে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া এখনো সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়নি কেন-এই প্রশ্ন আমাদের সবাইকে করতে হবে। সরকারি কাঠামো আছে কাগজে ও কেন্দ্রে; কিন্তু দালাল আছে মাঠে, দরিদ্র যুবকের দরজায়। এই দূরত্ব ঘোচাতে না পারলে প্রবাসী শ্রমিকেরা শোষণ, প্রতারণা ও বৈষম্যের শিকার হতেই থাকবেন।

অথচ এই প্রবাসীরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁরা দেশে ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতি, পরিবারভিত্তিক আয় এবং জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় তাঁদের অবদান এত বড় হওয়া সত্ত্বেও বিদেশে কর্মসংস্থানের যাত্রাটি এখনো নিরাপদ, সহজলভ্য ও দালালমুক্ত করা যায়নি-এটি রাষ্ট্রের একটি বড় ব্যর্থতা। তাই বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে শুধু ব্যক্তিগত ভাগ্য বদলের পথ হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটিকে জাতীয় অর্থনীতির কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রবাসী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান আছে-বিএমইটি, বোয়েসেল, ডেমো অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ডিজিটাল দিক থেকেও ওইপি-বিএমইটি প্ল্যাটফর্ম এবং আমি প্রবাসী অ্যাপের মতো উদ্যোগ আছে। কিন্তু কাগজের কাঠামো আর মাঠের বাস্তবতা এক জিনিস নয়।

বিশ্বব্যাংকের একটি মূল্যায়নে বলা হয়েছে, বিএমইটির একাধিক ডেটাবেজ পরস্পর সংযুক্ত নয়; ফলে শ্রমবাজারের পূর্ণাঙ্গ তথ্যব্যবস্থা শক্তভাবে গড়ে ওঠেনি। ডেমো অফিসগুলোর সক্ষমতাও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর মতো নয়।

সিপিডির ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০২৩ সালে ১১ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে গেলেও সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেলের মাধ্যমে গেছেন মাত্র ১৫ হাজার ২৯৪ জন, অর্থাৎ মোটের মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ। এই একটি সংখ্যাই বলে দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মাঠে কতটা ব্যর্থ। তাই সিলেটের রাজু কিংবা কুড়িগ্রামের এক দরিদ্র যুবক যখন বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে প্রথমেই বিএমইটি অফিসে যায় না; যায় পাশের বাড়ির পরিচিত দালালের কাছে। কারণ, দালাল তার চেনা মানুষ। সে বাড়িতে গিয়ে কথা বলে, ভরসা দেয়, কাগজপত্রের পথ দেখায়, এমনকি টাকার জোগাড়ের ব্যবস্থাও বাতলে দেয়।

এই পরিচয়, ভরসা ও অসহায়ত্বের সুযোগ দালাল নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে-কখনো অতিরিক্ত টাকা নেয়, কখনো ভুয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, কখনো ঋণের ফাঁদে ফেলে। দালালকে আইন করে নিষিদ্ধ করলেই দালাল শেষ হয়ে যায় না। রাষ্ট্রকে দালালের চেয়েও সহজ, সস্তা ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে মানুষের দরজায় পৌঁছাতে হবে।

দালাল টিকে থাকে শেষ মাইলের সমস্যাটা মেটায়। সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ও সরকারি ব্যবস্থার মাঝখানে যে বিশাল একটা দূরত্বের ফাঁক থেকে যায়, সেটাই হলো লাস্ট মাইল প্রবলেম বা শেষ মাইল সমস্যা। এই ফাঁকটা রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে না বলেই দালালরা সেই সুযোগ নেয় এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। এই সমস্যাটার মেটানোর বিনিময়ে দালাল যে মাশুল আদায় করে, তা অস্বাভাবিক রকম বেশি।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিদেশযাত্রার গড় খরচ প্রায় চার লাখ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, যার বড় অংশ যায় মধ্যস্বত্বভোগীর পকেটে। আইটিইউসির জরিপও বলছে, গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ প্রায়ই মৌখিকভাবে হয়; না থাকে রসিদ, না থাকে প্রমাণ। ফলে প্রতারিত হলে আইনি প্রতিকারের পথ কঠিন হয়ে পড়ে। এই ক্ষতি শুধু একজন শ্রমিকের নয়; এটি তার পরিবার ও একটি গ্রামীণ অর্থনীতিরও ক্ষত।

সমাধান: সাতটি করণীয়

১. দূতাবাসে শ্রমবাজার উন্নয়ন সেল (লেবার মার্কেট ডেভেলপমেন্ট সেল-এলএমডিসি): প্রতিটি দূতাবাস ও হাইকমিশনে এই এলএমডিসি বিশেষ সেল গঠন করতে হবে, যার কাজ শুধু অভিযোগ শোনা নয়; নতুন চাকরির বাজার খোঁজা। কোন দেশে কোন খাতে শ্রমিকের

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

দূরের আয়নায় দেখি, এ কি!

সৈয়দ কামরুল

শেখ হাসিনা ফিরছেন। তিনি ফিরছেন জন্মভূমির চিরচেনা পথরেখায়। তাঁর এই ফিরে আসা নতুন কিছু নয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ফিরছেন। প্রতিবারই তাঁর ফেরার ল্যান্ডস্কেপ ছিল coercive power dynamics এর বৈরী বিন্যাস। তবু প্রতিবার ফেরার পথে তাঁর নেমেছিল জনতার ঢল- ছুটেছিল উদ্বেলিত অভিবাদন।

এবার তাঁর ফেরার দিকে তাকিয়ে আছে কি তেমনি প্রতীক্ষার চোখ? যেমন করে খরাচৌচির ধানের ক্ষেতে একটা গ্রাম আসমানের দিকে তুলে ধরে যূথবদ্ধ হাত - বৃষ্টির জন্য মোনাজাত।

এই চিত্রকল্পটা কি তেমনি একটি rhetorism নাকি বাস্তবিক চিত্র? সময় তা বলে দেবে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

পঁচাত্তরে ঘটেছিল নৃশংস হত্যাকান্ডের এপিক ট্রাজেডি। দুনিয়ার তাবৎ ট্রাজেডির চাইতেও ভারি সেই রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি। শেক্সপিয়রের ট্রাজেডি মঞ্চকে সয়লাব করে রক্তে। বঙ্গবন্ধুর রক্তে ভেসেছিল রক্তনদী সারা বাংলাদেশ। সেদিন কিন্তু একজনও আলীগ, ছাত্রলীগ রাজপথে নামেনি। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেনি। ট্রাজেডির প্রতিশোধ-তাড়িত প্রোটাগনিস্টদের মতো একজনকেও পাওয়া যায়নি। কোথাও দেখা মেলেনি এস্কাইলাসের ওরেস্টিস- সোফোক্লিসের ইলেক্ট্রা - ইউরিপাইডিসের মিডিয়ার মতো প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্রতা? একমাত্র হাসিনার মধ্যে দেখা যায় ইলেক্ট্রার তেজ।

আমার মনে হয়, শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের পথে নামবে না তাদের কেউই। তারা সবাই দুর্নীতিতে এতোটাই নিমজ্জিত হয়েছিল, তারা আজ সম্পূর্ণ ডিমোরালাইজড। অনৈতিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা counterinsurgency বা গেরিলা যুদ্ধ করতে পারে না। তারা লুকিয়ে বাঁচতে চায় জীবন। সেটাই দৃশ্যমান হয়েছে অতিক্রান্ত দুবছর।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বৈপ্লবিক উন্নতির রূপকার। তিনি যুগপৎ একজন থিংকার এবং ডুয়ার। তিনি বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপ নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে চলেছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আদলে। সফলতার পথে এগিয়ে চলেছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি বানাতে চেয়েছিলেন রেনেসাঁর ফ্লোরেন্স। বানাতে চেয়েছিলেন শিল্প, স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের রাজধানী প্যারীর মতো আরেক প্রজ্ঞাপারমিতা নগরী।

কিন্তু তাঁর নন্দন-নগরকে দখল করেছে একাত্তরে পরাজিত পরাশক্তি ও পাকিস্তানী হায়েনার দল। সেখানে তাঁর জন্য তৈরি হয়েছে ফাঁসির মঞ্চ- endgame vengeance.

এবার তিনি কোথায় ফিরবেন? তিনি কি ফিরবেন তাঁর corridors of retrospect এর নস্টালজিক মেমোরি লেনে? তিনি কি ফিরবেন দিল্লীর কারাগার থেকে ঢাকার কারাগারে? তিনি কি ফিরবেন বলপূর্বক নির্বাসনের অবরুদ্ধ জেলগেট খুলে জন্মভূমির জান্তব জেলখানায়? ফিরবেন স্বদেশের ডিস্টোপিয়ায়? কাটাবেন জীবনের শেষদিনগুলো একাত্তরে পরাজিত শত্রুর অর্গলে ও শেকলে, অন্তরীণ অন্ধকারে? বিস্রস্ত পা ফেলে দাঁড়াবেন ফাঁসির মঞ্চে?

এমন বৈরী দেশে কেনো তিনি ফিরতে চাইছেন? কেনো তাঁর এই সুইসাইডাল ডিসিশন? কারণ তিনি একা। নিজের মধ্যে আদিগন্ত বিস্তৃত নিঃসঙ্গ এক ক্লান্ত শেরপা। তিনি কতোটা একা, সেটা তিনি এরি মথ্যে জেনেছেন মর্মতলে।

তিনি এটাও জেনে গেছেন, ভারত তার জন্য কখনোই বিপুল মুনাফার বিশাল বাজার, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যাবে না।

পড়ন্ত ছুরি ধরার ঝুঁকি কেউ কি নিতে চায়?

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বলি আর মিলিটারি ইন্টারভেনশান বলি- ভারত এগুলো কখনোই করতে যাবে না। কারণ, বাংলাদেশ এখন এজেন্ট কান্ট্রি বা প্রক্সি কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। তার গায়ে হাত দিলেই ভারতের বুকে ছুটে যাবে তুরস্কের বায়রাকতার ড্রোন। পাকিস্তান ছুঁড়বে Fatah- II আর চীন এই সুযোগে তার আজন্ম শত্রু ভারতকে ফ্রাগমেন্টেড করে ছাড়বে। আমেরিকা তলে তলে সেই ভাঙনের রণতুর্য হয়ে মদদ যোগাবে।

জিওপলিটিক্সের এরিনায় পরাশক্তির শত্রুতা স্থির থাকে না; ডাইনামিকলি পাল্টায়। তারা সবাই চায় ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এর পিতা Philip II of Macedon এর সেই "divide et impera" বা divide and rule ডকট্রিনকে আমেরিকা চাইবে ভারতে ঘটাতে।

ভারত চাইবে না এমন কমপ্লেক্স ভূ-রাজনীতি ও প্রক্সি যুদ্ধের রণক্ষেত্রে আত্ম-ধ্বংসের দামামা বাজাতে। শেখ হাসিনার জন্য ভারত এসব ঘটাবে না।

পৃথিবীর কোনো দেশ নেই যারা শেখ হাসিনাকে পরাশক্তির বিরোধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জানাবে অভিবাদন। কোথাও নেই তার জন্য স্যাংচুয়ারি। যখন কোনো অভয়ারণ্য থাকেনা, তখন ডিস্টোপিয়ায় ফেরার স্পৃহা টানে।

মার্কিনীদের সমর্থন পেয়ে স্বদেশে ফিরতে হলে তাঁকে নত হতে হবে ডিপ স্টেটের কাছে। বানাতে হবে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বদেশকে প্রক্সি স্টেট থেকে Vassal স্টেট। "We all know that a small nation with a weak economy and deep socio- politico- religious polarization can easily fall into long- term servitude to a powerful suzerain."

শেখ হাসিনা এ কথাটা জানেন ও বোঝেন। যে তিনি মার্কিনী হুমকি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেকে রেখেছিলেন অনড় ইস্পাত। সেই তিনি কি তাদের কাছে হবেন প্রণতমস্তক?

তাঁকে মার্কিনী সমর্থন পেতে হলে বিএনপি, জামাত ও ইউনুছ যে পরিমাণ ছাড় দিয়েছে, তারও বেশি ছাড় তাঁকে দিতে হবে। সেটা কি দেবেন তিনি? আরো বেশি ছাড় দেয়ার স্পেস আছে কি বাকি?

তিনি হয়তো ভাবছেন বিএনপি সরকার এবং তাদের পেছনের দোসরশক্তি জামাতে ইশ্লামী জঙ্গীরা তাঁকে ফাঁসি দিতে পারবে না। ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। পরাজিত শত্রুরা প্রতিশোধ নিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে আসছে যুগের পর যুগ। তারা পঁচাত্তরে একটা বড় revenge নিতে পেরেছিল। একুশে অগাস্ট তাঁকে ও তাঁর দলকে নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিল। এবার তারা তাঁকে শুধু ক্ষমতাচ্যুৎ করেনি। তাঁকে forced exile এ পাঠিয়েছে। তারপর আলীগকে নিষিদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

আলীগ কোথাও শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি গত দুবছরে। পর্যাপ্ত সময় পেরিয়েছে। শত্রুরা গোছগাছ করে শক্ত হয়ে উঠেছে। আলীগ counterinsurgency না করে লুকিয়েছে খন্ড খন্ড স্বরচিত গুহায়। তারা হয়েছে "rot from within" - তাদের পচন ধরেছে ভিতর থেকে। তারা আগের মতো করে কিছুই করতে পারবে না।

পাশাপাশি, বাংলাদেশে ঘটেছে জটিল সোসিও-পলিটিক্যাল পোলারাইজেশান। যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে একজনও ideological leadership নেই। সবাই রাজনৈতিক দালাল এর মতো হয়েছে সার্বভৌমত্ব পাচারকারী। তারা sovereignty trafficking করে চলেছে। মতাদর্শিক শূন্যতা বা ideological vacuum রাষ্ট্রীয় নৈতিকতাকে করেছে উধাও। যেখানে রাজনৈতিক কুশীলবরা কেবলই লুণ্ঠনমূলক ও লেনদেন-সর্বস্ব মানসিকতা নিয়ে কাজ করে চলেছে-অর্থাৎ তারা কোনো নীতিমালার ভিত্তিতে নয়, বরং স্বল্পমেয়াদী আর্থিক ও ক্ষমতার স্বার্থতাড়িত প্রণোদনা দ্বারা চালিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে চলেছে।

ঘটে চলেছে asymmetric polarization বা অসম মেরুকরণ। এই সবকিছুর সংঘাত কোনো সমকক্ষ দুটি আদর্শিক পক্ষের মধ্যে নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত বিভাজন। গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি অসংগঠিত, অথচ ধর্মতান্ত্রিক সংখ্যালঘু অংশটি সহিংসতার মাধ্যমে অত্যন্ত সুসংহত। ধর্মতান্ত্রিক আগ্রাসন অর্থাৎ theocratic encroachment চলছে মহা দাপটের সঙ্গে। ধর্মীয় চরমপন্থীরা বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢুকছে সহিংস অনুপ্রবেশ। যারা ভেতর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ আইনি কাঠামোকে সুপরিকল্পিতভাবে ভেঙে ফেলছে। পরিস্থিতি labyrinthine অর্থাৎ গোলকধাঁধার মতো। এই মেরুকরণের বাংলাদেশে ফিরে তিনি কী করবেন- কী করতে পারবেন? যা পারবেন সেটা আদর্শহীনতার রাজনীতির গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের হাতের পাপেট হয়ে পড়া।

শেখ হাসিনা, আপনি পারবেন না নেলসন ম্যান্ডেলার মতো "রেইনবো নেশন" পলিসি কার্যকর করতে। নেলসন ম্যান্ডেলার "রেইনবো নেশন" ধারণাটি গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ ও বর্ণবাদের অবসানের ক্ষেত্রে একটি বড় রাজনৈতিক সাফল্য হলেও, চরম দারিদ্র্য ও জাতিগত বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে এটি ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ব্যর্থ।

মূল্যবোধবর্জিত বাংলাদেশে কোনো ভ্যাল্যুজ ও নীতি আদর্শের রাজনীতি চলবে না। পরাশক্তির দাসত্ব শৃঙ্খলে রাজনীতির জেলখানায় রাজনৈতিক আত্মহনন করার চাইতে নির্বাসিত জীবনে হারিয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি এই সুপার কমপ্লেক্স পোলারাইজড দেশে কিছুই করতে পারবেন না। যা পারবেন, শক্তি দিয়ে শাসন করতে। শক্তিশাসন যে কাজ করবে না সেটা তো দেখেছেন। তাহলে তার পুনরাবৃত্তি করে কী লাভ, কাদের লাভ? সবশেষে, তবু বলতে হয়, Bangladesh deserves a visionary leadership- not a labyrinth of religious, social, and political polarization.

জ্বরের পর দুর্বলতা কাটাতে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: জ্বর সেরে উঠতে যেমন সময় লাগে, তেমনি সময় লাগে জ্বর সেরে যাওয়ার পর দুর্বলতা কাটাতে। দুর্বলতা কমানোর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।

জ্বরে আক্রান্ত হলে রোগীর শরীর অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। জ্বর সেরে উঠতে যেমন সময় লাগে, তেমনি সময় লাগে জ্বর সেরে যাওয়ার পর দুর্বলতা কাটাতে। দুর্বলতা কমানোর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।

জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রোটিন ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের ডাল, মটরশুঁটি, ছোলা, সয়ামিট, মাশরুম, বাদাম, তিসি, চিয়াসিড এসব খাবারে ভালো পরিমাণে প্রোটিন থাকে। মাংস দিয়ে স্যুপ করে খেলে এটি শরীরের দুর্বলতা কমায়।

ফলের মাঝে মৌসুমি নানা রকমের তাজা ফল, কমলা, মাল্টা, আপেল, পেয়ারা, আমড়া, পাকা পেঁপে, আম, আনারস, আঙুর, ডালিম, আনার লেবু জাতীয় ফল, ডাবের পানি নিয়মিত খেতে হবে।

সবজির মাঝে কচুশাক, পালংশাক, মিষ্টিকুমড়া, আলু, গাজর এগুলো শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে ।

শরীরে পানির পরিমাণ ঠিক রাখতে ডাবের পানি ও বিভিন্ন ধরনের ফলের রস খেতে হবে। এ ছাড়া নরম সেদ্ধ জাউ ভাত, খিচুড়ি, বিভিন্ন ধরনের সবজি স্যুপ খেতে দিতে হবে রোগীকে।

এ সময় আদা দিয়ে চা পান করলেও উপকার পাবেন। আদা শরীর থেকে জীবাণু দূর করে শরীরকে টক্সিন মুক্ত করে।

সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে, যা রোগীকে দ্রুত সুস্থ হতে সহায়তা করবে।- পুষ্টিবিদ মিশু দাস

লিচু খেলে যেসব উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: গ্রীষ্মকালীন একটি রসালো ফল লিচু, যা সবারই খুব পছন্দের। মিষ্টি এই ফলটি খেতে পছন্দ করলেও লিচুর পুষ্টিগুণ কেমন এবং এটি কী পরিমাণ খাওয়া শরীরের জন্য ভালো সেটা অনেকেই জানেন না। যেকোনো ফলই শরীরের জন্য উপকারী। আর লিচু যেহেতু একটি মৌসুমী ফল, এটি খেলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়।

লিচুর পুষ্টিগুণ

লিচুতে জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি। প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট খুব অল্প পরিমাণে থাকে। লিচুতে ফ্যাট নেই। রয়েছে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। খনিজ উপাদানগুলো হলো ম্যাঙ্গানিজ আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, কপার ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

গরমে আম, লিচু, কাঁঠাল ছেড়ে হঠাৎ কিউয়ি খেতে যাবেন কেন? কী এমন আছে এই ফলে?

পরিচয় ডেস্ক : পাহাড়ে এই ফলের বিশেষ নামডাক না থালেও সমতলে তার বেশ সুনাম রয়েছে। পাড়ার ফল বিক্রেতার দোকানেও কিউয়ির কদর বেড়েছে। অন্যান্য চেনা ফলের সঙ্গে মানুষ টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলও কিনছেন। গরম মানেই তো আম, কাঁঠাল, লিচুর ছড়াছড়ি। ঘেমেনেয়ে বাজার করতে যত কষ্টই হোক, ফেরার পথে ফল বিক্রেতার থেকে বেছে বেছে বেশ খানিকটা আম, লিচু কিংবা কাঁঠালের কোয়া না কিনলে মন ভরে না। মিষ্টি ফল বেশি খেলে রক্তে শর্করা আবার চোখ রাঙাবে। সে চিন্তাও আছে।

অলিভ অয়েল যেসব রোগের ঝুঁকি কমায়

পরিচয় ডেস্ক : স্বাস্থ্য সচেতনদের অনেকেই এখন রান্নায় সয়াবিন তেল ব্যবহার করা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। সয়াবিন তেলের পরিবর্তে এখন অনেকেরই পছন্দ সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার। আবার অনেকেই পছন্দ করছেন অলিভ অয়েলকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রান্নায় নিয়মিত অলিভ অয়েল ব্যবহারে ঝুঁকি কমে বেশকিছু জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার। অলিভ অয়েল সর্বপ্রথম ব্যবহার করা শুরু হয় ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতায়। এর মধ্যে বলা যায়, রোমান এবং গ্রিকদের নাম। বহু শতাব্দী ধরে অলিভ অয়েল ব্যবহার করে আসছে তারা।

অলিভ অয়েল যেসব রোগের ঝুঁকি কমায়

অলিভ অয়েলের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হিসেবে ধরা হয় একস্ট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। এর যথেষ্ট স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনল সমৃদ্ধ, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই জেনেটিক্স স্বাস্থ্য এবং আয়ুষ্কালের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে এটি। রান্নায় অলিভ অয়েলঅয়েল ব্যবহার করাকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর বলেই মনে করছেন পুষ্টিবিদরা।

আমেরিকান হেলথলাইনের একটি প্রতিবেদন অনুসারে তাই আসুন জেনে নিই এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা। এগুলো হলো:

১। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: উচ্চ রক্তচাপ অনেক দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য জটিলতার অগ্রদূত। বর্তমান স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেয় যে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা জলপাইয়ের তেল রক্তচাপ কমাতে পারে। মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ হওয়ায় অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ওষুধের দৈনিক ডোজও কমাতে পারে এই তেল।

২। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ: ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এর জুড়ি নেই। অলিভ অয়েলে পাওয়া পলিফেনল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করে এবং ক্ষত নিরাময়কে ত্বরান্বিত করে।

৩। অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ: এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের পুষ্টিগুণ বা উপাদান অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

৪। ক্যানসার: সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ভার্জিন অলিভ অয়েল খেলে ক্যানসার কোষের গ্রোথ কমে।

প্রতিদিন কাঁচা পেঁয়াজ খেলে মিলবে যেসব উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : খাবারের তালিকায় পুষ্টিমান উন্নত করতে আমরা দেশি-বিদেশি কত উপকরণই না খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আমাদের আশপাশেই সহজলভ্য অনেক কিছুই রয়েছে, যা প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রেখে পেতে পারেন অনেক উপকারিতা। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কাঁচা পেঁয়াজ। যদিও অনেকেই এর তীব্র ঘ্রাণের কারণে বিশেষ পছন্দ করেন না। তবে কাঁচা পেঁয়াজকে খাবারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে পেতে পারেন অনেকগুলো উপকারিতা।

১. রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়

কাঁচা পেঁয়াজ ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন সি শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

এ ছাড়া কাঁচা পেঁয়াজ ঠান্ডা লাগা এবং ফ্লুর মতো সাধারণ অসুস্থতা প্রতিরোধেও সহায়তা করে।

খালি পেটে পাকা পেঁপে খাওয়া কি আদৌ উচিত?

পরিচয় ডেস্ক : সারাবছরই পাওয়া যায় এমন ফলের মধ্যে অন্যতম ফল পাকা পেঁপে। এ ফল অনেকেই খেতে পছন্দ করেন আবার অনেকেই খেতে চান না। তবে আপনি কি জানেন, এ ফলটি খালি পেটে খেলে কী হয়?

পুষ্টিবিদদের মতে, পেঁপের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন, খনিজের প্রাকৃতিক উৎস, বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন সি, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই, ক্যারোটিনয়েড, ফাইবার, পটাশিয়াম ইত্যাদি।

নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার অভ্যাসে রয়েছে বেশকিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা। তবে খালিপেটে পাকা পেঁপে খেলে আরও বেশি উপকার মেলে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি ও হিন্দুস্তান টাইমসের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, খালি পেটে পেঁপে খাওয়ার অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন-

১। অ্যান্টি অক্সিড্যান্টে ভরপুর: ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর পাকা পেঁপে ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধ করে।

মাছের বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: মাংসের বিরিয়ানীর পাশাপাশি মাছ দিয়েও সুস্বাদু বিরিয়ানী রান্না করা যায়।

উপকরণ- ১ কেজি ভেটকি মাছ বা ইলিশ মাছ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১০০ গ্রাম সবুজ কাঁচা মরিচ, ৭০ গ্রাম রসুন, ৭০ গ্রাম আদা, ২টা লেবুর রস, ১ কাপ ধনেপাতা, ১ কাপ দই, লবণ স্বাদমতো, ১ কেজি চাল, ৩ চামচ ঘি, ১ কাপ তেল, ১/২ টমেটো, ১ চামচ হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণমতো কাজু বাদাম ও কিশমিশ, ৩টা বড় এলাচ, ৩টা দারুচিনি, গরম মশলা স্বাদমতো।

প্রণালী- প্রথমে আলাদা পাত্রে মাছের কারি তৈরি করে নিন। ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিন। একটি কড়ায় তেলের সঙ্গে ঘি গরম করুন এবং তাতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন। পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নিন। এর মধ্যে কাজু ও কিশমিশ মিশিয়ে দিন। মাছে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন এবার ২ চামচ তেল দিয়ে হালকা করে মাছগুলো ভেজে তুলে অন্য পাত্রে রেখে দিন। কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে আগে থেকে ভাজা পেঁয়াজ বেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা বাটা, রসুন বাটা আর মরিচ বাটা দিয়ে দিন। ৩-৪ মিনিট মিশ্রণটি নাড়তে থাকুন। এবার তাতে টমেটো, দই এবং স্বাদমতো লবণ যোগ করুন। কড়াইতে তেল ছাড়া পর্যন্ত মিশ্রণটি ভালো করে কষে দিন। এবার তাতে ভাজা মাছ, ধনেপাতা এবং লেবুর রস যোগ করে কষাতে থাকুন।

চিংড়ির মুইঠ্যা

পরিচয় ডেস্ক: ছোট-বড় সবার পছন্দ চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছ খেতে পছন্দ করেন না, এমন মানুষ মেলা ভার। আর যদি হয় চিংড়ির মুইঠ্যা তাহলেতো কথাই নেই।

উপকরণ- চিংড়ি মাছ: ৫০০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু: ১৫০ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি: ২ চামচ, রসুন বাটা: ১ চামচ, মরিচ গুঁড়ো: আধ চামচ, হলুদ গুঁড়ো: আধ চামচ, লেবুর রস: ১ চামচ, কাঁচামরিচ বাটা: ১ চামচ, লবণ: স্বাদমতো,
গ্রেভির জন্য, পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ, রসুন: ৬-৭ কোয়া, আদা টুকরো: আধ ইঞ্চি, কাজু: ৮-১০টি, টমেটো: ১টি, আস্ত গরমমশলা: পরিমাণমতো, তেজপাতা: ১টি, মরিচ গুঁড়ো: ১ চামচ, হলুদ গুঁড়ো: আধ চামচ, ধনে গুঁড়ো: ১ চামচ, নারকেলের দুধ: ১ কাপ, লবণ ও চিনি: স্বাদমতো, সরিষার তেল: ৫ চামচ।

প্রণালি- প্রথমে, চিংড়ি মাছ খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। পরিষ্কার অবশ্যই নজরে রাখুন যেন পানি না থাকে। চিংড়িগুলোকে ভালো করে বেটে নিন। এরপর একটি বড় পাত্রে চিংড়ির সঙ্গে আলু সেদ্ধ, ধনেপাতা কুচি, রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লেবুর রস, কাঁচামরিচ বাটা ও লবণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। দেখবেন যেন প্রত্যেকটি উপদান ভালো করে মিশে যায়। এবার একটি কড়াইয়ে সামান্য তেল নিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন, আদা টুকরো, কাজু ও টমেটো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এরপর অন্য পাত্রে রেখে মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালো করে বেটে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ও আস্ত গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে বাটা মশলা দিয়ে দিন। ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে নারকেলের দুধ দিয়ে ভালো করে নাড়াতে থাকুন। এবার বেটে রাখা চিংড়ি মাছের মিশ্রণ বড়ার মতো গড়ে নিয়ে ঝোলে ছেড়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকনা দিয়ে ফুটতে দিন। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। ব্যস তৈরি চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা। ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগবে এই চিংড়ি মুইঠ্যা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কই মাছের দোপেঁয়াজা

পরিচয় ডেস্ক: একইসঙ্গে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর একটি পদ হলো কই মাছের দোপেঁয়াজা। বাড়িতে রান্না করা কই মাছের তরকারির সঙ্গে গরম ভাত খেতে মন্দ লাগবে না।

তৈরি করতে যা লাগবে: কই মাছ- ১০ টি, পেঁয়াজ- ৮ টি, হলুদ গুঁড়া- ১/৩ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ
রসুন- ১ টি, আদা বাটা- ১/৩ চা চামচ, জিরা বাটা- ১/৩ চা চামচী কাঁচা মরিচ ফালি করা- ৪টি, লবণ ও তেল- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাছ কেটে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার মাছে সামান্য লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখিয়ে তেলে এপিঠ-ওপিঠ হালকা ভেজে নিন। মাছ তুলে নিয়ে বাকি তেল দিয়ে তাতে মাছের সমস্ত মশলা কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে তাতে অল্প পানি ও মাছ দিয়ে আলতো হাতে নেড়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিন কই মাছের দোপেঁয়াজা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রুই মাছের রেজালা

পরিচয় ডেস্ক: কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালী। গরম ভাতের সঙ্গে রুই মাছের রেজালার স্বাদই আলাদা।

উপকরণ- রুই মাছ বড় ৮ টুকরো, ঘি ও সয়াবিন তেল একসঙ্গে ৪ টেবিল চামচ, টক দই এক কাপ, পেঁয়াজবাটা আধা কাপ,. আদাবাটা ১ চা-চামচ, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ২টি, শুকনো মরিচ ৭-৮টি, গোলমরিচ ৬টি, বড় পেঁয়াজ ২টি, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, জায়ফল গুড়ো সামান্য।

প্রণালী- টক দই ফেটিয়ে তার সঙ্গে পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা মরিচ মিশিয়ে নিন। মাছ হালকা করে ভেজে ৪৫ মিনিট মতো দইয়ে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি গরম করে তার মধ্যে গরম মশলা, তেজপাতা ও শুকনা মরিচ ফোড়ন দিন। ফোড়ন হয়ে গেলে আস্ত গোলমরিচ ও কাটা পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজে লালচে রং এলে মাছগুলো তুলে নিয়ে ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকুন। মশলা থেকে তেল ছাড়লে তার মধ্যে মাছ দিয়ে দিন। তারপর আন্দাজমতো লবণ ও চিনি দিয়ে সামান্য গরম পানি দিতে পারেন। মাছের ঝোল এতে গাঢ় হবে। নামানোর আগে জায়ফল গুড়ো দিতে হবে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

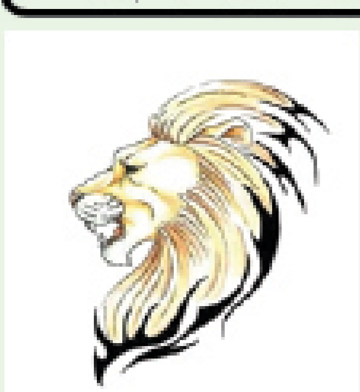

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

যে কিশোর বদলে দিচ্ছেন

৯ পৃষ্ঠার পর

পিছিয়ে পড়ার পর বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন ইয়ামাল। সামনে ছিলেন আদ্রিয়াঁ রাবিও। সামান্য জায়গা তৈরি করে বাঁ পায়ে এমনভাবে বলটি বাঁকিয়ে পাঠালেন যে গোলরক্ষক মাইক মেনিয়াঁর পক্ষে সেটি নাগালের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। পোস্টে লেগে বল জালে ঢুকে যায়। ওই গোলের মাধ্যমে তিনি ইউরোর ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হন। পরে সেটি প্রতিযোগিতার সেরা গোল নির্বাচিত হয়। ফাইনালে নিকো উইলিয়ামসের গোলেও সহায়তা করেন ইয়ামাল। স্পেন শিরোপা জেতে, আর তিনি নির্বাচিত হন প্রতিযোগিতার সেরা তরুণ খেলোয়াড়।

দুই বছর পর বিশ্বকাপে তাঁর ওপরও বড় প্রত্যাশা নিয়ে মাঠে নামে স্পেন। পর্তুগালের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে তাঁর নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে একে ইয়ামালের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স হিসেবে বর্ণনা করেন।

সেই জয়ে ২০১০ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ আটে ওঠে স্পেন। বেলজিয়ামকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছানোর পর ফ্রান্সের বিপক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ইয়ামাল। তাঁর আদায় করা পেনাল্টি থেকেই এগিয়ে যায় স্পেন এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করে ফাইনালের টিকিট।

লামিন ইয়ামালের গল্প অভিবাসী পরিবারের সন্তানদের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণার। ভিন্ন সংস্কৃতি ও শিকড়ের উত্তরাধিকার নিয়ে বেড়ে ওঠা ইয়ামাল আজ স্পেনের নতুন প্রজন্মের এক উজ্জ্বল মুখ।

উনিশ বছরেই লামিন ইয়ামাল যে পথ পাড়ি দিয়েছেন, অনেক বড় খেলোয়াড় পুরো ক্যারিয়ারেও সেখানে পৌঁছাতে পারেন না। তবে ফুটবলবিশ্ব ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে, নতুন যুগের সবচেয়ে আলোচিত গল্পগুলোর একটি লেখা হচ্ছে তাঁর পায়ে।

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকা ও টিভির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক ।

তথ্যসূত্রঃ Associated Press (July 14, 2026)

মার্কিন সেনাদের সক্ষমতা

১১ পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনাকে ও জেন্ডার-অ্যাফার্মিং কেয়ার-এর একটি রূপ বলে মন্তব্য করেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এটি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের সব সমালোচনাকেই সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করে।

তিনি প্রশাসনের জেন্ডার-অ্যাফার্মিং কেয়ার, বিশেষ করে হরমোন থেরাপির সুযোগ সীমিত করার উদ্যোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

প্রথাগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মার্কিন সেনাবাহিনীতে খ্রিস্টান রক্ষণশীল মূল্যবোধের প্রভাব জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা হেগসেথ তার টেস্টোস্টেরন কর্মসূচিকে সেনাদের সহনশীলতা, কর্মদক্ষতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেন।

পেন্টাগনের প্রধান হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে হেগসেথ ব্যাপক সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার নামে পুনর্নামকরণ করা বিভাগটিকে কঠোর যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, তার ও ওয়ারিয়র এথোস দর্শনের লক্ষ্য মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে ওয়োক আবর্জনা দূর করা।

হেগসেথ বারবার অভিযোগ করেছেন, যোগ্যতার পরিবর্তে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার কোটার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা বঞ্চিত হয়েছেন।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস মঙ্গলবার বর্তমান ও সাবেক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানায়, তিনি সম্প্রতি মার্কিন নৌবাহিনীর সাত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার পদোন্নতি আটকে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন নারী বা বর্ণগত সংখ্যালঘু।

এর ফলে এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এবারই প্রথম কোনো কর্মরত নারী নৌ কর্মকর্তা অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি পাবেন না।

অভিযোগ রয়েছে, হেগসেথ এখন পর্যন্ত দুই ডজনের বেশি জেনারেল ও অ্যাডমিরালকে বরখাস্ত বা কার্যত দায়িত্বের বাইরে সরিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রায় ৪০ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির তালিকা থেকেও বাদ দিয়েছেন, যাদের অর্ধেকেরও বেশি নারী বা কৃ

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ

১৩ পৃষ্ঠার পর

২০২০-২১ অর্থবছরে আম আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৮ দশমিক ৩ টন। ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ব্যাপকভাবে বেড়ে ১ হাজার ৩৪৩ টনে পৌঁছায়। এরপর ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি কমে ১৪১ টন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫ দশমিক ২৯ টন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাত্র ৪ দশমিক ৮৭ টনে নেমে আসে। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে আমদানি আবার বেড়ে ৩৭ দশমিক ০৫ টনে পৌঁছায়। থাইল্যান্ড, মিশর, ভারত, কেনিয়া, নেদারল্যান্ডস, মিয়ানমার, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আম আমদানি করে বাংলাদেশ। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শুধু থাইল্যান্ড ও ভারতের পাশাপাশি হাতে গোণা কয়েকটি দেশ থেকে আম আমদানি করা হয়েছে।

আম আমদানিকারক মো. আব্দুল মানিক দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'আগে খরচ কম থাকায় আমদানি বেশি হয়েছিল। তখন প্রতি কেজিতে শুল্ক ছিল ৪৫ টাকার মতো, আর উড়োজাহাজে পরিবহন খরচ ছিল প্রতি কেজিতে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। আর এখন প্রতি কেজিতে শুল্কই দিতে হয় প্রায় ৫০০ টাকা। সেইসঙ্গে প্রতি কেজিতে উড়োজাহাজে পরিবহন খরচ বেড়ে প্রায় ৩০০ টাকা হয়ে গেছে। সবমিলিয়ে এসব আমের দামও ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই আমদানিও কমেছে।'

থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে খাদ্য আমদানিতে মাত্র প্রায় পাঁচ শতাংশ কর আরোপ করা হয় উল্লেখ করে এই ব্যবসায়ী বলেন, 'বাংলাদেশে কর কমানো হলে আঙুর, আপেল ও মাল্টার মতো ফল আরও কম দামে পাওয়া যাবে।'

তিনি বলেন, 'এখন আমদানি করতে যে খরচ পড়ে যায়, তাতে উচ্চ আয়ের অল্পসংখ্যক মানুষই আমদানি করা আম কিনতে পারেন। আসলে মিষ্টি বেশি হওয়ার কারণে এসব আমের চাহিদা রয়েছে। থাই সুইট ম্যাঙ্গো এখনো সবচেয়ে বেশি চলে।'

ইউনিমার্টের গুলশান-২ শাখার বিক্রয় প্রতিনিধি মোহাম্মদ লিমন জানান, দেশে আমের মৌসুম শুরু হলে বিদেশি আমের চাহিদা কমে যায় এবং সে অনুযায়ী আমদানিও কমানো হয়। মৌসুম শেষ হলে আবার আমদানি বাড়ে।

তিনি বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার আর২ই২, ভারতের কাটিমন ও থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাঙ্গোসহ আরও কয়েকটি জাতের চাহিদা বেশি। এগুলোর পাশাপাশি নেদারল্যান্ডস থেকেও আম আমদানি করা হয়। আর২ই২ প্রতি কেজি ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকায় বিক্রি হয়। কাটিমন বিক্রি হয় প্রতি কেজি ২৫০ টাকায়।'

লিমনের ভাষ্য, বছরজুড়ে এসব আমের চাহিদা থ াকলেও রমজানে চাহিদা বাড়ে। রমজানে সব জাতের আমের চাহিদা বেশি থাকে।

গুলশান-২ কাঁচাবাজারের ফল বিক্রেতা কবির হোসেন বলেন, 'থাইল্যান্ডের জাম্বু, চেরি ম্যাঙ্গো ও সুইট ম্যাঙ্গোর চাহিদা বেশি। জাম্বু প্রতি কেজি ১ হাজার ৪০০ টাকা, চেরি ম্যাঙ্গো ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং সুইট ম্যাঙ্গো ১ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হয়।'

তার ভাষ্য, আমদানি করা এসব আমের মূল ক্রেতা বড় ব্যবসায়ী ও ভালো বেতনের পেশাজীবীরা। প্রতি সপ্তাহে তিনি প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ কেজি আম বিক্রি করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. সরফ উদ্দিন বলেন, 'দেশে আমের মৌসুম না থাকলে আমদানি করা আম ভোক্তার চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু, স্বাদ ও মানের হিসাব করলে আমদানি করা আমগুলো বাংলাদেশের আমের সমকক্ষ নয়। আসলে সারা বছর যারা আম খেতে চান, তারা বাজারে প্রাপ্যতার ভিত্তিতেই আমদানি করা আম কেনেন।'

২০২৫ সালে পোশাক

১৩ পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে। বিপরীতে ভিয়েতনামের অংশীদারিত্ব ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ হয়েছে। ভিয়েতনাম এখন যেকোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে।

শীর্ষে থাকা চীনের রপ্তানি ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ কমে ১৫৭ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। ২০২১ সালে বিশ্ববাজারে চীনের অংশীদারিত্ব ছিল ৩১ দশমিক৭১ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে কমে ২৭ দশমিক ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চীনের ছেড়ে দেওয়া এই বাজারের বড় অংশই দখল করে নিয়েছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলো।

তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, প্রতিযোগী দেশগুলো যখন তাদের উৎপাদন সক্ষমতা এবং দক্ষতা বাড়াচ্ছে, তখন বাংলাদেশ নতুন ক্রয়াদেশ আকর্ষণে হিমশিম খাচ্ছে।

দেশের পোশাক খাত বর্তমানে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে। এর মধ্যে রয়েছে তীব্র জ্বালানি ও গ্যাস সংকট, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, উৎপাদন সক্ষমতায় বিনিয়োগের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ।

এই সমস্যাগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির গ্রাফ বেশ ওঠানামা করছে। ২০২২ সালে দেশটিতে ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ রেকর্ড প্রবৃদ্ধি হলেও ২০২৩ সালে তা সংকুচিত হয়ে ২১ দশমিক ৪৯ শতাংশ হয়। ২০২৪ সালে ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিলেও ২০২৫ সালে তা আবার ১ শতাংশের নিচে নেমে আসায় পুনরুদ্ধারের ধারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

রপ্তানিকারকদের মতে, যদি দ্রুত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো না যায়, তবে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে ভিয়েতনাম যেভাবে ব্যবধান কমিয়ে আনছে, তাতে বিশ্ব পোশাক বাজারে দ্বিতীয় স্থানের লড়াই এখন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিনাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

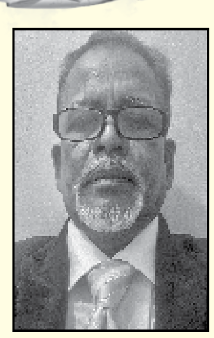

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভেস্তে গেল ইরান চুক্তি, বিকল্প কী

১১ পৃষ্ঠার পর

কয়েক হাজার কোটি ডলারের অর্থনৈতিক সুবিধার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জব্দ থাকা ইরানি অর্থ ছাড় এবং পুনর্গঠনে সহায়তা। বিনিময়ে ইরানের কাছে ট্রাম্প দুটি বিষয় চেয়েছিলেন- প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজের স্বাভাবিক চলাচলের সুযোগ এবং পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসা।

সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে জলপথটি খুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ট্রাম্প। তার অন্য সামরিক লক্ষ্যগুলোও পূরণ হয়নি। যেমন, ইরানের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো, দেশটিকে পারমাণবিক কর্মসূচি ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ছাড়তে বাধ্য করা, অঞ্চলজুড়ে সন্ত্রাসী প্রক্সিদের প্রতি সমর্থন বন্ধ করানো।

এসব ব্যর্থতার পরই আসে এই চুক্তি, যাকে ব্যাপকভাবে তোষণনীতি বলে সমালোচনা করা হয়েছিল।

নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে নারাজ তেহরান

কিন্তু ইরানের কট্টরপন্থিরা শাসকেরা এতে সন্তুষ্ট নন।

মার্কিন কূটনীতি বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স বুট কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রতিবেদনে লিখেছেন, চুক্তি থেকে ইরান বিপুল লাভ ঘরে তুলেছে ঠিকই, কিন্তু সেখানেই থামেনি। হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে পুরো বিশ্বকে জিম্মি করে রাখা যায়, তা ইরান ভালোভাবেই দেখিয়েছে। তাই সহসা তারা এর নিয়ন্ত্রণ ছাড়ছে না।

ইরানের শাসকগোষ্ঠী জোর দিয়ে বলছে, প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী যেকোনো জাহাজকে যেতে হবে ইরানের জলসীমার মধ্য দিয়ে। যেসব জাহাজ এই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, সেগুলোতেই হামলা চালাচ্ছে আইআরজিসি। আল জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, জাহাজ চলাচলের ওপর 'ব্যবহার ফি' বা টোল আরোপ থেকে মাত্র ৬০ দিন বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইরান। এখন দেশটি নিশ্চিত করতে চায়, জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেন অর্থ দিতে বাধ্য হয়। এর ব্যতিক্রম হলে তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে।

ট্রাম্পের পাল্টা জবাব

প্রত্যাশিতভাবেই ট্রাম্প ইরানে বোমা হামলা চালিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ পুনর্বহাল করে এর জবাব দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি দাবি করছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই টোল আদায় করবে।

এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জলপথে জাহাজের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার মতো দীর্ঘদিনের একটি অঙ্গীকার থেকে দৃশ্যত সরে আসছে যুক্তরাষ্ট্র।

টোল আদায়ের এই হুমকি সম্ভবত নিছক দাম্ভিকতা। তবে বোমা হামলা ও অবরোধ বাস্তব। প্রশ্ন হলো, এগুলো আসলে কী অর্জন করবে?

দুর্বল অবস্থানে ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত ৩৯ দিন ধরে ইরানে বোমা হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের চাওয়া অনুযায়ী ইরানের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের দাবি মেনে নিতেও ইরানকে বাধ্য করা যায়নি।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রতিবেদনে বলা হয়, উল্টো হরমুজ প্রণালি এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের জ্বালানি অবকাঠামোকে জিম্মি করে ইরানই শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ফলে তিনি একটি অপমানজনক সমঝোতা স্মারকে সম্মত হন।

সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় ইরানের শাসকগোষ্ঠী আর্থিক সুবিধা নেওয়ারও সুযোগ পেয়েছে। এতে দেশটির ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ট্রাম্প এখন আগের চেয়ে দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক জিনশার হিসাব বলছে, ১৭ জুন যুক্তরাষ্ট্র অবরোধ তুলে নেওয়ার পর থেকে তেল রপ্তানি করে ইরান আয় করেছে অন্তত ৫০০ কোটি ডলার।

সামরিক বিকল্প অকার্যকর

মৌলিক সমস্যাটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ যতই দম্ভ দেখান না কেন, ইরানকে নতজানু করার মতো ভালো কোনো সামরিক বিকল্প তাদের হাতে নেই।

ইরানকে সত্যিকার অর্থে পরাজিত করতে এবং দেশটির শাসনব্যবস্থার পতন ঘটাতে হলে প্রয়োজন হবে কয়েক লাখ মার্কিন সেনা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ। কিন্তু এই যুদ্ধ ইতোমধ্যে মার্কিন জনগণের কাছে যতটা অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তাই এমন পরিস্থিতি কল্পনা করাও অসম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রের কুইনিপ্যাক ইউনিভার্সিটি সাম্প্রতিক এক জরিপে অংশ নেওয়া ৬০ শতাংশ মানুষ বলেছেন, ইরান যুদ্ধ সার্থক নয়।

ম্যাক্স বুট লিখেছেন, ওভাল অফিসে ট্রাম্পের আগের অনেক প্রেসিডেন্টও একই সংকটে পড়েছিলেন। এখন ট্রাম্পও সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি। তিনি সীমিত উপায়ে সীমিত যুদ্ধ চালাচ্ছেন। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এই যুদ্ধ থেকে অর্জনও হচ্ছে সীমিত।

ট্রাম্পের যুদ্ধ সম্পর্কে বড়জোর এটুকুই বলা যায়, এতে ইরানের সামরিক সক্ষমতা কিছুটা দুর্বল হয়েছে। তবে দেশটির ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি আগের মতোই রয়ে গেছে। বরং যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্বকে চাপে রাখার সক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে ইরান।

সমঝোতা স্মারক সইয়ের পরও হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফেরেনি। এখন ইরান প্রণালিটি বন্ধ বলে দাবি করায় আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ পথে জাহাজ চলাচল আরও কমে যাবে।

সামনে দুটি অস্বস্তিকর পথ

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্পের সামনে এখন দুটি অস্বস্তিকর বিকল্প রয়েছে। এক, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য ইরানের টোল আদায় মেনে নেওয়া। দুই, সামরিক সংঘাত আরও তীব্র করার বড় ঝুঁকি নেওয়া।

চার মাসের বেশি সময় পর ইরান যুদ্ধ আবারও একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে, শুধু আশাবাদী ধারণার ওপর ভরসা করে এবং যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া প্রেসিডেন্টদের নিজেদের ইচ্ছায় যুদ্ধ শুরু করার বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

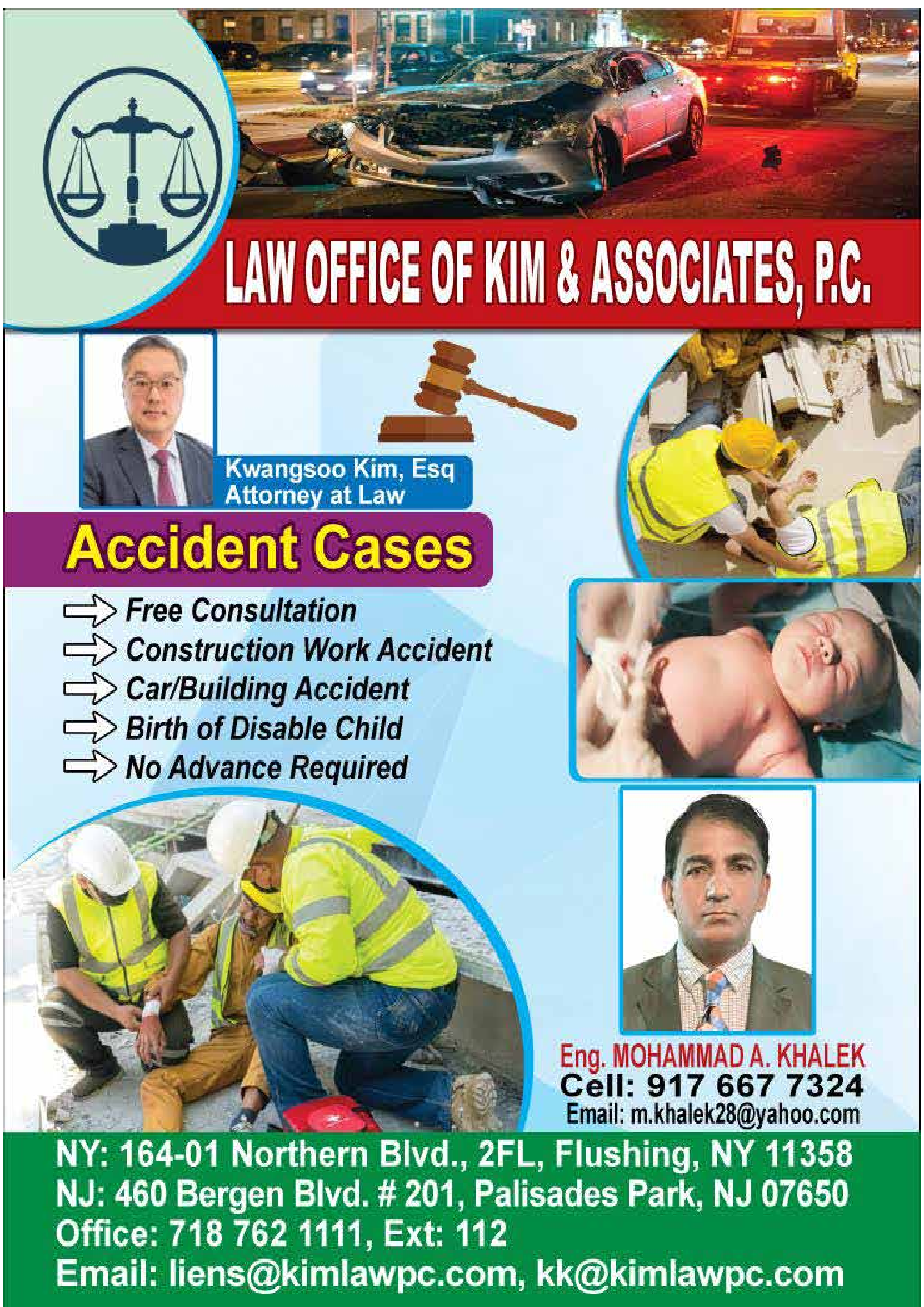

যৌন নিপীড়নের দায়ে অবশেষে

১০ পৃষ্ঠার পর

এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ম্যানহাটানের বার্গডর্ফ গুডম্যান ডিপার্টমেন্ট স্টোরের একটি পোশাক বদলানোর কক্ষে ট্রাম্প তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেন।

২০২২ সালে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে পোস্ট দেন। ক্যারলের অভিযোগ, ওই পোস্টের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প তাঁর মানহানি করেছেন।

২০২৩ সালে নিউইয়র্কের একটি জুরি সর্বসম্মতভাবে ক্যারলের পক্ষে রায় দিয়ে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে ট্রাম্প শুরু থেকেই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

রায় ঘোষণার কিছুদিন পর ট্রাম্প ক্ষতিপূরণের অর্থ আদালতের নিয়ন্ত্রিত একটি হিসাবে জমা রাখেন। আপিলপ্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অর্থ সেখানেই রাখা হয়।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা বিচারকের ক্ষতিপূরণ পরিশোধের নির্দেশের সমালোচনা করে মামলাটিকে 'প্রতারণা' এবং 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে আখ্যা দেন। তাঁদের দাবি, ডেমোক্র্যাটরা এই মামলার পেছনে অর্থায়ন করেছে।

এ ছাড়া ট্রাম্প বারবার অভিযোগ করেছেন, দেওয়ানি মামলার বিচারক লুইস ক্যাপলান এমন কিছু প্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন, যা জুরিদের তাঁর বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছিল।

গত বছর একটি ফেডারেল আপিল আদালত জুরির রায় বহাল রাখেন। আদালত বলেছেন, বিচারক ক্যাপলান এমন কোনো আইনি ভুল করেননি, যার কারণে নতুন করে বিচার করার প্রয়োজন হতে পারে।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টও মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য ট্রাম্পের আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এর মধ্য দিয়ে ক্যারলকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের পথ পরিষ্কার হয়। সে সময় রায়কে স্বাগত জানিয়ে ক্যারল তাঁর সাবস্ট্যাক ব্লগে লিখেছিলেন, 'আমরা জিতেছি!'

ক্যারল আরও লিখেছেন, 'এই বিজয় বিশ্বের প্রতিটি নারীর জন্য।'

এদিকে ২০২৪ সালে আরেকটি মানহানির ঘটনায় দায়ী করে ক্যারলকে প্রায় ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে রায় জুরি দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধেও ট্রাম্প আপিল করেছেন। তবে গত বছর ফেডারেল বিচারকদের একটি বেঞ্চ সেই আপিলও খারিজ করে দেন।

ইরানের সঙ্গে চুক্তি এখনো সম্ভব

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজনের কথা জানিয়ে সেই চুক্তি থেকে সরে আসে।

এর আগে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার পর ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে অবরোধ কার্যকরের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র নেবে এবং এ নৌপথ ব্যবহারকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে নিরাপত্তা বাবদ অর্থ নেওয়া হবে।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) বলেন, 'আমরা হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করব। সম্ভব হলে এর পরিচালনার দায়িত্বও নেব।

আমরা এই প্রণালির অভিভাবক হব এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত।'

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের অনেক ধনী দেশ এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ ব্যবহার করে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিরাপত্তা সেবা বিনা মূল্যে পাওয়া উচিত নয়। এ দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য অর্থ পাওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

আমরাই হব হরমুজের 'অভিভাবক',

১০ পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, আমরা এটি পাহারা দেব এবং এর বিনিময়ে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করব। কারণ অন্যান্য যেসব দেশ এটি ব্যবহার করে তারা অত্যন্ত ধনী। তারা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, আর আমাদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় এই সেবা তারা আশা করতে পারে না।

ইরানে চরম আঘাত হানব, হুমকি ট্রাম্পের

ইরানের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগও এনেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেইসঙ্গে দেশটির ওপর আরও জোরালো ও বিধ্বংসী হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে ট্রাম্পের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওরা সেটা ভেঙেছে। ওরা সবসময়ই চুক্তি ভঙ্গ করে। এই লোকগুলোর সঙ্গে আমরা এ পর্যন্ত ১০টি চুক্তি করেছি। তাই এবার আমরা ওদের ওপর চরম আঘাত হানতে যাচ্ছি।

ট্রাম্প আরও বলেন, ওরা একদল খারাপ লোক। দীর্ঘদিন ধরেই ওরা এরকম আচরণ করে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের মধ্যে হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই দেশই এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক জ্বালানি বাণিজ্যে হরমুজ প্রণালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
SMG FUNDING
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি

১৩ পৃষ্ঠার পর

অংশীদারদের বাজেট সহায়তা কেন কমেছে, সে বিষয়েও জানতে চেয়েছে প্রতিনিধি দল। বৈদেশিক ঋণ ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে লো-রিস্ক স্ট্যাবিলাইজেশন ফেজ থেকে ওমিডিয়াম-রিস্ক অ্যাকসেলারেশন ফেজ-এ প্রবেশ করছে বলে আইএমএফ প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা ।তারা জানান, নমনীয় ঋণের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় বৈদেশিক ঋণ নেওয়া ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে জাপানসহ দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতারা কম নমনীয় ঋণের দিকে ঝুঁকছে। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মতো বহুপাক্ষিক ঋণদাতাদের কাছ থেকে বাজারভিত্তিক ফ্লোটিং-রেট ঋণের অংশও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ পোর্টফোলিওর প্রায় ৩০ শতাংশই ছিল ফ্লোটিং-রেট ঋণ। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে এ হার আরও বাড়বে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা।

কর্মকর্তারা আইএমএফকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ তীব্র রাজস্ব ও আর্থিক চাপের একটি পর্যায়ে প্রবেশ করছে। আগামী পাঁচ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, যা দেশের আগে থেকেই দুর্বল দুর্বল রাজস্ব আদায়ের সীমাবদ্ধতা আরও স্পষ্ট করে তুলবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছর থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছরের মধ্যে বাংলাদেশকে বৈদেশিক ঋণের কিস্তি ও সুদ বাবদ প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর গত ৫৪ বছরে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের কিস্তি ও সুদ বাবদ প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। অথচ আগামী মাত্র পাঁচ বছরেই পরিশোধ করতে হবে সেই মোট অর্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

বৃহত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতিক মূল্যায়নের অংশ

ইআরডি কর্মকর্তারা জানান, আইএমএফের এই পর্যালোচনা বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক ঋণের স্থায়িত্ব মূল্যায়নের বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ।

এ মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দল দেশের বৈদেশিক ঋণের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়। একই সঙ্গে পাইপলাইনে আটকে থাকা প্রতিশ্রুত বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় দ্রুত করতে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সে বিষয়েও জানতে চায়।

কর্মকর্তারা জানান, তারা আইএমএফ প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন যে, আগের সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অনেক চলমান প্রকল্প বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বৈদেশিক অর্থায়নে নতুন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকার সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।

তারা আরও জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি কমে যাওয়ায় বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড়ও কমেছে।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পাইপলাইনে অর্থছাড়ের অপেক্ষায় থাকা বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪১ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় হয়েছে ৪ দশমিক ৫৭৭ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের ৫ দশমিক ৪৮৮ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ কম।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় হয়েছে ৯ দশমিক ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরে এ পরিমাণ ছিল ১০ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার।

বাজেট সহায়তা

কর্মকর্তারা জানান, আইএমএফ সাম্প্রতিক সময়ে বাজেট সহায়তার প্রবণতা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা চেয়েছে। ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেকর্ড ৩ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সহায়তা পেলেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা কমে ১ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। চলতি অর্থবছরে বাজেট সহায়তা আরও কমতে পারে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা। কর্মকর্তারা জানান, কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে বাজেট সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সম্প্রতি ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে ঘিরে বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন আরও বাড়িয়েছে। আগের সরকারের সময়ে ২০২৩ সালে সম্মত হওয়া ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আইএমএফ ঋণ কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে। এখন সংশোধিত সংস্কার শর্তের আওতায় ৪ থেকে ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন তিন বছর মেয়াদি ঋণ কর্মসূচি চাইছে সরকার।

এই নতুন ঋণ কর্মসূচির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে আইএমএফের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ১২ জুলাই পাঁচ দিনের সফরে ঢাকায় এসেছে।

সংবিধান অনুযায়ী কোনো সরকার

১২ পৃষ্ঠার পর

সরকার নেয়নি। জাতিকে তারা ওয়াদা দিয়েছিল।’

এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘সংবিধানে যদি গণভোটের প্রভিশন না থাকে, তবে ২০২৬এর নির্বাচনেরও প্রভিশন নাই। সংবিধান অনুযায়ী তাহলে কোনো সরকার নেই, বিরোধীদলও নেই। জনগণের অভিপ্রায়ের এক অংশ আমরা মানবেন, আরেক অংশ মানবেন না?’

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে কঠোর অবস্থান তুলে ধরে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমাদের অবস্থানে আমরা অটল। এ দেশ সবার। দাবি আদায় না হলে আমাদের আন্দোলন চলবে। আজকের এই ওয়াকআউট তারই ফল।’

এর আগে সংসদ অধিবেশনে সরকারি দলের পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করে অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা।

অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি বলেন, ‘ওয়াকআউট বিরোধী দলের অধিকার। বিরোধী দলের একজন বাদে অনেকেই নতুন। নতুন সদস্যদের সবকিছু বুঝতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।’

সংবিধান সংশোধন কমিটির বিষয়ে চিফ হুইপ বলেন, ‘এই কমিটি কেবল মাত্র সুপারিশ দেবে। সকলকে নিয়েই সংবিধান সংশোধনের কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে সরকারের। আমরা আলোচনার দরজা বন্ধ করব না। আমাদের এত দিনের ফসল আমরা বৃথা যেতে দেব না।’

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্কের চাপে

১৩ পৃষ্ঠার পর

আউটলুক, জুলাই ২০২৬’-এ এমনটিই জানিয়েছে। সংস্থাটির মতে, এই পদক্ষেপ শুধু বাণিজ্য ব্যয়ই বাড়াবে না, বরং পুরো এশীয় অঞ্চলের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

এডিবির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবিত শুল্ক কার্যকর হলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কার্যকর শুল্কহার ১.২ শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, যেসব দেশে জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, সেগুলোর ওপর অতিরিক্ত ১০ থেকে ১২.৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) মূলত দুটি বিশেষ পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই শুল্ক আরোপের পথে হাঁটছে:

১. জোরপূর্বক শ্রমের ব্যবহার: বাংলাদেশসহ ৫৪টি দেশকে জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. ৩০১ ধারার আওতায় পর্যালোচনা: এই ধারার অধীনে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান ও ভিয়েতনামসহ ৬০টি দেশের ওপর শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এডিবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও চলতি বছরের শুরুতে বাণিজ্যনীতি নিয়ে কিছুটা স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তবে ইউএসটিআরের সাম্প্রতিক এই তদন্ত ও শুল্ক আরোপের উদ্যোগ পরিস্থিতিকে আবারও জটিল করে তুলেছে। শুল্কের এই নতুন পরিধি, মাত্রা এবং কার্যকর হওয়ার সময় নিয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগের মাত্রা বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এডিবি’র এই সতর্কবার্তা বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি বড় সংকেত। রপ্তানি খাতের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা বা সহজ বাণিজ্য পরিবেশ বজায় রাখতে হলে এখন থেকেই কার্যকর শ্রম আইন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার দিকে সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

সরকারের মোট ঋণ দাঁড়িয়েছে ২২.৬ লাখ কোটি টাকা:

১৩ পৃষ্ঠার পর

১০.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করে ঋণের ওপর নির্ভরতা কমানো। র্থমন্ত্রী জানান, ঋণ গ্রহণের ব্যয় কমানো, ঝুঁকি হ্রাস এবং পরিকল্পিতভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার মিডিয়াম-টার্ম ডেট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি (এমটিডিএস) গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক ঋণ পোর্টফোলিও আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত নীতির আলোকে, সরকার ঋণনির্ভর অর্থনীতিকে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় সরকারি বিনিয়োগ থেকে অধিকতর আয় নিশ্চিত হলে- রাজস্ব বাড়বে এবং বাজেট ঘাটতি পূরণে ঋণের প্রয়োজনও কমে আসবে।

আমির খসরু বলেন, "সুদ ব্যয় কমাতে বিনিয়োগের ধরন বৈচিত্র্যময় করার ওপরও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সুকুক, সম্পদ সিকিউরিটাইজেশনসহ বিকল্প অর্থায়নের বিভিন্ন উপকরণ সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উৎস থেকে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ অব্যাহত রাখলেও- কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি এবং সহজ শর্তের ঋণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

একই অধিবেশনে এমপি শাহজাহান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকার মোট ৪.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে। এর মধ্যে ৩ বিলিয়ন ডলার ছিল আসল এবং ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার সুদ পরিশোধ।

তিনি বলেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশকে ঋণনির্ভর অর্থনীতি থেকে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে, সরকার গঠনের পর থেকেই বৈদেশিক ঋণকে টেকসই পর্যায়ে রাখার জন্য কাজ করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, বৈদেশিক ঋণসংবলিত সব প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের আগে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে, যাতে অপ্রয়োজনীয় কোনো প্রকল্প বিদেশি ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত না হয়। পাশাপাশি বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো-যেন সরকারের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সে বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

স্ত্রী পাল্টাতে পারবেন, কিন্তু প্রতিবেশীকে পাল্টাতে

১২ পৃষ্ঠার পর

শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, মানুষ চাইলে তার স্ত্রী পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু প্রতিবেশীকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই বাস্তবতাকে মেনেই দেশের সার্বভৌমত্ব অটুট রেখে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে হবে। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন কেমন হবে, তা সরকার এককভাবে ঠিক করে না। বরং সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতি সংশোধন করে তা নির্ধারণ করা হয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সরকারের প্রধান নীতি হলো 'সবার আগে বাংলাদেশ'। এই ম্যান্ডেট নিয়েই সরকার কাজ করছে এবং দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।

সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী দলের উদ্বেগের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার গত চার-পাঁচ মাসে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তিনি দাবি করেন, অন রেকর্ড একজনকেও অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ (পুশ-ইন) করতে দেওয়া হয়নি। সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর। এমনকি আক্রান্ত হলে বিজিবি পাল্টা গুলি ছুড়ছে বলেও তিনি সংসদকে অবহিত করেন।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যেভাবে ইস্পাতকঠিন জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, জাতীয় স্বার্থ রক্ষাতেও সেই একই ঐক্য বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও যোগ করেন, 'আমাদের মধ্যে যত তর্ক-বিতর্কই থাকুক না কেন, তা এই সংসদ ভবনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা কখনোই কোনো ছাড় দেব না। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিই জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

বিশ্বে ফার্মের মুরগি উৎপাদনে বাংলাদেশ কততম

১৩ পৃষ্ঠার পর

মেট্রিক টন ফার্মের মুরগির মাংস উৎপাদিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতেও বাংলাদেশ রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে। এ অঞ্চলে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি বছরে ২ কোটি ১৭ লাখ ৬৬ হাজার মেট্রিক টন মুরগির মাংস উৎপাদন করে। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, উন্নত জৈব নিরাপত্তা এবং সরকারি সহায়তাকে এ সাফল্যের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন, যেখানে উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৬০ লাখ ৬৬ হাজার মেট্রিক টন। ১ কোটি ৩৭ লাখ ১৪ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

এ ছাড়া রাশিয়া ৫৪ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন নিয়ে চতুর্থ এবং ভারত ৫০ লাখ ১৯ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন করে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। শীর্ষ দশের অন্য দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, মিশর, তুরস্ক ও জাপান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে পোলট্রি শিল্পের বিস্তার ঘটলেও আধুনিক প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার, প্রশিক্ষণের অভাব এবং পশুখাদ্যের উচ্চমূল্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বড় বাধা হয়ে আছে। বর্তমানে মুরগি উৎপাদনের মোট ব্যয়ের প্রায় ৭০ শতাংশই খাদ্যের পেছনে ব্যয় হয়।

তাদের মতে, উৎপাদন বাড়াতে পোলট্রি ফিডের দাম কমানো, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা প্রয়োজন।

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় ১০ বিতর্ক

৬ পৃষ্ঠার পর

ফিফার ডিসিপ্লিনারি কোডের অধ্যায় দুইয়ের ১৪(১) ধারায় পরিষ্কার বলা আছে, প্রতিপক্ষকে কনুই দিয়ে আঘাত করলে অন্তত তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। কিন্তু রোনালদোর ব্যাপারে ফিফা এই ছাড় দেয়। কাকতালীয়ভাবে, এই সিদ্ধান্তের এক সপ্তাহ আগেই রোনালদো হোয়াইট হাউসে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এক নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন। মূলত রোনালদোকে খেলিয়ে টিকিটের আকাশচুম্বী চাহিদা বজায় রাখতেই ফিফা এমন নমনীয়তা দেখিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের জন্য ফিফা শান্তি পুরস্কার

গত ৫ নভেম্বর ফিফা হঠাৎ করেছ্ব ফিফা পিস প্রাইজ্ব নামে একটি নতুন পুরস্কার ঘোষণা করে। ইনফান্তিনো জানান, ফুটবলের মাধ্যমে যারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবেন, তাদের এই সম্মাননা দেওয়া হবে। ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানের সময় প্রথম পুরস্কারটি দেওয়া হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

বিস্ময়কর বিষয় হলো, ফিফার ৩৭ সদস্যের কাউন্সিল এবং ভাইস প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। ইনফান্তিনো নিজে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেন। ট্রাম্প যখন নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ফিফা তাকে এই বিকল্প পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানের শেষে ট্রাম্পের নির্বাচনী সভার থিম সং ওয়াইএমসিএ বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

সেরা দলগুলোকে আলাদা রাখতে টেনিস স্টাইল ড্র

এবারের বিশ্বকাপে ফিফা প্রথমবারের মতো টেনিসের মতো ড্র পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এর লক্ষ্য ছিল সেরা দলগুলো যাতে ফাইনালের আগে একে অপরের মুখোমুখি না হয়। আগে উন্মুক্ত ড্রয়ের মাধ্যমে সেরা দলগুলো যেকোনো পর্যায়ে মুখোমুখি হতে পারত। কিন্তু ফিফার নতুন নিয়মে স্পেন ও আর্জেন্টিনাকে ব্র্যাকেটের দুই প্রান্তে রাখা হয়। একইভাবে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকেও আলাদা রাখা হয়েছিল।

ফিফা একেওপ্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য্ব বললেও এটি মূলত বড় দলগুলোকে সেমিফাইনাল পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার একটি কৌশল ছিল। ১৯৯২ সালে র্যাঙ্কিং পদ্ধতি শুরুর পর এবারই প্রথম শীর্ষ চার দল সেমিফাইনালে উঠেছে। স্পনসরদের সুবিধা দিতেই এই পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিশর বনাম ভার্জেন্টিনা বিতর্ক

আর্জেন্টিনাকে সুবিধা দিতে ফিফা টুর্নামেন্ট ফিক্স করছে-এমন একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আসরজুড়ে ডালপালা মেলেছে। গ্রুপ পর্বে আলজেরিয়ার বিপক্ষে মেসির একটি ফাউলে শাস্তি না দেওয়া থেকে এর শুরু। তবে এই বিতর্ক চরমে পৌছায় শেষ ১৬-র ম্যাচে মিশরের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে মিশর ২-০ তে এগিয়ে গেলেও ভিএআর-এর মাধ্যমে একটি গোল বাতিল করা হয়।

ম্যাচ শেষে মিশরের কোচ হোসাম হাসান বলেন,ওমনে হচ্ছে রেফারির ওপর আর্জেন্টিনার পক্ষ থেকে এক ধরনের চাপ ছিল। জীবন অন্যায্য হতে পারে, কিন্তু খেলাধুলায় কেন ন্যায়বিচার থাকবে না? আমি এই ফলাফলে সন্তুষ্ট নই।

তিনি আরও যোগ করেন, হয়তো তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের টুর্নামেন্টে রাখতে চেয়েছিল? ফুটবল কখনো কখনো মাঠের কৌশলের বাইরে চলে যায়ব্ব সাবেক রেফারি গ্রাহাম স্কটও মনে করেন, মিশরের গোলটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।

হাইড্রেশন ব্রেক

ম্যাচের মাঝে বিরতি নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে ফিফা। এবার খেলার প্রতি অর্ধে একটি করে বিরতি বাওহাইড্রেশন ব্রেক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদিও বলা হয়েছে প্রচণ্ড গরমে খেলোয়াড়দের স্বস্তির জন্য এটি করা হয়েছে, তবে সমালোচকদের মতে এটি মূলত ব্রডকাস্টারদের বিজ্ঞাপনের সুযোগ করে দেওয়ার একটি কৌশল।

উরুগুয়ের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা বলেন, কোয়ার্টারের বিরতির এই ধারণা ফুটবলে কিছুই যোগ করে না, বরং অনেক কিছু কেড়ে নেয়। ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল মনে করেন, এই বাড়তি বিরতি ম্যাচের স্বকীয়তা বদলে দিচ্ছে। ডাচ ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডাইক বলেন, টিভিতে সাধারণ দর্শকদের জন্য এটি খুব একটা সুখকর নয়। তবে প্রচণ্ড গরম থাকলে এটি ভালো, কিন্তু প্রতিটি ম্যাচের গুরুত্ব অনুযায়ী এটি বিবেচনা করা উচিত।

সুইজারল্যান্ডের বিদায়ে মিসটেকেন আইডেন্টিটি বিতর্ক

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের ব্রিল এমবোলোকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেওয়া নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়। শুরুতে মনে হয়েছিল আর্জেন্টিনার পারেদেস ফাউল করেছেন এবং রেফারি তাকে হলুদ কার্ড দেখান। কিন্তু ভিএআর হস্তক্ষেপ করে জানায় পারেদেস নয়, বরং এমবোলো ডাইভ দিয়েছেন। ফলে পারেদেসের কার্ড বাতিল করে এমবোলোকে কার্ড দেওয়া হয় এবং তিনি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।

সুইজারল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রানিত জাকা বলেন,ওনিয়ম তো নিয়মই, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত খেলাকে নষ্ট করে দেয়ব্ব সুইজারল্যান্ডের কোচ মুরাত ইয়াকিন একে রেফারির ভুল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বালোগানের শাস্তি মওকুফ ও ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ

আসরের অন্যতম বড় বিতর্ক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

বসনিয়ার বিপক্ষে লাল কার্ড পেলেও বেলজিয়াম ম্যাচের আগে ফিফা জানায় বালোগান খেলতে পারবেন। ট্রাম্প প্রশাসনের রাজনৈতিক চাপের মুখে ফিফা এই সিদ্ধান্ত নেয় বলে ধারণা করছেন অনেকে। বেলজিয়াম এই সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানালেও ফিফা তা অগ্রহণযোগ্য বলে নাকচ করে দেয়। ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ফিফাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ফিফা সঠিক কাজটিই করেছে।

‘টেকনিক্যাল কিংবা ট্যাকটিক্যাল-কোনো

৬ পৃষ্ঠার পর

গিয়ে এমবাপ্পে-যিনি টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে খেলছিলেন-জানিয়েছেন, ম্যাচে ফ্রান্সের পারফরম্যান্সে তিনি গভীরভাবে হতাশ।

ফরাসি সম্প্রচারমাধ্যম এম সিক্সকে এমবাপ্পে বলেন,ওআমি মনে করি না আমরা সেই ম্যাচটি খেলতে পেরেছি, যেভাবে খেলতে চেয়েছিলাম-তা কৌশলগত দিক থেকেই হোক, কারিগরি দিক থেকেই হোক, কিংবা আমাদের সামগ্রিক খেলার মানের বিচারেই হোক।

তিনি আরও বলেন, আর যখন আপনি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিজের করণীয় কাজটাই ঠিকভাবে করতে পারবেন না, তখনই আপনি জিততে পারবেন না।

রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষের মাঠের দিকেই তাদের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করা, যাতে তারা তাদের ধীর, নিয়ন্ত্রিত ছন্দে খেলতে না পারে। কারণ খেলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে ভালো। কিন্তু আমরা সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছি।

বিশ্বকাপে ফ্রান্সের শেষ চারে ওঠার পথে এমবাপ্পে ছিলেন টুর্নামেন্টের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা। ধারাবাহিকভাবে গোল করা আক্রমণভাগের অগ্রভাগে খেলতে নেমে তিনি আটটি গোল করেন এবং তার পারফরম্যান্স বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু সাতাশ বছর বয়সী এই তারকার আরেকটি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার স্বপ্ন হঠাৎই থেমে যায়, যখন টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের আরলিংটনের ডালাস স্টেডিয়ামে স্পেন পুরো ম্যাচজুড়ে ফ্রান্সকে ছাপিয়ে যায়।

প্রচণ্ড হতাশ

এমবাপ্পে মনে করেন, মূল সমস্যা ছিল মাঝমাঠে। সেখানে ফ্রান্সের দুই খেলোয়াড় আদ্রিয়াঁ রাবিও ও অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি খুব দ্রুতই স্পেনের তিন মাঝমাঠের খেলোয়াড় রদ্রি, দানি ওলমো ও ফাবিয়ান রুইসের কাছে চাপে পড়ে যান।

এমবাপ্পে বলেন, মাঝমাঠে আমাদের বারবার তিনজনের বিপক্ষে দুইজনকে লড়তে হচ্ছিল। আর স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে এটি সত্যিই বড় সমস্যা... সবকিছু একসঙ্গে বিবেচনা করলে ফলাফল দাঁড়ায় পরাজয়। এটি অত্যন্ত বড় একটি হতাশা।

এমবাপ্পে বলেন, এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে ফ্রান্সের ভেঙে পড়া খেলোয়াড়েরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন, ফাইনালে ওঠা ছিল আমাদের স্বপ্ন। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের দেশকে আবারও স্বপ্ন দেখার সুযোগ দিতে এবং ইতিহাস গড়তে।

তিনি আরও বলেন,ওএখন আমাদের এই বাস্তবতাকে মাথা উঁচু করেই মেনে নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি যখন জয় পান, তখন মাথা উঁচু করেই জয় উদযাপন করেন। তাই যখন হারবেন, তখনও মাথা উঁচু করেই হার মেনে নিতে হবে।

হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেনওকিন্তু এই মুহূর্তে আমরা ভীষণ হতাশ। আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, আমি এবং পুরো দল ঠিক কতটা হতাশ। তবুও, বিষয়টি অনেক সময় যান্ত্রিক মনে হলেও, আমাদের আবার নিজেদের গুছিয়ে নিতে হবে, ছুটিতে যেতে হবে এবং জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ ফুটবল কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, এই ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে দিতে হবে এবং এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

ফিফা থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কারে প্রভাব

৬ পৃষ্ঠার পর

করছেন। উয়েফার নির্বাহী কমিটির সদস্য ক্লাভেনেস একতরফা বয়কটের বদলে ফিফা ও উয়েফার আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই এ দাবি তুলছেন।

গত বছর তিনি বলেছিলেন, আমরা বিশ্বাস করি, ইসরায়েলকে সাময়িক নিষিদ্ধ করা উচিত। এটি নিয়মকানুন রক্ষার বিষয়। তবে গত অক্টোবরে অসলোতে নরওয়ে-ইসরায়েল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ বয়কট না করার কারণ হিসেবে তিনি জানান, এতে ইসরায়েল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়ে যোগ্যতা অর্জনের সুবিধা পেতে পারত। পরে সেই ম্যাচে নরওয়ে ৫-০ গোলে জেতে। ম্যাচে দর্শকরা ফিলিস্তনের পতাকা প্রদর্শন করেন আর কিফায়া পরিধান করেন। তারা মাঠে শিশুদের বাঁচতে দাও লেখা বড় ব্যানারও প্রশর্ন করেন। পাশাপাশি, স্টেডিয়ামের বাহিরে হাজারো মানুষ ইসরায়েলকে ফিফা থেকে নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে নরওয়ের যুক্তির অন্যতম ভিত্তি হলো ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফিফা ও উয়েফার নেওয়া পদক্ষেপ। তখন রাশিয়ার জাতীয় ও ক্লাব দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হলেও, গাজায় সামরিক অভিযানের পরও ইসরায়েল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে যাচ্ছে। ক্লাভেনেস ও তার সমর্থকদের দাবি, এটি একই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে ভিন্ন আচরণের উদাহরণ। ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ২০২৪ সালে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার আনুষ্ঠানিক আবেদন করে। তাদের অভিযোগ, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান, ফিলিস্তিনি ও আরব খেলোয়াড়দের প্রতি বৈষম্য এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতিতে অবস্থিত ক্লাবগুলোর অংশগ্রহণ ফিফার বিধিমালার লঙ্ঘন। এদিকে গত মার্চে ফিফা পশ্চিম তীরের বসতিভিত্তিক ক্লাবগুলোর কারণে ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। তবে বৈষম্য ও আপত্তিকর আচরণসংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গের দায়ে সংস্থাটিকে ১ লাখ ৫০ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করে। একই সঙ্গে বৈষম্য প্রতিরোধে বাধ্যতামূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ম্যাচে বৈষম্যবিরোধী ব্যানার প্রদর্শনের নির্দেশ দেয় ফিফা।

ফ্রান্সকে বিদায় করে ১৬ বছর পর

৬ পৃষ্ঠার পর

বিরতির সময় মানু কোনে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দেজিরে দুয়ে-কে মাঠে নামান তিনি। কিন্তু স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের ট্যাকটিকসের কাছে হার মানতে হয় তাকে।

রোববার নিউইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ফাইনালে শিরোপার লড়াইয়ে স্পেনের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা

ম্যাচের জয়ী দল। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে লড়বে এই দুই দেশ।

ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রথমার্ধ শেষেই এক গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় থাকা ফ্রান্স উল্টো আরও এক গোল খেয়ে আগের চেয়ে বড় বিপদে পড়ে যায়।

দ্বিতীয় মাঝমাঠ দিয়ে ফাঁকা জায়গা পেয়ে বল পায়ে উঠে আসেন দানি ওলমো। সেখান থেকে সতীর্থ ওয়ারসাবালকে পাস বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও তিনি তা করেননি। বল প্রথমে বাঁ দিকে এবং তারপর ডান প্রান্তে পেদ্রো পোরোর কাছে যায়।

ওলমোর সঙ্গে চমৎকার ‘ওয়াল পাস’ খেলে সোজা ফরাসি বক্সে ঢুকে পড়েন পেদ্রো। বল ধরে দুটি নিখুঁত ছোঁয়ায় ফরাসি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন টটেনহ্যামের এই রাইট ব্যাক। বল জড়ায় জালের ডান দিকের নিচের কোণে। অনবদ্য আক্রমণ এবং ততোধিক সুন্দর ফিনিশ! এই গোলের পরেই তীব্র চাপে পড়ে যায় ফ্রান্স।

প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ খুব একটা তৈরি না হলেও, বলের নিয়ন্ত্রণ একটু বেশি রেখেছে স্পেন। ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে দারুণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে স্পেনের রক্ষণভাগ। প্রথমার্ধে ফ্রান্সের আক্রমণ ভাগকে খানিকটা ছন্নছাড়াই দেখিয়েছে।

তবে প্রথমার্ধে দুই দলের বলের দখল ছিল কাছাকাছি। এ সময় একটি পেনাল্টি মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। স্পট কিক থেকে গোল করে ১-০-তে এগিয়ে থেকে বিরতিতে গেছে ২০১০ সালের চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

২০ মিনিটের মাথায় ফ্রান্সের ডি-বক্সের ভেতর লামিন ইয়ামাল ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পায় স্পেন। কুকুরেয়ার বক্সের মধ্যে বাড়ানো ক্রস দিনিয়ে বুক দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইলেও সামনে ইয়ামাল থাকায় তাকে ফাউল করে বসেন।

ইয়ামাল ঠিক কোথায় ছিলেন, তা টেরই পাননি লুকাস ডিনে। পরিস্থিতি বোঝার আগেই তিনি ইয়ামালের পায়ে আঘাত করে বসেন। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন।

পেনাল্টি কিক নেন ওয়ারসাবাল। ফরাসি গোলকিপার মাইগনান ঠিক দিকেই ডাইভ দিয়েছিলেন। কিন্তু বল তার নাগালের বাইরে দিয়ে জালে জড়ায়।

এই গোলের মাধ্যমে এক বিশ্বকাপে স্পেনের হয়ে সর্বাধিক গোল করার নজির ছুঁলেন মিকেল ওয়ারসাবাল। এই বিশ্বকাপে এটি তার পঞ্চম গোল।

২০১০ সালের বিশ্বকাপে পাঁচ গোল করে স্পেনকে তাদের একমাত্র বিশ্বকাপটি জিতিয়েছিলেন ডেভিড ভিয়া। এর আগে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপেও পাঁচবার বল জালে জড়িয়েছিলেন এমিলিও বুত্রাগেনিয়ো। সেবার অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল স্পেনকে।

এবারের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছিলেন ওয়ারসাবাল। এরপর রাউন্ড অভ ৩২-এর ম্যাচে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আরও দুবার লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে স্পেনের সেই নজির স্পর্শ করলেন লা রোজাদের এই তারকা।

প্রথম গোলের এর কিছুক্ষণ পরই ফ্রান্সের দুশ্চিন্তা বাড়ে। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবাকে।

প্রথমার্ধে ফরাসিরা যখনই খেলায় ফেরার চেষ্টা করেছে, কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে স্পেন।

এর মধ্যেই বল নিয়ে প্রায় ফাঁকায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু দারুণ দক্ষতায় পরিস্থিতি বুঝে স্লাইড করে তা আটকে দেন স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমন। এমবাপে অনসাইডেই ছিলেন। ফলে সিমনের এই ‘সেভ’ নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত।

৩৮ মিনিটে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ফ্রান্স! স্পেনের একটি অবিশ্বাস্য গোল প্রায় হয়েই গিয়েছিল। পায়ের দারুণ সব কাজ ও স্কিলের পর ফরাসি গোলপোস্তের মাত্র ছয় গজ দূর থেকে বল পেয়েছিলেন ফাবিয়ান রুইজ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফ্রান্সের রক্ষণভাগে তা আটকে যায়, নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হয় স্পেন।

চলতি বিশ্বকাপে অনেকেরই ফেভারিট দিদিয়ের দেশমের দল। তবে সেমিফাইনাল সে অর্থে কোনো কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি লা ব্লু-দের। তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের পথে তাদের সামনে ইউরো ২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়েকে নিয়ে গড়া গ্রুপ থেকে সহজেই শীর্ষস্থান দখল করেছিল ফ্রান্স। এরপর নকআউট পর্বে সুইডেন, প্যারাগুয়ে ও মরক্কোকে হারায় তারা। ওই পর্বে একটিও গোল হজম করেনি ফরাসি রক্ষণ। টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পথে তাদের সামনে একমাত্র বাধা ছিল স্পেন।

অন্যদিকে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দলের বিশ্বকাপ যত্রার শুরুটা বেশ মন্থর ছিল। প্রথম ম্যাচে কেপ ভার্দের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে তারা। তবে তারপর সৌদি আরবকে ৪-০ ও উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ছন্দে ফেরে স্পেন।

রাউন্ড অভ ৩২-এর ম্যাচে অস্ট্রিয়াকে ৩-০ ও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালকে ১-০ গোলে হারায় তারা। ওই ম্যাচগুলো পর্যন্ত একটিও গোল খায়নি স্পেনীয় রক্ষণ। তবে শেষ আটের লড়াইয়ে বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে স্পেন সেমিফাইনালে উঠলেও টুর্নামেন্টে প্রথম গোল হজম করতে হয় তাদের। ঘটনাচক্রে ২০২৪ সালের ইউরো কাপেও সেমিফাইনাল মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল।

মেসির কোলের সেই শিশুই এখন ১৯ বছর

৭ পৃষ্ঠার পর

লড়াইয়ে নামবেন। তবে এটিই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ নয়। ইয়ামাল হয়তো ‘সর্বকালের সেরা’ ফুটবলারের সাথে তার প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতি মনে করতে পারবেন না, কারণ সেই সাক্ষাতের সময় তিনি ছিলেন শিশু এবং মেসি ছিলেন ২০ বছর বয়সী এক উদীয়মান তারকা। দুই বছর আগে ইয়ামাল যখন স্পেনের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের মিশনে তারকা হিসেবে আবির্ভূত হন, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু পুরোনো ছবি নতুন করে আলোচনায় আসে। ফুটবলের সবথেকে বড় আসরের ফাইনালে মেসির সাথে পুনর্মিলনের আগে ছবিগুলো এখন নতুন তাৎপর্য পেয়েছে।

ছবিগুলোতে দেখা যায়, শিশু ইয়ামালকে গোসল করাচ্ছেন মেসি, যিনি তখন সবেমাত্র বিশ্ব ফুটবলে নিজের আধিপত্য বিস্তার শুরু করেছিলেন। একটি ছবির অংশবিশেষ ইয়ামালের বাবা মুনির নাসরাউই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন ‘দুই কিংবদন্তির পথ চলার শুরু’। ফ্রিল্যান্স আলোকচিত্রী জোয়ান মনফোর্তই বার্সেলোনার কয়েকজন খেলোয়াড়কে শিশু ও তাদের পরিবারের সঙ্গে নিয়ে সেই ছবিগুলো তুলেছিলেন। কাতালান দৈনিক দিয়ারিও স্পোর্ত ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত একটি দাতব্য ক্যালেন্ডারের জন্য এই ফটোশুট আয়োজন করা হয়েছিল। ২০২৪ সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে মনফোর্ত বলেছিলেন, ‘আমরা ইউনিসেফের সহযোগিতায় ক্যালেন্ডারটি করেছিলাম। ইউনিসেফ তখন মাতারোর রোকা ফোন্ডা এলাকায়, যেখানে লামিনের পরিবার থাকত, একটি লটারির আয়োজন করে। বিজয়ীরা ক্যাম্প ন্যুতে বার্সেলোনার একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পেত। লামিনের পরিবার সেই লটারিতে জিতেছিল।

২০০৭ সালের শরতে ক্যাম্প ন্যুর ভিজিটরস ড্রেসিংরুমে মা শিলা এবানাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিল শিশু ইয়ামাল। সেখানে তাদের সঙ্গে ছিলেন মেসিও। সেদিনের পরিবেশ কিছুটা অস্বস্তিকর হলেও, তখন উপস্থিত কেউই বুঝতে পারেননি- হয়তো সেই মুহূর্তেই এক ফুটবল কিংবদন্তি থেকে আরেক সম্ভাব্য কিংবদন্তির হাতে প্রতীকীভাবে মশাল হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছিল। মনফোর্ত বলেন, ‘যখন লামিনের সঙ্গে মেসির দেখা হয়েছিল, তখন যেন ভাগ্যই তাদের এক করে দিয়েছিল। তবে পরিস্থিতি সহজ ছিল না। মেসি খুবই স্বল্পভাষী ও লাজুক। তিনি ড্রেসিংরুমে ঢুকে দেখেন, পানিভর্তি একটি প্লাস্টিকের বাথটাবে একটি শিশু শুয়ে আছে। শুরুতে তিনি (ইয়ামালকে) কীভাবে কোলে নেবেন, সেটাই বুঝতে পারছিলেন না। এত বছর পর নিজের তোলা একটি ছবি এতটা আলোড়ন তুলেছে দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘এত মানুষের আগ্রহ তৈরি করা একটি ঘটনার সঙ্গে আমার ছবির নাম জড়িয়ে গেছে, এটা সত্যিই দারুণ অনুভূতি। সত্যি বলতে, এটি খুবই সুন্দর একটি আবেগ।’

মেসির সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎটা হয়তো কিছুটা অস্বস্তিকর ছিল, কিন্তু সেটিই যেন ছোট্ট ইয়ামালের জীবনে কিংবদন্তির ছোঁয়া পাওয়ার প্রথম মুহূর্ত হয়ে ওঠে-যার পরই শুরু হয় তার অবিশ্বাস্য উত্থান। ১৫ বছর ৯ মাস ১৬ দিন বয়সে বার্সেলোনার হয়ে অভিষেকের পর থেকেই ইয়ামাল দ্রুত বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকায় পরিণত হয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি বার্সেলোনার হয়ে তিনটি লা লিগা শিরোপা এবং স্পেনের হয়ে ইউরো ২০২৪ জিতেছেন। ১৯ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি নিজেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অনেকেই ইয়ামালকে মেসির উত্তরসূরি হিসেবে দেখলেও, আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এবং অনেকের মতে সর্বকালের সেরা ফুটবলার মেসির অর্জনের সমান হতে এখনও তাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সেই যাত্রার সবচেয়ে বড় সূচনা হতে পারে বিশ্বকাপের ফাইনালে মেসিকে হারিয়ে।

‘কেউ আমাদের ফ্রি-

৭ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসও বড় ভূমিকা রাখে। তবু এই ম্যাচের বিশেষত্ব কমে না। এর গুরুত্বের কারণেই আমাদের জিততেই হতো।

ম্যারাডোনাকে জয় উৎসর্গ

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই জয় কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনাকে উৎসর্গ করেছেন মেসি। ৪০ বছর আগে ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যান্ড অব গড এবং গোল অব দ্য সেঞ্চুরি করে ইতিহাস গড়েছিলেন ম্যারাডোনা। মেসি বলেন, নিঃসন্দেহে ওপর থেকে দিয়েগো আজ ভীষণ আনন্দ পাচ্ছেন। আজকের দিনটি তার জন্য খুবই বিশেষ। তাকে এই আনন্দ দিতে পেরে আমরা খুশি। ওপর থেকে তিনি যেভাবেই দেখুন না কেন, উপভোগ করুন। এই জয় তার জন্যও একটি উপহার।

১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনাল

৬ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে গেল লা রোহা। এমন জয়ের পর আলোচনায় স্পেনের বিস্ময়বালক লামিনে ইয়ামালও। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দুই হাত তোলা একটি ছবি পোস্ট করেন স্প্যানিশ তরুণ। ক্যাপশনে শুধু একটি শব্দ ‘আলহামদুলিল্লাহ’। মুহূর্তেই ইয়ামালের সেই পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

২০১০ সালে প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছিল স্পেন। জাভি হার্নান্দেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, সার্জিও রামোস, জেরার্ড পিকে ও ইকার ক্যাসিয়াসদের সেই সোনালি প্রজন্মের পর আবার বিশ্বকাপের ফাইনালে লা রোহা। এবার কি নতুন প্রজন্মের হাত ধরে দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ের উৎসবে মাতবে স্পেন?

ফ্রান্সের বিপক্ষে শুরু থেকেই পরিকল্পিত ফুটবল খেলেছে স্প্যানিশরা। ম্যাচের ২২ মিনিটে আসে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। ফরাসি বক্সে ফাউলের শিকার হন ইয়ামাল। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে তাঁর পায়ে জোরে আঘাত করেন লুকাস দিনিয়ে। রেফারি সঙ্গে সঙ্গেই পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। স্পট কিক থেকে কোনো ভুল করেননি মিকেল ওইয়ারসাবাল। ফ্রান্সের গোলরক্ষক মাইক মাইনিয়ঁ বাঁ দিকে ঝাঁপ দিলেও জোরালো শটটি তাঁর নাগালের বাইরে দিয়ে জালে জড়ায়। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় স্পেন।

পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে ফ্রান্স। প্রথমার্ধে কয়েকবার স্পেনের রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করলেও সমতার গোল পায়নি দিদিয়ের দেশমের দল। বরং বিরতির পর আরও বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য।

৫৮ মিনিটে স্পেনের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পেদ্রো পোরো। দানি ওলমোর সঙ্গে দ্রুত ওয়ান-টু পাস খেলে বল নিয়ে ফরাসি বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। এরপর দারুণ এক শটে মাইনিয়ঁকে পরাস্ত করে স্পেনকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন পোরো।

ছয় মিনিট পর ইয়ামালও বল জড়িয়েছিলেন ফ্রান্সের জালে। তবে অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল।

এরপর ম্যাচে ফিরতে একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও গোলের দেখা পায়নি ফ্রান্স। সময় যত গড়িয়েছে, ততই এলোমেলো হয়ে পড়েছে তাদের ফুটবল। ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা, অগোছালো মধ্যমাঠ আর নড়বড়ে রক্ষণ-সব মিলিয়ে চেনা ফ্রান্সকে খুঁজে পাওয়া যায়নি সেমিফাইনালের মঞ্চে। এমবাপ্পে-দেম্বেলেদের আক্রমণও স্পেনের রক্ষণে বড় কোনো ক্ষত তৈরি করতে পারেনি।

একসময় যে ফ্রান্সকে অপ্রতিরোধ্য মনে হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তাদেরই দেখা গেল অসহায় দর্শকের ভূমিকায়। মেজাজ হারিয়ে ছন্দহীন ফুটবলে নিজেদের সম্ভাবনাও নষ্ট করেছে দেশমের দল। অন্যদিকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করেছে স্পেন।

বিশ্বকাপে এটি ছিল স্পেন ও ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। এর আগে ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। সেবার পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে জিতেছিল ফ্রান্স। দুই দশক পর সেই হারের জবাবটা যেন দাপটের সঙ্গেই দিল স্পেন।

সেমিফাইনালের ইতিহাসও স্পেনকে সাহস জুগিয়েছিল। ২০১০ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর টানা তিন আসরে শেষ চারেই উঠতে পারেনি তারা। এবার সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার পর বড় প্রতিযোগিতায় নিজেদের দুর্দান্ত অতীত পরিসংখ্যানও ছিল লা রোহার পক্ষে।

বড় প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে স্পেনের হারের নজির খুবই কম। আগের সাত সেমিফাইনালের মধ্যে মাত্র একবার বিদায় নিয়েছিল তারা-২০২০ ইউরোয়। বাকি ছয়বারই জায়গা করে নিয়েছিল ফাইনালে। এবারও বদলায়নি সেই ধারাবাহিকতা।

১৬ বছরের অপেক্ষা শেষে আবার বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেন। শিরোপার শেষ লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ কে হবে, সেটি জানতে অপেক্ষা আর ২৪ ঘণ্টারও কম। তবে ফ্রান্সকে যেভাবে থামিয়েছে লা রোহা, তাতে ফাইনালের আগে প্রতিপক্ষের জন্য বড় এক বার্তাই দিয়ে রাখল তারা-স্পেন প্রস্তুত, আরও একবার বিশ্বজয়ের জন্য।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ট্রাম্পের সমর্থন নিয়ে ইয়েমেনে

১৫ পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার চলমান সংঘাতও আরও বিস্তৃত হতে পারে।

যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যে হামলার আগে ট্রাম্পকে বিষয়টি জানিয়েছেন এবং তার সমর্থন চেয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় সৌদি আরব আশঙ্কা করছে যে হুথিদের সঙ্গে আরও বড় ধরনের সংঘাত শুরু হতে পারে, যার জন্য তাদের যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তা প্রয়োজন হবে।

গত সপ্তাহে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছিল যে তারা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং হুথিদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন চেয়েছিল। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেন। এর এক দিন পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুবরাজ ফয়সাল বিন ফারহানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। এর কিছুক্ষণ পর শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌদি যুবরাজের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ট্রাম্পের সমর্থন চান এবং তিনি সেই সমর্থন পান। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে হোয়াইট হাউস সোমবার সকালে ফক্স নিউজকে দেওয়া ট্রাম্পের এক সাক্ষাৎকারের বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে তিনি ইরানের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

ওয়াশিংটনে সৌদি আরবের দূতাবাসের কাছে মন্তব্য চাওয়া হলেও তারা কোনো জবাব দেয়নি। প্রায় ১০ দিন আগে ইরানের মাহান এয়ারের একটি বিমান হুথিদের নিয়ন্ত্রিত সানা শহরে অবতরণ করলে সৌদি আরব ও হুথিদের মধ্যে এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

বিমানটি হুথি গোষ্ঠীর নেতাদের একটি প্রতিনিধিদলকে নিয়ে যায়, যারা ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির জানাজায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইরান থেকে সানায় কোনো বিমান চলাচল হয়নি। সৌদি আরব এসব ফ্লাইট বন্ধ রেখেছিল, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল এগুলোর মাধ্যমে হুথিদের কাছে অস্ত্র বা ইরানের সামরিক উপদেষ্টা পাঠানো হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা বলেন, মাহান এয়ার হলো ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর বিমান সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। হুথিদের দাবি, সৌদি যুদ্ধবিমান বিমানটিকে অবতরণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি। হুথিরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, আবার এমন ঘটনা ঘটলে তারা সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে হামলা চালাবে। সোমবার হুথিদের প্রতিনিধিদল নিয়ে ইরান থেকে ফেরার পথে ইরানি বিমানটি যখন সানার দিকে যাচ্ছিল, তখন সৌদি সামরিক বাহিনী সানার বিমানবন্দরে বোমা হামলা চালায়। ফলে বিমানটিকে গতিপথ পরিবর্তন করে লোহিত সাগর উপকূলের আল হুদাইদাহ শহরে অবতরণ করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওই কর্মকর্তার দাবি, বিমানটিতে হুথিদের জন্য অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্রের যন্ত্রাংশ এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ বহন করা হচ্ছিল।

এরপর হুথিরা সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আভা বিমানবন্দরের দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করে।

অবৈধ অবস্থানকারীদের কঠোর

১৫ পৃষ্ঠার পর

প্রদেশের বাসিন্দারা ৯১১ নম্বরে ফোন করে তথ্য দিতে পারবেন। দেশের অন্য সব অঞ্চলের জন্য ৯৯৯ নম্বরে ফোন করতে বলা হয়েছে।

এদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, শ্রমবাজার রক্ষা করা এবং আইন লঙ্ঘনের ঘটনা কমিয়ে আনতেই এই কঠোর পদক্ষেপ কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়টি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সৌদি কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আবাসন, শ্রম এবং সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযানের মধ্যেই নতুন এই নির্দেশনা জারি করা হলো।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

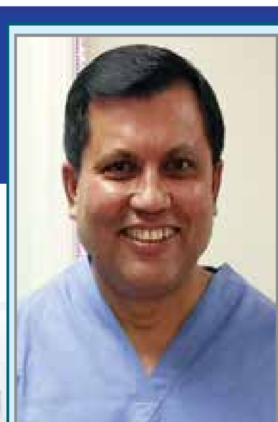

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

আমেরিকানরা কি তাদের

১৭ পৃষ্ঠার পর

একসময় বিশ্বের ‘মেল্টিং পট’ হিসেবে প্রশংসা করা হতো। ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্স’-এর ধীরে ধীরে ক্ষয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের অবক্ষয়-সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কর্মকাণ্ডেই তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছরে এসে উদযাপনের তেমন কিছু নেই বলেই মনে হয়। কারণ আমেরিকানরাই যেন ভুলে গেছেন কেন একসময় বিশ্ব তাদের এত শ্রদ্ধা করত। সব আমেরিকান তো দূরের কথা, প্রতিটি কংগ্রেসম্যান, সিনেটর, নেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১৭৮৯ সালে পাস হওয়া মার্কিন সংবিধানের নীতিমালাগুলো পুরোপুরি জানেন কি না আমার সন্দেহ আছে। এই সংবিধান প্রণয়নে জেমস ম্যাডিসন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ও জর্জ ওয়াশিংটনের মতো বরেণ্য ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটি এমন অগ্রণী দলিলগুলোর একটি, যা সরকারের তিনটি স্বতন্ত্র শাখা-আইন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ-প্রতিষ্ঠা করে এবং ক্ষমতার সব কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। ১৭৯১ সালে অনুমোদিত প্রথম ১০টি সংশোধনী, যা ‘বিল অব রাইটস’ নামে পরিচিত, আজও যেকোনো সংবিধানে গৃহীত সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক ও মূল্যবান দলিলগুলোর মধ্যে অন্যতম।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিমালাগুলোকে এত তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে সেই সময়ের বাস্তবতা। সেগুলো উদ্ভূত হয়েছিল এমন সময়, যখন বিশ্ব ছিল রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও বংশানুক্রমিক শাসনের দখলে। সেটি ছিল একইসঙ্গে ঔপনিবেশিকতার যুগ। ১৭৯১ সালের মধ্যে কুইবেক প্রদেশসহ উত্তর আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চল এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশ শাসন করছিল ব্রিটেন। পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে দ্রুত তাদের শাসন বিস্তার করেছিল। লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ, মেক্সিকো, ফ্লোরিডা ও ফিলিপাইন শাসন করত স্পেন। ব্রাজিল নিয়ন্ত্রণ করত পর্তুগাল। একইসঙ্গে আফ্রিকা ও এশিয়ায় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল পর্তুগালের। ক্যারিবীয় অঞ্চলে ফ্রান্সেরও উপনিবেশ ছিল। ডাচ প্রজাতন্ত্র ও সুইস কনফেডারেশন ছাড়া কোথাও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের সামান্যতম অস্তিত্বও ছিল না।

সেই সময়ের তুলনায় আমেরিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নেতা ও মার্কিন সংবিধানের প্রণেতারা ছিলেন বিস্ময়করভাবে গণতান্ত্রিক, অসাধারণ দূরদর্শী এবং অত্যন্ত জনমুখী। তাদের এই উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। এসব দলিলে অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলো ফরাসি বিপ্লব, লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এমনকি আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাও অনেকাংশে যুক্তরাষ্ট্রের সেই অভিজ্ঞতা ও নীতিমালা থেকে অনুপ্রাণিত ছিল।

তবে এসব মূল্যবোধ ও নীতির মধ্যে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। সার্বজনীন সমতার ধারণার পাশাপাশি দাসপ্রথাও টিকে ছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং নেটিভ আমেরিকানদের ভূমি থেকে উৎখাত করা-এসব মিলিয়ে এক লজ্জাজনক দ্বৈত মানদণ্ডের উদাহরণ তৈরি হয়।

এই বৈপরীত্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ স্বাধীনতার প্রায় এক শতাব্দী পর, মার্কিন গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫) পর্যন্ত দাসপ্রথা অব্যাহত থাকা। প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির এই বিশ্বাসঘাতকতা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী-নেটিভ আমেরিকানদের প্রতি আচরণে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেই তাদের ‘নির্মম ইন্ডিয়ান বর্বর’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা তৎকালীন বর্ণবাদী ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিফলন। নিয়মিত মারধর, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, বসতভিটা ধ্বংস-সব মিলিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রক্রিয়া চলেছে। ১৮৬৫ সালে ১৩তম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়। নেটিভ আমেরিকানরা নাগরিকত্ব পায় ১৯২৪ সালে। বর্ণভিত্তিক বিভাজন তো বন্ধ হলো এই সেদিন মাত্র।

মার্কিন নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছে ১৯২০ সালে ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ারও দুই বছর পর এবং দীর্ঘদিন ভোটাধিকার আন্দোলনের পরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে গেলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী পরিবর্তন-স্রষ্টা হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফ্যাসিবাদের ধ্বংস এবং নাৎসি সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় (এবং ইহুদিদের ভয়াবহ গণহত্যা) যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও বৈশ্বিক সমৃদ্ধি গড়ে তোলার এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু শীতল যুদ্ধের আবির্ভাব সবকিছু বদলে দেয়। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্লকের আদর্শিক প্রতিযোগিতা শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী, নির্মম ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করতে প্রণোদিত করে-কেবল তারা কমিউনিজমবিরোধী হওয়ায়। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুবের অভ্যুত্থানকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেয়, ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা নষ্ট হয়-কারণ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমবিরোধী কৌশলের অংশ হতে রাজি হয়েছিলেন। ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ায় যুদ্ধগুলো প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ভাষায় তথাকথিত ‘সামরিক-শিল্প জটিলতা’-কে আরও শক্তিশালী করে।

ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ৫০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়েছে-যার মধ্যে কয়েক দিনের স্বল্পমেয়াদি অভিযান থেকে শুরু করে কয়েক দশকব্যাপী দীর্ঘ যুদ্ধও রয়েছে। কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের তথ্যমতে, ১৭৯৮ সাল থেকে বিদেশে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারের ৪৬৯টি ঘটনার কথা জানা যায়। যেমন: মেক্সিকান-আমেরিকান যুদ্ধ, স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ, ফিলিপাইন-আমেরিকান যুদ্ধ এবং গ্রানাডা ও পানামা আক্রমণ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলা ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও আফগানিস্তান যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির মর্যাদাকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইরাক ও লিবিয়ায় ‘গণবিধ্বংসী অস্ত্র’ (ডব্লিউএমডি) থাকার মিথ্যা অজুহাতে পরিচালিত আগ্রাসন যুক্তরাষ্ট্রকে এক যুদ্ধপ্রবণ রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

কিছু গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫০টি দেশ ও অঞ্চলে ১২০-১৩০টি বড় আকারের সামরিক ঘাঁটি পরিচালনা করে। আরও বিস্তৃত হিসাব অনুযায়ী-যেখানে ছোট স্থাপনা, লজিস্টিক হাব এবং সমন্বিত নিরাপত্তা কেন্দ্রগুলো অন্তর্ভুক্ত-মোট সামরিক স্থাপনার সংখ্যা প্রায় ৭৫০, যা প্রায় ৮০টি দেশ ও অঞ্চলে বিস্তৃত।

১৭৭৬ সালে জন্মলগ্নে যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু আজ তা ক্রমেই নিজের সামরিক শক্তি এবং অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব নাটকীয়ভাবে বিস্তৃত হয়। বিশ্ব শিল্প উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তাদের সামরিক শক্তি ছিল বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাদের ‘ডলার’ হয়ে ওঠে বিশ্বের প্রধান মুদ্রা। জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও ন্যাটো প্রতিষ্ঠায় তারা নেতৃত্ব দেয়। পরবর্তী দশকে-১৯৯০ থেকে ২০০০-এই প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। তবে ২০০১ সালের পর থেকে তুলনামূলকভাবে একধরনের পতন শুরু হয়েছে। আজও যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশই দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলিদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গাজায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনায় সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলে হামলার জন্য হামাস অবশ্যই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু এই অজুহাতে ৭৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা এবং ১ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষকে আহত করার বৈধতা কি দেওয়া যায়? গাজার মানুষকে খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করাও কি গ্রহণযোগ্য? প্রায় তিন বছর ধরে এই পরিস্থিতি চলছে, যেখানে গাজার বাসিন্দারা খুবই সামান্য সহায়তা পাচ্ছেন। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংসতার মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এই গণহত্যায় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তার বৈশ্বিক নীতি ও নৈতিক অবস্থান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলার প্রভাব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে এবং এটি কতটা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থে কাজ করেছে-সে প্রশ্ন আমেরিকানদের নিজেদেরই করা উচিত।

শেষ করতে চাই আরেকটি প্রশ্ন তুলে: কে আমেরিকান?

একটি হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, ২০ শতাংশ হিস্পানিক, ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ আফ্রিকান-আমেরিকান, ৬ দশমিক ৭ শতাংশ এশীয় এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ নেটিভ আমেরিকান। বংশগত উৎসের বিচারে-জাতিগত পরিচয়ের বাইরে-এই জনসংখ্যা জার্মান, আইরিশ, ইংরেজ, মেক্সিকান, ইতালীয়, আফ্রিকান-আমেরিকান, পোলিশ, ফরাসি, ভারতীয়, চীনা, ফিলিপিনো, ভিয়েতনামি, পুয়ের্তো রিকানসহ অসংখ্য উৎস থেকে গঠিত। এটি এক অসাধারণ সম্পদ। এমন বৈচিত্র্যের কাছে পৃথিবীর আর কোনো দেশই পৌঁছাতে পারবে না।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে-যুক্তরাষ্ট্র কি তার অভ্যন্তরীণ বন্ধন, যা সেই দেশটিকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে, এটিকে আরও দৃঢ় করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে? নাকি সেই কাঠামোতেই ফাটল ধরাবে?

আমাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তিতে এটাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের শেষ

১৭ পৃষ্ঠার পর

পারত। কিন্তু এই ধারণার সঠিক পরীক্ষা কখনোই করা যায়নি। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে যখন চুক্তিটি কার্যকর হয়, তত দিনে দুই পক্ষের আলোচকেরা তাঁদের ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরপরই দুই দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানরা এবং কিছু ডেমোক্র্যাট সদস্য ইরানের প্রতি অতিরিক্ত নরম হওয়ার অভিযোগে এটি প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে তেহরানে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভাদ জারিফকে কট্টরপন্থীদের তোপের মুখে পড়তে হয়।

ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কথা বলার মতো রাজনৈতিক জায়গা বা কূটনৈতিক শক্তি কোনো পক্ষেরই ছিল না। আর ২০১৬ সালের শেষে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন অবশিষ্ট সুযোগটুকুও শেষ হয়ে যায়। ট্রাম্প এই চুক্তিকে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ চুক্তি’ বলে আখ্যা দেন এবং ২০১৮ সালে এটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নেন। তিনি ‘সর্বোচ্চ চাপ’ প্রয়োগের মাধ্যমে ইরানকে নতজানু করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু এই চুক্তির অবসান শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষের জন্যই ভালো কিছু বয়ে আনেনি। ওয়াশিংটনের কট্টরপন্থীরা ভেবেছিলেন বেশি নিষেধাজ্ঞা ও একাকিত্ব ইরানকে আরও ভালো একটি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করবে, অথবা তাদের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, কিন্তু তা হয়নি। ইরান এই চাপ সহ্য করে নিয়েছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি আরও বাড়িয়েছে এবং দেশের ভেতরে আরও কঠোর ও অঞ্চলে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। রুহানির জায়গায় আসেন কট্টরপন্থী ইব্রাহিম রাইসি, যিনি চুক্তি বিরোধীদের আরও ক্ষমতাশালী করেন।

তবে ইরানি কট্টরপন্থীরাও সফল হননি। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশের অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা দেশে বড় ধরনের বিক্ষোভের জন্ম দেয়। আর ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর, ইসরায়েল ও মার্কিন সামরিক অভিযানে ইরানের আঞ্চলিক মিত্ররা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে।

তবুও ওয়াশিংটন বা তেহরান-কেউই তাদের অবস্থান বদলায়নি। বরং দুই পক্ষই আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে, যার চূড়ান্ত রূপ নেয় গত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ। তবে এই অচলবস্থা হয়তো দুই দেশের পুরোনো ধারণা বদলে দিতে পারে। মার্কিন কর্মকর্তাদের একাংশ এখন বুঝতে পারছেন যে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েও ওয়াশিংটন ইরানের নীতি পরিবর্তন করতে পারেনি। অন্যদিকে, ইসলামি প্রজাতন্ত্রটি হয়তো যুদ্ধ থেকে টিকে গেছে, কিন্তু দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে না পারলে শান্তির সময়ে টিকে থাকা তাদের জন্য কঠিন হবে।

অতীত ও উদাহরণ

যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও তার শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ২০ বছর ওয়াশিংটন দেশটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে কোরিয়া ও ভিয়েতনামে চীনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর মার্কিন কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন যে বিচ্ছিন্নতা দিয়ে চীনের বিপ্লব নস্যাৎ করা যাবে না। বরং বেইজিং ও মস্কোর মধ্যকার ভূরাজনৈতিক দূরত্বকে কাজে লাগানোই হবে মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে। ফলে ওয়াশিংটন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ধীর প্রক্রিয়া শুরু করে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের প্রতি সমর্থন ত্যাগ করেনি। বরং মূল বিরোধগুলোকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বেইজিং ও ওয়াশিংটন পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে সহযোগিতার জায়গা খুঁজে নেয়। মূল শিক্ষা ছিল শত্রুতা পুরোপুরি শেষ না করেও কূটনীতি শুরু করা সম্ভব।

ভিয়েতনামের উদাহরণটি আরও নাটকীয়। সেখানে কমিউনিস্টদের বিজয় ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর যুদ্ধ করেছে, যাতে লাখ লাখ ভিয়েতনামি বেসামরিক নাগরিক ও সেনা নিহত হন। সেই যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর ওয়াশিংটন হ্যানয়কে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। তবে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ওয়াশিংটন বুঝতে পারে যে চিরশত্রুতার চেয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করাই মার্কিন স্বার্থের জন্য ভালো। ১৯৯৫ সালে দুই দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুত্থান করে ও দূতাবাস খোলে।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সব উদ্যোগ সফল হয়নি। ২০১৪ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে দশকের পর দশক ধরে দেশটিকে বিচ্ছিন্ন রেখে মার্কিন স্বার্থ বা কিউবার গণতন্ত্র-কোনোটিই অর্জন করা যায়নি। কিন্তু ওবামার এই পদক্ষেপ মূলত নির্বাহী আদেশের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যার কোনো জোরালো দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না। ফলে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে ওবামার কিউবা নীতি এবং ইরানের পারমাণবিক চুক্তি-দুটিই বাতিল করে দেন।

তবে ইরানের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের বর্তমান প্রচেষ্টাকে কিউবা বা পুরোনো পারমাণবিক চুক্তির মতো হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে একটি যুদ্ধের পর, যা দুই পক্ষই সবেমাত্র প্রত্যক্ষ করেছে। এর সঙ্গে বেইজিং বা হ্যানয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগার মিল বেশি। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বুঝতে শুরু করেছে যে কেবল শক্তি প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

একটিই পথ

এর মানে এই নয় যে কোনো বড় ধরনের চুক্তি একদম হাতের নাগালে, মোটেও তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাৎক্ষণিক কাজ হলো জুনের সমঝোতা স্মারকটি যেন ঘন ঘন পাল্টাপাল্টি হামলায় পুরোপুরি ভেঙে না পড়ে, তা নিশ্চিত করা।

উভয় পক্ষেরই অতীতের একটি মূল শিক্ষা নেওয়া উচিত-২০১৫ সালের চুক্তিটি টেকনিক্যালি দুর্বল ছিল না, বরং এটি রাজনৈতিকভাবে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল। চুক্তির বিরোধীরা ছিল গোছানো ও অবিচল। আর এর সমর্থকেরা ভুলভাবে ভেবেছিলেন যে চুক্তি কার্যকর হলেই এর পক্ষে জনমত তৈরি হবে। ইরানের সঙ্গে যেকোনো নতুন চুক্তি করার সময় মাথায় রাখতে হবে, চুক্তির সুফলভোগীদের চেয়ে এর বিরোধীরা বেশি দ্রুত তৎপরতা চালাবে।

প্রথমে ইরানের অভ্যন্তরীণ কঠিন পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। ইসলামি প্রজাতন্ত্রটি এখন একজন নতুন সর্বোচ্চ নেতা ও একটি নতুন রাজনৈতিক এলিট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যাদের যুদ্ধের সময়কার ঐক্য আসলে ভবিষ্যতের গভীর মতভেদকে আড়াল করে রেখেছে।

কেউ কেউ মনে করেন, যুদ্ধের পর শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সমঝোতাই একমাত্র পথ। আবার কেউ কেউ একে আদর্শিক বিচ্যুতি বলে মনে করেন। তবে ইরানি নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ ভাবনা যা-ই হোক না কেন, যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত লাভ-যেমন হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত। এই দুই পক্ষের মধ্যকার ভারসাম্য কোনো বক্তৃতার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে না, এটি নির্ভর করবে কূটনীতির ফলে সাধারণ ইরানিরা অর্থনৈতিক স্বস্তি পাচ্ছে কি না, তার ওপর।

ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য প্রশ্ন হলো, তারা তাদের এই নীতির পরিবর্তনের গভীরতা বুঝতে পারছে কি না। জুনের সমঝোতা স্মারকে যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে, তা যদি কার্যকর হয়, তবে তা কেবল একটি চুক্তি হবে না। এটি ইঙ্গিত দেবে যে দীর্ঘ চার দশক ধরে ইরানকে চাপে রাখার নীতি ব্যর্থ হওয়ার পর ওয়াশিংটন অবশেষে ‘অবরোধ’ নীতি ত্যাগ করতে রাজি হয়েছে।

সামনের চ্যালেঞ্জগুলো স্পষ্ট। সমঝোতা স্মারকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে চুক্তিটি সই হওয়ার এক মাসের মধ্যেই এখন লাইফ সাপোর্টে রয়েছে। ওয়াশিংটনকে এখন এমন একটি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হবে, যা তারা এত দিন এড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র কি শুধু ইরান ও তার মিত্রদেরই নিয়ন্ত্রণ করবে, নাকি তার নিজের মিত্রদেরও (ইসরায়েল) থামাবে?

যদি বিরোধীদের ঠেকিয়ে রাখাও যায় এবং তেহরান ও ওয়াশিংটন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে আলোচনার টেবিলে ফিরেও আসে, তাও শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আলোচনার টেবিল ভেঙে যাওয়ার জন্য সামান্য উসকানিই যথেষ্ট।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের বন্ধু হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের শুধু এমন একটি ভিত্তি দরকার, যা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে না। আর তারা যদি এতে সফল হয়, তবে এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

আলী বায়েজ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ ইরান প্রকল্প পরিচালক। ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে অনূদিত।

KARNAFULLY
HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

রেমিট্যান্সের হিসাব আছে, প্রবাসীর

১৯ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো দেখা যায় ভিডিও কলে, কিন্তু অনুভব করা যায় না স্পর্শে। অনেক পরিবার এই বাস্তবতাকে অসাধারণ দৃঢ়তায় সামলে নেয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগের ঘাটতি, মানসিক একাকিত্ব এবং সামাজিক চাপ সম্পর্ককে দুর্বল করে। দাম্পত্যে অবিশ্বাস তৈরি হয়, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ঘটে, কখনো নতুন সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

এসব ঘটনাকে কেবল ব্যক্তিগত বা নৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখলে বাস্তবতা আড়াল হয়ে যায়। এগুলো প্রায়ই প্রবাসী কর্মীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি, মানসিক চাপ, দুর্বল যোগাযোগ এবং সামাজিক সহায়তার অভাবের সম্মিলিত ফল, যা কখনো কখনো তাঁর পরিবারকে ভঙ্গুর করে তোলে।

বাবা যখন শুধু অর্থের উৎস হয়ে ওঠেন

সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, সন্তানের সুস্থ বিকাশে অর্থের মতোই বাবার উপস্থিতিও অপরিহার্য। কিন্তু বহু প্রবাসী বাবার সন্তান বড় হয় বাবার সান্নিধ্য ছাড়াই। তাঁরা জানেন, বাবা অর্থ পাঠান; কিন্তু তাঁর সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্ক, স্মৃতি ও আবেগের বন্ধন গড়ে ওঠে না। ফলে অনেকের কাছে বাবা ধীরে ধীরে একজন অভিভাবকের চেয়ে অর্থের উৎসে পরিণত হন। সন্তান বাবার কষ্ট, ত্যাগ ও সংগ্রাম সম্পর্কে খুব কমই জানে। কোনো চাহিদা পূরণ না হলে সে ক্ষুব্ধ হয়, অথচ বুঝতে পারে না সেই অর্থ উপার্জনের জন্য বাবা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রম করেন। নিয়মিত অর্থ পাঠানো সম্ভব হলেও সন্তানের স্কুলের প্রথম দিন, অসুস্থতার রাত, কৈশোরের সংকট কিংবা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোয় বাবার পাশে থাকা সম্ভব হয় না। এ অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে সম্পর্কের ভাষা বদলে দেয়-অনেক সন্তান বাবাকে ভালোবাসে, কিন্তু তাঁকে সত্যিকার অর্থে চেনে না। এই আবেগগত দূরত্বের প্রভাব পরিবারেও পড়ে। সন্তানের পড়াশোনা, নৈতিক শিক্ষা, বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক আচরণে বাবার সরাসরি ভূমিকা সীমিত হয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন, দিকনির্দেশনা ও মূল্যবোধের চর্চা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এটি শুধু একটি পারিবারিক সমস্যা নয়; বরং এমন একটি সামাজিক বাস্তবতা, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক ও নৈতিক বিকাশেও পড়তে পারে।

অসীম প্রত্যাশার ভারে নুয়ে পড়া প্রবাসী

বাংলাদেশে এখনো অনেকের ধারণা, বিদেশ মানেই অঢেল অর্থ। তাই একজন প্রবাসী শ্রমিকের আয়কে ঘিরে পরিবারের প্রত্যাশার শেষ থাকে না-বাড়ি নির্মাণ, জমি কেনা, ব্যবসায় বিনিয়োগ, সন্তানের পড়াশোনা, আত্মীয়ের চিকিৎসা বা বিয়ের খরচ-সবকিছুর দায় যেন তাঁর একার। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

অধিকাংশ প্রবাসী শ্রমিক সীমিত আয়ে কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করেন। অনেকেই ছোট কক্ষে গাদাগাদি করে থাকেন, প্রতিকূল আবহাওয়ায় দীর্ঘ সময় কাজ করেন এবং নিজের প্রয়োজন কমিয়ে পরিবারের জন্য বেশি অর্থ পাঠান। অনেক সময় নিজের চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাবার কিংবা পর্যাপ্ত বিশ্রামও তাঁদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। বিদেশে চাকরি হারানো, বেতন বিলম্বিত হওয়া বা অসুস্থ হয়ে পড়াও তাঁদের জীবনের বাস্তবতা।

সমস্যা শুরু হয় যখন ভালোবাসা ও দায়িত্বের জায়গায় প্রত্যাশা অধিকারবোধে পরিণত হয়। প্রবাসী মানুষটি অর্থ পাঠান পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই অর্থকে ভালোবাসার প্রকাশ নয়, বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। ফলে সামান্য দেরি হলেই অভিযোগ, অভিমান বা চাপ তৈরি হয়, অথচ খুব কম মানুষই ভাবেন-হয়তো ওই মাসে কাজ কম ছিল, বেতন আটকে গেছে, কিংবা তিনি নিজেই অসুস্থ ছিলেন। অতিরিক্ত প্রত্যাশা তাই একজন প্রবাসীর ওপর শুধু অর্থনৈতিক নয়, গভীর মানসিক চাপও সৃষ্টি করে।

সম্পদের সঙ্গে বাড়ে সম্পত্তির বিরোধও

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের বড় অংশ বিনিয়োগ হয় জমি কেনা বা বাড়ি নির্মাণে। কিন্তু সেই সম্পত্তির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো-এর মালিক বেশির ভাগ সময় দেশে থাকেন না। এই অনুপস্থিতির সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেয় জমি দখল, কাগজপত্রে জালিয়াতি, সীমানাবিরোধ, উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব কিংবা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা। বেদনাদায়ক হলো অনেক সময় প্রতিপক্ষ কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন; বরং নিকটাত্মীয়। কখনো নিজের ভাই, কখনো চাচা বা চাচাতো ভাই, কখনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়-যাঁদের ওপর সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস ছিল, তাঁদের সঙ্গেই আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়।

প্রবাসী তখন একই সঙ্গে দুটি যুদ্ধ করেন-একটি বিদেশের কর্মস্থলে, অন্যটি নিজের জন্মভূমির আদালতে। বিদেশে বসে আদালতের মামলা পরিচালনা করা, আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ফলে বছরের পর বছর কষ্টের উপার্জনে কেনা সম্পত্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অনেক প্রবাসী দেশে ফিরে দেখেন, যে জমির জন্য জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টি বিদেশে কাটিয়েছেন, সেই জমিই এখন পারিবারিক শত্রুতার কারণ।

অদৃশ্য মানসিক চাপ

প্রবাসী শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা আমরা খুব কমই বলি। অনেক প্রবাসী নিজের কষ্ট কাউকে বলতে পারেন না। পরিবারকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চান না, আবার কর্মস্থলেও ব্যক্তিগত সংকট প্রকাশের সুযোগ থাকে না। দীর্ঘ একাকিত্ব, পারিবারিক সমস্যা, সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনেককে গভীর হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। অনেকে বছরের পর বছর নিজের কষ্ট কাউকে বলতে পারেন না। কারণ, সমাজে একটি ধারণা আছে-বিদেশে আছেন মানেই ভালো আছেন। ধীরে ধীরে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, অনিদ্রা, আত্মসম্মানবোধের সংকট কিংবা সম্পর্কহীনতার অনুভূতি তাঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে।

বাস্তবে অনেক প্রবাসী প্রতিদিন মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর বিষণ্ণতা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার হার সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় বিষয়টি এখনো নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে আসেনি।

সমাধান কোথায়?

একজন মানুষকে বিদেশে পাঠানোই রাষ্ট্রের দায়িত্বের শেষ নয়, বরং সেখান থেকেই শুরু হয় প্রকৃত দায়িত্ব। বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান তখনই পূর্ণ অর্থ পাবে, যখন রেমিট্যান্সের পাশাপাশি তাঁদের পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক মর্যাদা ও মানসিক সুস্থতাও সুরক্ষিত থাকবে। প্রবাসীদের সংকট কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক নয়; এটি একটি জাতীয় নীতিগত প্রশ্ন। দেশের অর্থনীতিতে যাঁদের অবদান এত গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

তাই বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক্-প্রস্থান প্রশিক্ষণে ভাষা ও পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি আর্থিক পরিকল্পনা, পারিবারিক যোগাযোগ এবং মানসিক সুস্থতা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। একই সঙ্গে দেশে থাকা পরিবারের জন্য আর্থিক সচেতনতা, দাম্পত্য সম্পর্ক, সন্তান প্রতিপালন এবং দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে কমিউনিটি-ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি, সহজলভ্য আইনি সহায়তা, ডিজিটাল সেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সবশেষে আমাদের নিজেদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখা জরুরি-প্রবাসীদের কাছ থেকে আমরা কতটা নিচ্ছি, আর তাঁদের জন্য কতটা ফিরিয়ে দিচ্ছি? একজন প্রবাসী শুধু রেমিট্যান্সের উৎস নন; একজন মানুষ। তাঁর শ্রমের যেমন মূল্য আছে, তেমনি মূল্য আছে তাঁর অনুভূতি, সম্পর্ক ও জীবনের। আমরা বহু বছর ধরে রেমিট্যান্সের হিসাব করেছি; এখন সময় এসেছে রেমিট্যান্সের পেছনে থাকা মানুষটির হিসাব করার। কারণ, একটি দেশের প্রকৃত সম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা নয়-তার মানুষ।

ড. সেলিম রেজা সহযোগী অধ্যাপক ও সমন্বয়ক, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

রেমিট্যান্স-যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণার

১৯ পৃষ্ঠার পর

চাহিদা, কোন কোম্পানি সরাসরি কর্মী নিতে আগ্রহী-এসব তথ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে।

২. বিদেশি নিয়োগকর্তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ সহায়তা: বড় কোম্পানি, হাসপাতাল, কেয়ার হোম, নির্মাণপ্রতিষ্ঠান, কৃষি কোম্পানি, হোটেল গ্রুপ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দূতাবাস সরাসরি যোগাযোগ করবে। নিয়োগকর্তারা বাংলাদেশে এসে সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে বিমানবন্দর সহায়তা, অনুবাদক, ইন্টারভিউ বুথ, স্কিল টেস্ট, চুক্তি যাচাই ও সরকারি সমন্বয় এক জায়গা থেকে দিতে হবে। লক্ষ্য হবে-নির্বাচিত কর্মী যেন চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদেশে যেতে পারেন।

৩. কর্মদক্ষতাভিত্তিক প্রণোদনা: কোন দূতাবাস কতটি নতুন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করল, কতটি যাচাইকৃত চাকরির সুযোগ তৈরি করল এবং কতজন শ্রমিক নিরাপদে কর্মসংস্থানে গেলেন-এসব সূচকে কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। সফল কর্মকর্তাদের জন্য স্বচ্ছ কর্মদক্ষতাভিত্তিক প্রণোদনা, সম্মাননা বা পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার রাখা যেতে পারে। তবে এটি কমিশন বা শুধু সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা হবে না; শ্রমিকের নিরাপত্তা ও চুক্তির স্বচ্ছতাই হবে প্রধান মাপকাঠি।

৪. উপজেলা সহায়তা কেন্দ্র: নতুন আমলাতন্ত্র নয়; বিএমইটি, ডেমো, বোয়েসেল, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে এক ছাতার নিচে এনে প্রতিটি উপজেলায় 'নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্র' করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট দিনে ভ্রাম্যমাণ সেবা ক্যাম্প করা যেতে পারে।

৫. খরচ ও তথ্যের স্বচ্ছতা: যাচাইকৃত চাকরির তথ্য সহজ বাংলায় প্রকাশ করতে হবে-দেশ, কাজ, বেতন, সরকারি ফি, এজেন্সি ফি, প্রশিক্ষণ ও মেডিক্যাল খরচ। প্রতিটি খরচ অফিসের বোর্ডে ও অনলাইনে টাঙাতে হবে। স্থানীয় সহায়তাকারী থাকলে তাকে বিএমইটির অধীনে নিবন্ধিত, প্রশিক্ষিত ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে; ফি নির্ধারিত ও রসিদ বাধ্যতামূলক হবে।

৬. চুক্তি যাচাই ও সুরক্ষা: প্রতিটি চাকরির চুক্তি বাংলায় অনুবাদ করে শ্রমিককে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং কেন্দ্র থেকে যাচাই সনদ দিতে হবে। বিদেশযাত্রার আগেই শ্রমিকের পরিবার, নিয়োগকর্তা, কাজের ধরন, বেতন ও দূতাবাস-সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল রেকর্ডে রাখতে হবে, যাতে বিপদে দ্রুত সাড়া দেওয়া যায়।

৭. বোয়েসেল, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সম্প্রসারণ: বোয়েসেলকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়নির্ভরতা থেকে বের করে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চাকরি মেলা, ভার্চুয়াল ইন্টারভিউ বুথ ও নিয়োগকর্তার ডেটাবেজসহ সম্প্রসারিত করতে হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বিদেশের প্রকৃত শ্রমচাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে শুধু সনদ দেওয়ার প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না।

বিএমইটির বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে প্রস্তাবিত একটি কেন্দ্রীয় 'শ্রম-দক্ষতা ও বাজার তথ্য সেল' গড়ে তুলে এসব কেন্দ্রকে আধুনিক স্কিল সেন্টারে রূপান্তর করতে হবে। দূতাবাস ও হাইকমিশনের শ্রমবাজার উন্নয়ন সেল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোন দেশে কোন দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে, তা নিয়মিত বিশ্লেষণ করে কারিকুলাম, যন্ত্রপাতি, ভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা আপডেট করতে হবে। প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন ও নিয়োগপ্রক্রিয়াকেও এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের স্বল্প সুদের ঋণ যেন দালাল ছাড়া সরাসরি নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে, প্রচারণা পৌঁছাতে হবে মানুষের নিজের জায়গায়-মসজিদের জুমার ঘোষণা থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সভা, স্কুল-কলেজের অভিভাবক সমাবেশ থেকে হাটবাজারের বুথ পর্যন্ত। শুধু সরকারি ওয়েবসাইট বা ফেসবুক বিজ্ঞাপনে প্রচারণা আটকে রাখলে চলবে না।

রাষ্ট্রের হাতে কাঠামো আছে, প্রযুক্তি আছে। যা নেই, তা হলো শেষ মাইলের সংযোগ। সেই ফাঁক যদি রাষ্ট্র নিজেই পূরণ করতে পারে-সহজ, স্বচ্ছ ও মানুষের দরজার কাছাকাছি গিয়ে-তাহলে দালাল চক্র দুর্বল হবেই। রেমিট্যান্স চাইলে রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের পথও রাষ্ট্রকেই নিরাপদ ও সহজ করতে হবে। তা না করতে পারলে এটি শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; রাষ্ট্রের জন্য এক বড় নৈতিক লজ্জাও বটে। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

শেষ কথা হলো, প্রস্তাবিত নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়তা কাঠামো বাস্তবায়নে অর্থের জোগানকে বড় বাধা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। প্রবাসী শ্রমিকেরা বছরে ৩৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন। এই আয়ের অতি সামান্য অংশও যদি তাঁদের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, তথ্যসেবা, আইনি সহায়তা, সরকারি উদ্যোগে বৈদেশিক শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও চাকরির চাহিদা সংগ্রহ এবং দালাল চক্র প্রতিরোধে বরাদ্দ করা হয়, তাহলে একটি কার্যকর জাতীয় কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। এটি ব্যয় নয়; রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ।

মহিউদ্দিন আহমেদ কানাডাপ্রবাসী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষক

বেলুচিস্তানে কী হচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙে

১৫ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের ভাঙন বুঝি আসন্ন। বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল।

কেন আলোচনায় বেলুচিস্তান?

চলতি জুলাইয়ে বেলুচিস্তানে কয়েকটি বড় হামলার পর পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ভাষ্য, ৬ জুলাই থেকে কয়েক দিনের মধ্যে তিনটি বড় হামলায় অন্তত ৪২ জন পুলিশ ও সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে জিয়ারাত অঞ্চলের মাঙ্গি বাঁধের কাছে একটি পুলিশ পোস্টে হামলা চালিয়ে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে অপহরণ করা হয়। পরে অপহৃত ১৮ পুলিশ সদস্যের মরদেহ পাওয়া যায়। পৃথক আরেক হামলায় নিহত হন ১১ সেনাসদস্য।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী এরপর বেলুচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বড় ধরনের অভিযান শুরু করে। সেনাবাহিনী, ফ্রন্টিয়ার কোর ও পুলিশ যৌথ ভাবে এসব অভিযানে অংশ নেয়।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, কয়েক দিনের অভিযানে বহু সশস্ত্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তবে সংঘাতপূর্ণ ও দুর্গম এলাকায় স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ সীমিত হওয়ায় উভয় পক্ষের হতাহতের দাবি আলাদাভাবে যাচাই করা কঠিন।

পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমদ শরিফ চৌধুরী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশে কঠোর ভাষায় বলেছেন, 'আমরা তোমাদের ধাওয়া করব, আমরা তোমাদের আঘাত করব।'

তার বক্তব্যে স্পষ্ট, ইসলামাবাদ বর্তমান পরিস্থিতিকে কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে নয়, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। তবে এবারের সহিংসতা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। গত কয়েক বছরে বিএলএ ও অন্য বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো হামলার পরিধি বাড়িয়েছে। তারা সামরিক ঘাঁটি, পুলিশ স্টেশন, মহাসড়ক, রেলপথ, সরকারি স্থাপনা এবং চীনা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্পকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। বড় শহরের বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় সাময়িকভাবে সড়ক অবরোধ, তল্লাশিচৌকি স্থাপন কিংবা ছোট শহরে প্রবেশ করে হামলা চালানোর ঘটনাও ঘটেছে।

বিএলএ কি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে?

পাকিস্তানের বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিএলএ সাম্প্রতিক সময়ে বেলুচিস্তানকে একটি কার্যকর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে বা নতুন সরকার গঠন করেছে-এমন কোনো নিশ্চিত তথ্য নেই।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি কথিত বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, বেলুচিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং প্রদেশটির প্রায় ৮৫ শতাংশ এলাকা স্বাধীনতাকামীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু ওই দাবির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

পাকিস্তানের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে, প্রাদেশিক সরকার বিলুপ্ত হয়েছে কিংবা বিএলএ স্থায়ীভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে-এমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি।

এখানে কয়েকটি বিষয় আলাদা করে বোঝা জরুরি।

প্রথমত, বিএলএ বহু বছর ধরেই স্বাধীন বেলুচিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে আসছে। পাকিস্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের নতুন কোনো দাবি নয়। সংগঠনটির বিবৃতি, প্রচারণামূলক ভিডিও ও সামরিক অভিযানের ভাষায় প্রায়ই 'স্বাধীনতা', 'মুক্তি' এবং 'দখলদার বাহিনী'-এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয়ত, কোনো স্বাধীনতাকামী নেতা বা প্রবাসী বেলুচ কর্মীর স্বাধীনতার আহ্বান আর একটি ভূখণ্ডের কার্যকর স্বাধীনতা এক বিষয় নয়। ২০২৫ সালেও কয়েকজন বেলুচ জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'রিপাবলিক অব বেলুচিস্তান' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এসব বক্তব্য কোনো স্বীকৃত অন্তর্বর্তী সরকার, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে রূপ নেয়নি।

তৃতীয়ত, কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের জন্য একটি শহর, মহাসড়ক বা সরকারি স্থাপনায় প্রবেশ করলে সেটিকে স্থায়ী ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না। বিএলএ অতীতে কিছু এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীকে পিছু হটিয়ে সাময়িক অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী পরে সেখানে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

অর্থাৎ, বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবি বাস্তব রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিএলএর ঘোষিত লক্ষ্য হলেও 'বেলুচিস্তান ইতোমধ্যে স্বাধীন হয়ে গেছে'-এ বক্তব্য এখন পর্যন্ত তথ্যসমর্থিত নয়।

বিএলএ আসলে কী চায়?

বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ একটি সশস্ত্র বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

বিএলএর দাবি, ১৯৪৮ সালে বেলুচিস্তানের তৎকালীন কালাত রাষ্ট্রকে জোর করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার গন্ধ থাকলেই মিলবে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তারা এখন থেকে আবেদনকারীদের আমেরিকা-বিরোধী বা সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে কী না, তা পরীক্ষা করবেন।

এ ছাড়াও, আবেদনকারীদের ইহুদিবিদ্বেষী কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার নজির আছে কী না, তাও যাচাই করবেন কর্মকর্তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার (ইউএসসিআইএস) হালনাগাদ নীতিমালায় এসব কথা বলা হয়েছে।

এর আগে গত জুনে অভিবাসন আবেদনের ক্ষেত্রে নতুন করে সামাজিক মাধ্যম যাচাইকরণ যুক্ত করে ট্রাম্প প্রশাসন। ওই নীতি সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী কার্যক্রম চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আবেদন বাতিলের বিধান চালু হতে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দিন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ও অভিবাসন-প্রত্যাশীর সংখ্যায় রাশ টেনে ধরার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে চলেছেন।

গত ১৩ জুলাই সোমবার এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ছয় হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল করেছে।

জুনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, যদি কেউ আমাদের দেশের নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, সংস্থা ও মূলনীতির প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখায়, তাহলে তাদের ভিসা আবেদন বাতিল করতে হবে।

ইউএসসিআইএসের মুখপাত্র ম্যাথু ট্রাগেসার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, যারা আমেরিকাকে ঘৃণা করে ও আমেরিকা-বিরোধী মূল্যবোধের প্রচার করে, তাদেরকে আমেরিকার কোনো সুফল ভোগ করতে দেওয়া উচিত নয়।

আমেরিকা-বিরোধীর সংজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তি

হালনাগাদ নীতিমালায় আমেরিকা-বিরোধী মনোভাবের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, যারাওইহুদিবিদ্বেষী সন্ত্রাস, ইহুদিবিদ্বেষী সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত সংগঠন ও ইহুদিবিদ্বেষী মূল্যবোধ ধারণ করেন, তারাওআমেরিকা-বিরোধী বলে বিবেচিত।

তবে ১৯৫২ সালের অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের (আইএনএ) আমেরিকা-বিরোধী মূল্যবোধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে বলে নীতিমালায় উল্লেখ করে হয়।

ওই আইনে বলা হয়েছে, যারা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সদস্য, যারা সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্র কায়েমের পক্ষে কথা বলেন এবং যারাওসব ধরনের সুসংহত সরকারের ধারণার বিরুদ্ধে লেখেন বা এ বিষয়ে লিখিত বক্তব্য ছড়িয়ে দেন, অথবা যারা সহিংসতা বা জোর খাঁটিয়ে মার্কিন সরকারকে উৎখাত করতে চান, তারা আমেরিকা-বিরোধী।

অভিবাসন দপ্তরের ঘোষণায় তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনলাইন ফোরামগুলোয় আমেরিকা-বিরোধীর নানা সংজ্ঞা নিয়ে বিবাদ চলতে থাকে। অনেকেই আশঙ্কা করেন, এই অস্পষ্ট নীতি ও স্বচ্ছতার অভাবে কর্মকর্তারা অভিবাসন-প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

অনেক ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনো বাস্তবসম্মত হুমকি বা ঝুঁকি না থাকলেও তাদের অভিবাসন আবেদন নাকচ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রেডিটে এক ব্যবহারকারী লেখেন, ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক হামলার বিপক্ষে কথা বলা, কিংবা গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে সুর তোলাও ও আমেরিকা-বিরোধী বা ইহুদিবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচায়ক?

এমন তো হতে পারে, যে আপনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পকে পছন্দ করেন না। সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অথবা আপনি তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা কার্টুন শেয়ার করলেন। সেটাও কি এসবের পরিচয়? প্রশ্ন তোলেন তিনি।

উদ্বেগ আশঙ্কায় অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীরা

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ ফেলো অ্যারন রেইখলিন-মেলনিক এক্স পোস্টে লিখেন, এই শব্দাংশটি (আমেরিকা-বিরোধী) এর আগে কখনো অভিবাসন আইনে যুক্ত করা হয়নি এবং এর সংজ্ঞা পুরোপুরি ট্রাম্প প্রশাসনের মস্তিষ্কপ্রসূত।

তিনি এই উদ্যোগকে ম্যাককার্থিইজম এর সঙ্গে তুলনা করেন। ১৯৫০ এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর ওপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব নিয়ে বড় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় যেখানে-সেখানে বামপন্থিদের ওপর নির্যাতনের নজির দেখা যায়।

হিউস্টন-ভিত্তিক অভিবাসন আইনজীবী স্টিভেন ব্রাউন বলেন,ওতথাকথিত আমেরিকান মূল্যবোধের সংজ্ঞা যে যার সুবিধামতো দেয়। অভিবাসন আইনে এর কোনো উল্লেখ নেই।

ব্রিগহ্যাম ইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক লিলি লোপেজ সংবাদ সংস্থা এপিকে বলেন,ওআমার কাছে বড় খবর এটাই, যে তারা সূক্ষ্ম পক্ষপাত ও একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরজা খুলে দিচ্ছে। এতে তারা (অভিবাসন আবেদনের ক্ষেত্রে) নিজেদের সুবিধামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এটা খুবই উদ্বেগজনক।

তার মতে, একজন আবেদনকারীকেওআমেরিকা-বিরোধী নন এমন প্রমাণ দিতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

বিশ্বকাপের ফাইনালে থাকছেন ট্রাম্প,

৫ পৃষ্ঠার পর

আগামী রোববার নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সমাপনী ম্যাচে তিনি উপস্থিত থাকবেন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন,ওআমরা রোববারের ফাইনাল ম্যাচের অপেক্ষায় আছি এবং আমি জানি প্রেসিডেন্টও সেখানে উপস্থিত হতে মুখিয়ে আছেন। এবারের বিশ্বকাপে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে আলোচিত ভূমিকা ছিল শেষ ষোলোর লড়াইয়ের আগে। বেলজিয়ামের বিপক্ষে ওই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক আগে তিনি মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাওপুনর্বিবেচনা করার জন্য ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফাকে অনুরোধ করেছিলেন।

পরবর্তীতে সেই নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হলে ট্রাম্প ফিফাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, সংস্থাটি একটিওবড় অবিচার সংশোধন করেছে।

প্রেসিডেন্টের এই হস্তক্ষেপ ওই ম্যাচের আগে বড় ধরনের রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। ওই ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ গোলে হেরে আসর থেকে বিদায় নেয় আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। বালোগান পরবর্তীতে স্বীকার করেন যে তার শাস্তির বিষয়ে প্রেসিডেন্টের এই তৎপরতা অনেকওবিতর্ক এবংওঅস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

গত গ্রীষ্মে নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসি যখন পিএসজিকে হারিয়েছিল, তখনও ট্রাম্প বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন। ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো নিশ্চিত করেছেন যে আগামী রোববারেও একই দৃশ্য দেখা যাবে।

ইনফান্তিনো সুইজারল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমওব্লু স্পোর্ট-কে বলেন,ওহ্যাঁ, আশা করছি ফাইনালে আমরা একসাথে জয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেব। শুরু থেকেই এমন পরিকল্পনা ছিল এবং অতীতেও সব সময় এমনই হয়ে এসেছে-যে দেশে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়, সেই দেশের প্রেসিডেন্ট ফিফা প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে জয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের জন্য ১ লাখ ডলার ফি নেওয়ার পরিকল্পনা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে সেই অর্থ ফেরত পাবেন। তবে নাগরিকত্ব পেতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নিম্ন আয়ের বিদেশিদের অভিবাসন সীমিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এই প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কাছে পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এ পরিকল্পনার আওতায় বিদেশে করা স্থায়ী অভিবাসী ভিসার আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের জামানত (বন্ড) আরোপ করা হতে পারে। কিছু কর্মকর্তা এ জামানতের পরিমাণ এক লাখ মার্কিন ডলার করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

খবরে বলা হয়েছে, পররাষ্ট্র দপ্তর শুরুতে অল্প কয়েকটি দেশে পরীক্ষামূলকভাবে এই নীতি চালুর বিষয়টিও বিবেচনা করছে।

আবেদনকারীদের এই জামানতের অর্থ জমা দিতে হবে। ব্যক্তিভেদে এর পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। পরে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে সেই অর্থ ফেরত পাবেন। তবে নাগরিকত্ব পেতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে।

সূত্রগুলোর মতে, এই জামানতের উদ্দেশ্য হলো এটি এমন এক ধরনের আর্থিক নিশ্চয়তা হিসেবে কাজ করবে, যাতে কোনো গ্রিন কার্ডধারী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিজের আর্থিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে সরকারের জন্য একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, ওপ্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করতে চান, তাদের অবশ্যই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে।

তিনি বলেন, পররাষ্ট্র দপ্তর কিছু ভিসা আবেদনকারীর কাছ থেকে জামানত জমা নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে, যাতে তারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাপ্যতা প্রমাণ করতে পারেন।

এই বিপুল অঙ্কের জামানত মূলত নিম্ন আয়ের দেশগুলো থেকে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনকারীদের নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বেশি আয়ের আশায় যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক অনেক বিদেশির পক্ষেই সম্ভবত এত বড় অঙ্কের জামানত দেওয়া সম্ভব হবে না।

এ ধরনের ভিসা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করেন। এর মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী, বাবা-মা কিংবা ভাই-বোনও অন্তর্ভুক্ত। গত বছর প্রশাসন এ ধরনের পাঁচ লাখ ভিসা ইস্যু করেছিল।

সীমিত আয়ের বিদেশি নাগরিকদের অভিবাসন প্রতিহত করার জন্য হোয়াইট হাউসের অন্যান্য প্রচেষ্টার পর এই জামানতের প্রস্তাবটি এসেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে, প্রশাসন ৭৫টি নির্দিষ্ট দেশের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ওপর একটি ব্যাপক এবং অনির্দিষ্টকালের স্থগিতাদেশ জারি করেছে। জাতীয়তার ভিত্তিতে ভিসা স্থগিত করার এ নীতি এখনও বিভিন্ন আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

জুনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদেশি কর্মীদের জন্য এইচ-ওয়ান-বি ভিসার আবেদন জমা দেওয়া নিয়োগদাতাদের ওপরে এক লাখ মার্কিন ডলারের ফি আরোপের উদ্যোগে বাধার মুখে পড়েন।

একজন ফেডারেল বিচারক রায় দেন, নতুন এইচ-ওয়ান-বি ভিসা ফি আরোপ করে প্রশাসন তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে। বিচারকের মতে, এই ফি কার্যত একটি করের মতো, আর এমন কর আরোপের ক্ষমতা কেবল কংগ্রেসের রয়েছে।

গত বছর ট্রাম্পওট্রাম্প গোল্ড কার্ড নামে দ্রুতগতিতে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার একটি কর্মসূচিও চালু করেন। এর জন্য খরচ ধরা হয় ১০ লাখ মার্কিন ডলার, পাশাপাশি ১৫ হাজার মার্কিন ডলার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি।

কর্মসূচিটি নিয়ে প্রশাসনের সমালোচকেরা উপহাস করেন, কারণ এতে আগ্রহ ছিল খুবই কম। মে পর্যন্ত মাত্র ৩৩৮ জন আবেদন করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে মাত্র একটি আবেদন অনুমোদন পেয়েছিল।

বায়ুদূষণে বাংলাদেশের ছয় শহরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৪২ জনের

৫ পৃষ্ঠার পর

বায়ুদূষণজনিত মোট অকালমৃত্যুর মধ্যে হৃদরোগে ৩৭ হাজার ৫১৯ জন, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসতন্ত্রের রোগে ৮ হাজার ৩৪৪ জন এবং ফুসফুসের ক্যান্সারে ৮১১ জন মারা গেছেন।

ঢাকায় অকালমৃত্যু সবচেয়ে বেশি

শহরভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি অকালমৃত্যু হয়েছে ঢাকায়। রাজধানীতে পিএম২.৫ দূষণের সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৬৮ হাজার ৭০৩।

এরপর চট্টগ্রামে ১১ হাজার ২০২, রাজশাহীতে ২ হাজার ৮২৭, খুলনায় ২ হাজার ৬২৫, সিলেটে ১ হাজার ৪৮৮ এবং বরিশালে ১ হাজার ৩৯৫ জনের অকালমৃত্যু হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ছয় শহরেই বায়ুদূষণজনিত অকালমৃত্যুর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে।

ঢাকায় পিএম২.৫-জনিত অকালমৃত্যু প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩ হাজার ৪৮৪ জন করে বেড়েছে। গবেষকদের মতে, এ প্রবণতা নগরাঞ্চলে বায়ুদূষণ পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। গবেষক দলের প্রধান ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "আমরা প্রায়ই বায়ুদূষণকে শুধু পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখি। কিন্তু আমাদের গবেষণা বলছে, এর কারণে বছরে প্রায় ৮৮ হাজার অকালমৃত্যু হচ্ছে এবং দেশের জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে।"

তিনি বলেন, "গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। এখনই কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষতি আরও বাড়বে।"

গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বায়ুর মানসংক্রান্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বায়ুদূষণজনিত অকালমৃত্যু ও অর্থনৈতিক ক্ষতির বড় একটি অংশ এড়ানো সম্ভব।

গবেষকেরা পিএম২.৫ নির্গমন কমাতে প্রমাণভিত্তিক নীতি গ্রহণ, নগরাঞ্চলে সমন্বিত বায়ুমান ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছেন।

পরিবেষ্টিত বায়ুদূষণ বিশ্বজুড়ে অকালমৃত্যু ও অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম প্রধান পরিবেশগত ঝুঁকি। দ্রুত নগরায়ণের ফলে বাংলাদেশেও এ ঝুঁকি বাড়ছে। তবে শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা এখনো সীমিত।

এ প্রেক্ষাপটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের ক্লাইমেট চেঞ্জ, এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ ইউনিট দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছে।

দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নিয়েই যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বললেন

৫ পৃষ্ঠার পর

করেছেন, আই হ্যাভ আ প্ল্যান।

বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে তার নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বার্নহ্যাম বলেন,ওএটি এক অনন্য মুহূর্ত। দলের দায়িত্ব নিয়ে তিনি তার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং লক্ষ্যগুলো তুলে ধরেন।

নিজের অতীত ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে তিনি বলেন,ওআমি হয়তো সব সময় সব কিছু ঠিক করতে পারিনি।

যেখানে আমার ঘাটতি ছিল, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আমি সবসময় আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছি।

বক্তব্যের শেষে দলের কর্মীদের আশার বাণী শুনিয়ে তিনি বলেন, ওআমি জানি আমি কী বিশ্বাস করি এবং আমি কী করতে চাই। আমার কাছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে (আই হ্যাভ আ প্ল্যান)। আমি আপনাদের সবার ওপর বিশ্বাস রাখি এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা এটি করতে পারব।

তিনি আরও বলেন যে, সময়ের সাথে সাথে তিনি ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন। লেবার পার্টিতে পুনরায় আস্থা ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।দায়িত্ব গ্রহণের পর বার্নহ্যাম পাঁচটি প্রধান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

১ওএক লেবার টিম গঠন: দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে দায়ী করে বার্নহ্যাম বলেন, দলাদলি লেবার পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একটি বিভক্ত দল কখনোই ব্রিটেনের নতুন ডানপন্থীদের হারাতে পারবে না। তাই তিনি ঐক্যবদ্ধ দল গঠনের ওপর জোর দেন।

২. নতুন ধারার রাজনীতি: বার্নহ্যাম দাবি করেন, জনগণ রাজনীতিতে পরিবর্তন চায়। মেকারফিল্ড উপ-নির্বাচনে তার সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি সততার সাথে কথা বলেছেন বলেই ভোটাররা তাকে গ্রহণ করেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, পরিবর্তনের জন্য এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।

৩. রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা সংস্কার: বার্নহ্যাম জানান, তিনি অন্য দলগুলোর সাথে মিলে কাজ করবেন, তবে লেবার পার্টি এখন থেকে অন্য কারো রাজনীতি ধার না করে বরংওসাহসের সাথে নিজস্ব নীতি নিয়ে এগিয়ে যাবে। ৪. পুরো যুক্তরাজ্যের নেতা হওয়া: তিনি কেবল নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের নয়, বরং উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এবং স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডসহ পুরো যুক্তরাজ্যের নেতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেশকে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ করার অঙ্গীকার করেন তিনি।

৫. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তিনি স্থানীয় এলাকাগুলোতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চান।

ভবিষ্যৎ নীতি ও মন্ত্রিসভা

বার্নহ্যামের নেতৃত্বে লেবার পার্টি নতুন কাউন্সিল হাউজ (সরকারি আবাসন) নির্মাণ, স্থানীয় হাই স্ট্রিটগুলোর পুনর্জাগরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির ওপর গুরুত্ব দেবে বলে আভাস পাওয়া গেছে। তবে তার শীর্ষ দলে বাওশ্যাডো ক্যাবিনেটে কারা থাকছেন, সে বিষয়ে তিনি এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি।

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকেই চ্যাম্পিয়ন

৬ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করেন তিনি। একই সঙ্গে জুড বেলিংহামেরও প্রশংসা করেন জুলিয়ানি। তার মতে, এই দুই তারকার পারফরম্যান্সই ইংল্যান্ডকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। সবশেষে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কোচের উচিত দলকে বিশ্বাস করানো যে, তারাই এবারের বিশ্বকাপ জয়ের সক্ষমতা রাখে। সূত্র: ডেইলি মেইল

ক্ষমতায় ফিরতে যেভাবে কট্টর

১৫ পৃষ্ঠার পর

আহমেদিনেজাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এর পরপরই সিআইএকে ইসরায়েলের বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ জানায়, আহমেদিনেজাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

যে মানুষ একসময় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়েছিলেন, যিনি নিয়মিত ইসরায়েলকে ধ্বংস করার প্রকাশ্য হুমকি দিতেন এবং হলোকাস্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন, সেই আহমেদিনেজাদকে ঘিরেই ইরানে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইসরায়েল। দুই দেশের বৈরী সম্পর্কের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ও নাটকীয় মোড় বোধহয় আর হতে পারে না।

মার্কিন কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, গত কয়েক বছরে ইসরায়েল গোপনে আহমেদিনেজাদের আবাসন ও ভ্রমণের জন্য অর্থ জুগিয়েছে। বুদাপেস্ট সফর ছাড়াও বিদেশে একাধিকবার তার সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন ইসরায়েলি গোয়েন্দারা।

চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা শুরু হয়। ওই সময় তেহরানে কড়া নজরদারির মধ্যে থাকা সাবেক এই নেতাকে সরিয়ে নেওয়ার এক দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে সেই দীর্ঘমেয়াদি চেষ্টা চূড়ান্ত রূপ পায়। ওই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে আহমেদিনেজাদকে ক্ষমতায় বসানো।

কিন্তু ওই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

২৮ ফেব্রুয়ারি আহমেদিনেজাদের বাসভবন চত্বরে ইসরায়েলি বিমান হামলা হয়। তার দেহরক্ষীদের ভবন ও তার বুলেটপ্রুফ গাড়িটিকে নিশানা করা হয়েছিল। চারজন শীর্ষ ইরানি কর্মকর্তা বলেন, হামলার পরপরই সেখানে একটি কালো পিউজো গাড়ি আসে। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আহমেদিনেজাদকে তুলে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ছাড়ে গাড়িটি।

এই অভিযান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তাদের দাবি, গাড়িটি চালাচ্ছিলেন মোসাদ এজেন্টরা। আহমেদিনেজাদকে তারা ইরানের ভেতরেই একটি গোপন সেফ হাউসে নিয়ে যান।

কিন্তু ওই বিশৃঙ্খল উদ্ধার অভিযান নিয়ে সাবেক এই ইরানি প্রেসিডেন্ট বিরক্ত ছিলেন বলে জানান ঘটনার বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা। তাকে ক্ষমতায় ফেরাতে ইসরায়েলের পরিকল্পনা নিয়ে আহমেদিনেজাদের মোহভঙ্গ হয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি ওই সেফ হাউস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। যদিও ঠিক কী পরিস্থিতিতে তিনি সেখান থেকে বের হন, তা আজও জানা যায়নি। এরপর থেকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি আহমেদিনেজাদকে। অবশেষে গত সোমবার নিহত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির জানাজায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাকে দেখা যায়।

বর্তমানে তিনি ঠিক কী অবস্থায় আছেন, তা এখনও অস্পষ্ট। তবে চারজন শীর্ষ ইরানি কর্মকর্তা বলেছেন, আহমেদিনেজাদ এখন ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) গোয়েন্দা শাখার হেফাজতে রয়েছেন। ইসরায়েলের সঙ্গে তার এই গোপন যোগাযোগের অনেক কিছুই এখন ইরান জেনে গেছে। সে কারণেই তাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।

তেহরান সরকারের পতন ঘটানোর বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ ছিল আহমেদিনেজাদকে ক্ষমতায় বসানোর এই পরিকল্পনা। তবে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি ইসরায়েলি কর্মকর্তারা। এ প্রচেষ্টার আরেকটি অংশ ছিল উত্তর ইরাকের ইরান-বিরোধী কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। পরিকল্পনা ছিল, তারা পশ্চিম ইরানে ঢুকে ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজধানী তেহরানের দিকে অগ্রসর হবে। সেই পরিকল্পনাও আলোর মুখ দেখেনি। নিউইয়র্ক টাইমসে আহমেদিনেজাদের এই ভূমিকার কথা প্রথম প্রকাশের পর গত মে মাসে পিবিএসে টক শো ফায়ারিং লাইনে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান তামির হেম্যান। তিনি বলেন, ইরানে সরকার পরিবর্তনের ওই পরিকল্পনায় পরপর কয়েকটি বিশেষ অভিযান চালানোর কথা ছিল, যা সম্পূর্ণ অভিনব। সেই অভিযানেরই একটা অংশ ছিলেন আহমেদিনেজাদ।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও মোসাদ কর্মকর্তারা সাড়া দেননি। আহমেদিনেজাদের মুখপাত্র আলি আকবর জাভানফেকরও কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ক্ষমতা ছাড়ার পর আহমেদিনেজাদের পরিবর্তন

২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইরানের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আহমেদিনেজাদ ছিলেন দেশটির সবচেয়ে বিখ্যাত কট্টরপন্থি রাজনীতিবিদ। ইসরায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার কথা বলতেন তিনি। তার আমলেই ইরান নতুন করে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি শুরু করে। এতে সন্দেহ তৈরি হয়, গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথে হাঁটছে তেহরান। ২০০৯ সালে তার পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে দেশে গড়ে ওঠা বিক্ষোভ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন তিনি। তার শাসনামলে অনেক ভিন্নমতাবলম্বীর ফাঁসি হয়েছিল, কারাদণ্ড হয়েছিল বহু বিরোধী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার পর ক্রমেই কট্টর অবস্থান থেকে সরে আসতে শুরু করেন আহমেদিনেজাদ। ইসরায়েল-বিরোধী কড়া বক্তব্য দেওয়া কমে আসে। নিজেকে মডারেট হিসেবে নতুন রূপে তুলে ধরতে চেষ্টা শুরু করেন। একের পর এক সাক্ষাৎকার দেন, ভাষণ দেন। সেখানে ইরানের পপ মিউজিক সংস্কৃতি নিয়ে নিজের মতামত জানান। এমনকি তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগেরও সমালোচনা করেন। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

পরিবর্তন আসে তার পোশাকেও। চিরচেনা ঢিলেঢালা খাকি উইন্ডব্রেকার পোশাক ছেড়ে টেইলরড স্যুট পরতে শুরু করেন। অগোছালো দাড়ি ছেঁটে পরিপাটি করে ফেলেন। সম্ভবত বোটক্স চিকিৎসাও করিয়েছেন। ইংরেজি শিখতেও শুরু করেন তিনি।

তেহরানে নিজের অফিসে প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেন তিনি। সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে পড়া অনেকে আসতেন তার সাহায্য চাইতে। কখনো কখনো আবেদনকারীদের ঋণ দিতে সুপারিশ করে বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়ে চিঠিও লিখতেন তিনি। পাশাপাশি চলত দেশজুড়ে নিয়মিত সফর। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম-সব জায়গায় গিয়ে দেখা করতেন সমর্থকদের সঙ্গে।

ইরান সরকারের সঙ্গে আহমেদিনেজাদের সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। শীর্ষ নেতারা তাকে একঘরে করে রেখেছিলেন, তার চলাফেরার ওপরও বিধিনিষেধ ছিল। তা সত্ত্বেও, সর্বোচ্চ নেতাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে উচ্চপর্যায়ের কাউন্সিল রয়েছে, সেখানে অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার জন্যও একটি আসন বরাদ্দ ছিল। ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে ওই কাউন্সিলের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন তিনি।

আহমেদিনেজাদের এই পরিবর্তনের পেছনে রাজনৈতিক সমীকরণ দেখেছিলেন ইরানের অনেকে। তাদের মতে, এটা ছিল নিজের পপুলিস্ট ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করার এবং শাসকগোষ্ঠীর থেকে নিজের দূরত্ব প্রমাণের চতুর কৌশল। তবে ইরানের শ্রমজীবীদের মধ্যে তার বড় সমর্থকগোষ্ঠী তখনো অটুট ছিল। আর তার উপদেষ্টারা নিশ্চিত ছিলেন, সাবেক এই প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য ছিল আবারও ক্ষমতায় ফেরা।

আহমেদিনেজাদের একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শীর্ষ উপদেষ্টা আবদুলরেজা দাভেরি টেলিফোন সাক্ষাৎকারে বলেন, টাকার জন্য আহমেদিনেজাদ এসব করবেন না। তার টাকা আছে, বিশাল অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক আছে। তিনি এসব করলে ক্ষমতার জন্যই করবেন। তিনি ক্ষমতার মসনদে বসতে চান। কয়েক বছর আগে আহমেদিনেজাদের সঙ্গে দাভেরির দূরত্ব তৈরি হয়।

আহমেদিনেজাদের ঘনিষ্ঠ বলয়ের একজন ব্যক্তি নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, বিদেশি শক্তির সহায়তায় ভবিষ্যতে ইরানের ক্ষমতায় বসার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ অনুচরকে জানিয়েছিলেন ইরানের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

ওই সহযোগী বলেন, তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন আহমেদিনেজাদ। বুঝতে পারেন, বর্তমান ব্যবস্থা বহাল থাকলে তার পক্ষে আর কোনোদিনই ক্ষমতায় ফেরা সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলে, আহমেদিনেজাদের আশঙ্কা ছিল, যুদ্ধ বা সরকার পরিবর্তন হলে আমেরিকা ও ইসরায়েল হয়তো দেশের বাইরে থাকা এমন কোনো বিরোধী নেতাকে বেছে নেবে, যার নিজের দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকবে না। আর তার জেরে চরম অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে ইরান। ঘনিষ্ঠ মহলে আহমেদিনেজাদ নিজেকে একজন সংস্কারক হিসেবে তুলে ধরতেন। বলতেন, রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের মতো ঐতিহাসিক ভূমিকা নিতে পারেন তিনি।

ওই সহযোগী আরও দাবি করেন, আহমেদিনেজাদ বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের অংশ হিসেবে ইরান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে এবং দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে।

আহমেদিনেজাদ ও ইরান সরকারের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়ার বিষয়টির ওপর চোখ রাখছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ওই সময়কার গোয়েন্দা মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত দুই ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ খামেনি ও অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের প্রতি আহমেদিনেজাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের ওপর ইসরায়েলের নজর পড়েছিল। ওই নেতারা তাকে ফের প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন।

বিদেশি হস্তক্ষেপ থেকে ইরানকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করে আইআরজিসির গোয়েন্দা শাখা আল কুদস ফোর্স। ২০১৭ সাল থেকেই আহমেদিনেজাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সংস্থাটির সন্দেহ হতে শুরু করে। আইআরজিসির দুই সদস্য ও সংশ্লিষ্ট একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, ২০১৭ সালে আহমাদিনেজাদ যখন ট্রাম্প এবং পরে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে প্রকাশ্যে চিঠি পাঠাতে শুরু করেন, তখন থেকে সেই সন্দেহ আরও বাড়ে। ট্রাম্প এই দুই নেতারই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ওই চার কর্মকর্তার তথ্যমতে, চলতি বছর ইসরায়েলি হামলার সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগে প্রথমে আইআরজিসির নজরদারি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন আহমেদিনেজাদ। তারপরই ইসরায়েলের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগের সুতো মেলাতে তদন্তে নামে ইরানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

বিদেশে গোপন বৈঠক

ইসরায়েলি এজেন্টরা ঠিক কবে প্রথম আহমেদিনেজাদকে দলে টানার চেষ্টা করেছিল, তা স্পষ্ট নয়। তবে ইরানি কর্মকর্তারা বলছেন, ২০২৩ সালে অন্তত কিছুটা প্রাথমিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। সে বছর পরিবেশ বিষয়ক এক সম্মেলনে যোগ দিতে গুয়েতেমালা সফরে গিয়েছিলেন আহমেদিনেজাদ। গুয়েতেমালা সরকারই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় ইসরায়েলের সঙ্গে গুয়েতেমালার কূটনৈতিক সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ।

তেহরান বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাহিনী আহমেদিনেজাদকে বোর্ডিং পাস দিয়ে দেশ ছাড়তে দিতে রাজি না হওয়ায় তার ওই সফর প্রায় বাতিল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

এর প্রতিবাদে আহমেদিনেজাদ বিমানবন্দরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। ব্যাপারটা প্রকাশ্য তামাশায় পরিণত হয়। সাধারণ ইরানি যাত্রী, এমনকি বিমানবন্দর ও এয়ারলাইন্সের কর্মীদের সঙ্গে ছবি তুলতে শুরু করেন তিনি। সেসব ছবি ও খবরের সর্বশেষ আপডেট সমানে পোস্ট হতে থাকে তার সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলোতে।

অবশেষে ইরানি কর্তৃপক্ষ আহমেদিনেজাদকে বিমানে ওঠার এবং ওই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেয়।

ওই সফরের একটি ভিডিওতে আহমেদিনেজাদকে বলতে শোনা যায়, কিছু মানুষ আমাকে গুয়েতেমালা সফরে যেতে নিষেধ করেছিল। আমি তাদের বলেছি, ওখানকার পরিবেশমন্ত্রী আমার ভাইয়ের মতো, তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি লাতিন আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ।

এর পরের বছর লুডোভিকা ইউনিভার্সিটির সম্মেলনে যোগ দিতে প্রথমবারের মতো হাঙ্গেরি যান তিনি। বুদাপেস্টে ডেভিড বার্নিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন। বার্নিয়া গত মাস পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর মোসাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তৎকালীন কট্টর ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের নেতৃত্বাধীন হাঙ্গেরির সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক ইউরোপের যেকোনো দেশের চেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল। অরবান ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিয়মিত একে অপরের দেশে সফর করতেন। ২০২৫ সালের এপ্রিলে নেতানিয়াহু লুডোভিকা ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দিয়েছেন।

এর দুই মাস পরে, ইরানে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে, আবারও বুদাপেস্টে যান আহমেদিনেজাদ। আসলে এই সফরের আড়ালে ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েছিলেন তিনি।

বিদেশ সফরে সবসময় আহমেদিনেজাদের সঙ্গী হতেন আইআরজিসির আনসার ইউনিটের দেহরক্ষীরা। তাদের রিপোর্ট বলছে, ২০২৫ সালের জুনের ওই সফরে অন্তত দুইবার নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘ বৈঠকের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ওই সফর নিয়ে দেওয়া এক প্রতিবেদনে দেহরক্ষীরা জানান, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়ে তারা আহমেদিনেজাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন তিনি। আইআরজিসির দুই সদস্য ও একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিউইয়র্ক টাইমসকে এসব তথ্য জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সম্মেলনে ইংরেজিতে ভাষণ দেন ইরানের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। তবে সেদিন ভাষণের শুরুতে কোরআনের আয়াত পাঠ করার চিরাচরিত নিয়ম ঝেড়ে ফেলে উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ওই সফরের ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরা আহমেদিনেজাদ অংশীদারিত্বমূলক মানবতন্ত্র ও পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছেন। কীভাবে নতুন বিশ্বের উত্থান ঘটতে পারে, তা নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর গত মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আহমেদিনেজাদকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে তিনি কেবল একজন স্ট্রোম্যান, অর্থাৎ পুতুল-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে তেহরানের বাড়ি থেকে কালো পিউজো গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে গত সপ্তাহ পর্যন্ত একবারও জনসমক্ষে দেখা যায়নি আহমেদিনেজাদকে।

অবশেষে গত সোমবার আয়াতুল্লাহ খামেনির জানাজার মিছিলে তার ঝটিকা উপস্থিতি দেখা যায়। মিছিলের ভিডিওতে দেখা যায়, ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের হাঁসফাঁস করা গরমেও ভারী জ্যাকেট ও সার্জিক্যাল মাস্ক পরে আছেন আহমেদিনেজাদ। ইরানের অন্য দুই জীবিত সাবেক প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ও মোহাম্মদ খাতামিকে ওই মিছিলে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি; জানাজার কোনো অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিতও ছিলেন না।

আহমেদিনেজাদ ওই মিছিলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারও সঙ্গে কথা বলেননি। চারপাশ থেকে তাকে যারা ঘিরে রেখেছিলেন, তাদের দেখে নিরাপত্তারক্ষী মনে হচ্ছিল।

‘পাবলিক পার্টনারশিপস’ ইস্যুতে

৫ পৃষ্ঠার পর

একটি ষড়যন্ত্র এবং ‘প্রহসনমূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার’ (sham bid process) ফল।

নিউ ইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগের ওই কর্মকর্তা এবং ‘পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসি’ (Public Partnerships LLC)

-জর্জিয়া-ভিত্তিক যে কোম্পানিটি নিউ ইয়র্কের বিশাল ‘কনজিউমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম’ তদারকির চুক্তি পেয়েছিল। তাদের আইনজীবীরা এই সপ্তাহে ফেডারেল আদালতে লিখিত আবেদন (letter motions) জমা দিয়েছেন।

এতে দাবি করা হয়েছে যে, বিচার বিভাগের অভিযোগগুলোর সপক্ষে কোনো আইনি বা বাস্তব ভিত্তি নেই এবং এই মামলার কারণে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (sanctions) নেওয়া উচিত।

গত মাসে ব্রুকলিনের ইউ.এস. ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দায়ের করা এই ফেডারেল মামলায় চুক্তিটি বাতিলের জন্য আদালতের নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই চুক্তিটি ছিল স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্রের শামিল। মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই চুক্তির ফলে ফেডারেল তহবিল থেকে বেআইনিভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। মামলাটি খারিজ করার আবেদন জানিয়ে অ্যাটর্নিস ফর পাবলিক পার্টনারশিপস তাদের চিঠিতে বিচার বিভাগের মামলাটিকে “ফেডারেল সরকারের চরম ক্ষমতার অপব্যবহার” হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তারা লিখেছে, “রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে আইনগত লড়াই ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এই (ট্রাম্প) প্রশাসন নিউইয়র্ক এবং তার চুক্তিভিত্তিক অংশীদার পিপিএল-এর বিরুদ্ধে

বিচার বিভাগকে ব্যবহার করছে, কারণ তারা এমন একটি বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যার বিরোধিতা করেছিল প্রশাসনের রাজনৈতিক মিত্ররা।” “নিউ ইয়র্ক স্টেট প্রশাসন দাবি করে যে তারা স্টেটের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে জালিয়াতি, অপচয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন।

যদি তা সত্যি হতো, তাহলে নিউইয়র্ক এবং পিপিএল যা অর্জন করেছে-করদাতাদের ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাশ্রয়-তার জন্য বিচার বিভাগ সাধুবাদ জানাতো।”

এই সপ্তাহে বিচারককে লেখা তাদের চার পৃষ্ঠার চিঠিতে তারা আরও যোগ করেছে যে, এই মামলাটি “প্রমাণ করে যে, সত্যের চেয়ে রাজনৈতিক আক্রমণ এবং প্রতিশোধ গ্রহণ এখন বিচার বিভাগের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নিউইয়র্ক হারবার থেকে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার টাওয়ার; দাবানলের ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে চারপাশ। ১৬ জুলাই, ২০২৬। ছবি: রয়টার্স

দাবানলের ‘নোংরা’ ধোঁয়া আসার অভিযোগে কানাডার ওপর নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

৫ পৃষ্ঠার পর

বানানোর জন্য ট্রাম্পের সেই পুরোনো দাবিটি আবার নতুন করে সামনে এনেছেন। ট্রাম্পের এই মন্তব্য কানাডিয়ানদের গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। এর প্রতিবাদে অনেক কানাডিয়ান নাগরিক ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করা বন্ধ করে দিয়েছেন। অনেকে অন্টারিও ও মিশিগানের মধ্যে সংযোগকারী কানাডার অর্থায়নে নির্মিত গর্ডি হাও ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজ উদ্বোধনে বিলম্বের প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী কার্নি এর আগে উল্লেখ করেছিলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা উভয় দেশের দায়িত্ব। ট্রাম্পের মন্তব্যের পর কার্নির জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী এলিনর ওলসজেউস্কি এক বিবৃতিতে জানান, দুই দেশ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় একসাথে কাজ করার তাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তিনি ১৯৮২ সালের পারস্পরিক অগ্নিনির্বাপণ চুক্তি এবং ২০২৫ সালের জি-৭ সম্মেলনের একটি সহায়তা চুক্তির কথা উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, কানাডা দাবানল রোধে কাজ করছে এবং বন রক্ষা ও অগ্নিনির্বাপণে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। তিনি যোগ করেন, এটি এমন এক চ্যালেঞ্জ যার কোনো সীমানা নেই। মানুষকে নিরাপদ রাখতে কানাডা দ্রুত ও সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

গত এক বছরে বাণিজ্য নিয়ে বিরোধের জেরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গত বছর কানাডার ওপর শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। অথচ দেশটির সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা চালু ছিল। দুই দেশ এখনো কোনো চূড়ান্ত বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি।

দাবানলের উৎস ও প্রভাব

কানাডার ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার ইনফরমেশন সিস্টেম অনুযায়ী, দাবানলে এরই মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর জমি ধ্বংস হয়েছে। ধোঁয়ার একটি ঘন চাদর মিনেসোটা, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, ওহাইও এবং নিউইয়র্কসহ বেশ কিছু যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ বায়ুমানের সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যার ফলে প্রচুর আউটডোর অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয়েছে।

সুইস বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ার জানিয়েছে, ১৭ জুলাই শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের শহর ডেট্রয়েটের বায়ুর মান ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। এরপরই ছিল শিকাগো ও ওয়াশিংটন ডিসি। নিউইয়র্ক ছিল সপ্তম স্থানে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতা জন জেমস, জন মুলেনার, জ্যাক বার্গম্যান এবং লিসা ম্যাকক্লেইন কানাডীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা এক খোলা চিঠিতে বলেছেন, তাদের ধৈর্য ফুরিয়ে এসেছে। তারা বলেন, আমরা কাজের বদলে ক্ষমা গ্রহণ করতে করতে ক্লান্ত। তারা সতর্ক করে বলেন, কানাডা ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সীমান্ত পারের দাবানল নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাদের মতে, কানাডার নিষ্ক্রিয়তার মূল্য বছরের পর বছর ধরে আমেরিকানদের ফুসফুস দিচ্ছে।

তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন বিষয়টি আরও জটিল। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. প্যাট্রিক জেমস বলেন,আবহাওয়া আন্তর্জাতিক সীমান্তের তোয়াক্কা করে না। ধোঁয়া একবার বায়ুমণ্ডলে পৌঁছালে বাতাসের গতি অনুযায়ী ভ্রমণ করে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের দাবানলের ধোঁয়াও অনেক সময় কানাডাকে প্রভাবিত করে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে অনেক আগুন জ্বলছে দুর্গম অঞ্চলে, যা খুব বড় হওয়ার আগে শনাক্ত করা কঠিন।

উন্নত বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছু কিছু এলাকায়-বিশেষ করে জনবসতির কাছাকাছি অঞ্চলে দাবানলের ঝুঁকি হয়তো কমানো সম্ভব। তবে এত বড় একটি প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে দাবানল পুরোপুরি ঠেকানো এর পক্ষে অসম্ভব।

কানাডায় দাবানল একটি নিয়মিত ঘটনা হলেও, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এর প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিশেষজ্ঞরা একমত যে জুনের শেষদিকে উত্তর অন্টারিওজুড়ে টানা তীব্র গরম এবং স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন, দাবানলের তীব্রতা বাড়ার পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনও আংশিকভাবে দায়ী। এর ফলে আবহাওয়া দিন দিন আরও উত্তপ্ত ও শুষ্ক হয়ে উঠছে, যা আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে। এছাড়া কিছু কিছু বনে বজ্রপাতের ফলেও আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলুর ড. আনাবেলা বোনাডা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। কানাডা একাই এই দাবানল সৃষ্টি করেছে বা একাই এটি পুরোপুরি ঠেকিয়ে দেবে-এমনটা বলা ভুল হবে।

কানাডার পাল্টা যুক্তি

অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডাগ ফোর্ড ১৭ জুলাই শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের জবাব দিয়ে বলেন, কানাডা ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল এবং নর্থ ক্যারোলাইনার হারিকেন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, অভিযোগ না করে আপনাদের উচিত সহায়তা পাঠানো, কারণ আমরাও আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের জন্য ঠিক একই কাজ করেছি। তিনি জানান, ডেমোক্র্যাট শাসিত মিশিগান এবং ম্যাসাচুসেটস এরই মধ্যে অগ্নিনির্বাপক বিমান ও উদ্ধারকারী দল পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

মার্ক কার্নি অন্টারিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সবার দায়িত্ব-সত্যিই সবার-যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও অন্তর্ভুক্ত। ডাগ ফোর্ড জানান, তার সরকার ২০১৮ সাল থেকে দাবানল নিয়ন্ত্রণে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে এবং বর্তমানে ১৫০টির বেশি অগ্নিনির্বাপক দল ও ৮০টির বেশি বিমান কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমতো সব সম্পদ ব্যবহার করছি।

আগুনের তীব্রতা

দাবানলের কারণে উত্তর অন্টারিওর অনেক বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নামায়গুসিসাগাগুন ফার্স্ট নেশনস-এর প্রধান হেলেন পাভোলা জানান, তাদের এলাকাটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতেও ৫৯টির বেশি আগুন সক্রিয় রয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

বৃহস্পতিবার ধোঁয়ার কারণে নিউইয়র্ক সিটির এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টি আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। একই অবস্থা ছিল ওয়াশিংটন ডিসির জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভগুলোরও। ধোঁয়ার বিরূপ প্রভাবে অসুস্থতা এড়াতে মানুষকে ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিছু বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ফ্লাইটের সময়সূচি বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আগামী ১৯ জুলাই রোববারের বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়েও উদ্বেগ তৈরি করেছে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ম্যাচটি দেখার জন্য ট্রাম্পের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। হোয়াইট হাউসের বিশ্বকাপ টাস্কফোর্সের প্রধান অ্যান্ড্রু জুলিয়ানী ফিফা কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন। তবে আবহাওয়াবিদরা আশা করছেন, সপ্তাহান্তে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

এদিকে, উত্তর অন্টারিওর গ্রামগুলো থেকে মানুষ নৌকাযোগে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। নামায়গুসিসাগাগুন ফার্স্ট নেশনস-এর ইনসিডেন্ট কমান্ডার ম্যাথিউ হোপ্পে বলেন, তাদের এলাকাটি পুরোপুরি মাটির সাথে মিশে গেছে। গত ১৩ জুলাই সোমবার বিকেলের সেই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, মানুষ ছোট নৌকায় করে সরে যেতে বাধ্য হয়। তবে কোনো মৃত্যু বা সরাসরি আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রিমিয়ার ডাগ ফোর্ড জানান, মোট ১০টি জনপদ খালি করতে হয়েছে। তিনি বলেন,কেউ প্রাণ হারায়নি-এটি একটি অলৌকিক ঘটনা।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

জালালাবাদ এসোসিয়েশন: ইতিহাস, ঐক্য ও বিশ্বজুড়ে সিলেটি পরিচয়

নজরুল ইসলাম মিন্টু: ইতিহাসে কিছু সংগঠনের জন্ম হয় সময়ের অনিবার্য দাবি থেকে। কোনো জনপদের মানুষ যখন ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক বাস্তবতায় ছড়িয়ে যায় নানা কেন্দ্রে, অথচ মনোজগতে ধরে রাখে অভিন্ন স্মৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের বন্ধন, তখন তাদের ঐক্যের জন্য প্রয়োজন হয় একটি আশ্রয়স্থল। বৃহত্তর সিলেটের মানুষের ইতিহাসে জালালাবাদ এসোসিয়েশন তেমনই এক প্রতিষ্ঠান। এটি শুধু একটি আঞ্চলিক সংগঠন নয়, এটি সিলেটি মানুষের আত্মপরিচয়, সামাজিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা, শিক্ষাবিস্তারের অঙ্গীকার এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা একটি জনগোষ্ঠীর আবেগের কেন্দ্র।

সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই নদীবিধৌত সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ, এই চার জেলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বৃহত্তর সিলেট শুধু ভৌগোলিক পরিচয়ের নাম নয়। এটি এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক। সুফি-সাধকদের স্মৃতিধন্য এই জনপদে বহু শতাব্দী ধরে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সংস্কৃতির মেলবন্ধন, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং প্রবাসমুখী অভিযাত্রার এক স্বতন্ত্র ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সিলেটের মানুষ নদী, পাহাড়, হাওর, চা-বাগান ও প্রবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে যেমন আলাদা এক জীবনবোধ নির্মাণ করেছে, তেমনি রাজনৈতিক অধিকার, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নেও বারবার সংগঠিত হয়েছে।

বৃহত্তর সিলেটের সংগঠিত হওয়ার ইতিহাস এক দিনে শুরু হয়নি। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বাংলাভাষী সিলেট অঞ্চলকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নবগঠিত চিফ কমিশনারের শাসনাধীন আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে। বাংলার সঙ্গে ঐতিহাসিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত সিলেটের শিক্ষা, প্রশাসনিক সুযোগ, সংস্কৃতি ও নাগরিক অধিকারের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এর ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ, বঞ্চনাবোধ ও অধিকারচেতনার জন্ম হয়, তার ধারাবাহিকতায় প্রথমে গড়ে ওঠে সিলেট এসোসিয়েশন। পরবর্তীতে কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা, পেশাগত বিকাশ ও রাজনৈতিক সচেতনতার যুগে জন্ম নেয় শ্রীহট্ট সমিতি। আর ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও সিলেট গণভোটের পর নতুন বাস্তবতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় জালালাবাদ এসোসিয়েশন। এই তিনটি ধাপ মিলিয়েই বৃহত্তর সিলেটের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৮৭৭ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে সিলেট শহরে গড়ে ওঠে সিলেট এসোসিয়েশন। এটি ছিল বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রথম আধুনিক নাগরিক ও রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। তৎকালীন সময়ে সুনির্দিষ্ট কার্যালয় না থাকলেও সিলেট শহরের আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবীদের মিলনস্থল সিলেট ডিস্ট্রিক্ট বার এসোসিয়েশন এবং প্রখ্যাত নেতাদের চেম্বারই ছিল এই সংগঠনের কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র। সিলেটের নাগরিক স্বার্থ রক্ষা, শিক্ষা বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কর্মসংস্থানে সিলেটিদের অধিকার আদায় এবং সিলেটকে পুনরায় বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার দাবিতে সংগঠনটি স্মারকলিপি প্রদান ও আইনি লড়াই চালিয়ে যায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিপিন চন্দ্র পাল, প্রখ্যাত আইনজীবী কামিনী কুমার চন্দ, সমাজসংস্কারক রায় বাহাদুর দুলাল চন্দ্র দেব এবং মুরারিচাঁদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার রাজা গিরিশচন্দ্র রায় এই আন্দোলনধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ সিলেটি সমাজে নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত শক্ত করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সিলেটি সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা। উচ্চশিক্ষা, সরকারি চাকরি, পেশাগত সুযোগ এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সিলেটের অসংখ্য শিক্ষার্থী, আইনজীবী, চিকিৎসক, চাকরিজীবী ও বুদ্ধিজীবী সেখানে পাড়ি জমান। কলকাতায় অবস্থানরত এই সিলেটি জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক যোগাযোগ, আবাসন, শিক্ষাসহায়তা এবং নিজ অঞ্চলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনমত গঠনের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে শ্রীহট্ট সমিতি। 'শ্রীহট্ট' সিলেটের প্রাচীন নাম। সেই নামের মধ্যেই সংগঠনটি ধারণ করেছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সেতুবন্ধন। কলকাতার বিভিন্ন ছাত্রাবাস, মেস এবং পরবর্তীতে একটি সুনির্দিষ্ট লিয়াজোঁ অফিসের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ড. সুন্দরী মোহন দাস ছিলেন এই ধারার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। গবেষক ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শিক্ষাবিদ সৈয়দ মর্তুজা আলী এবং রম্যসাহিত্যের দিকপাল সৈয়দ মুজতবা আলীও ছাত্রজীবন ও পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

২০১৭ সালে নিউইয়র্কে দুদিনব্যাপী বিশ্ব সিলেট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

২০১৮ সালের ১ ও ২ সেপ্টেম্বর টরন্টোতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব টরন্টোর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সিলেট সম্মেলন।

১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের একটি বৃহৎ অংশ আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে সিলেটি সমাজের প্রশাসনিক ও পেশাগত কেন্দ্র কলকাতা থেকে সরে এসে ঢাকায় স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। কিন্তু নতুন রাজধানী ঢাকায় সিলেটিদের অবস্থান তখনও বিচ্ছিন্ন। কে কোথায় আছেন, কার কী প্রয়োজন, কে সরকারি চাকরিতে, কে আইন পেশায়, কে ব্যবসায়, এসব জানার কোনো সংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না। কারণ এর আগে সিলেটের ঐতিহাসিক যোগাযোগ ছিল কলকাতা, শিলং ও দিল্লির সঙ্গে। ঢাকার সঙ্গে সেই সময় যোগাযোগ ছিল তুলনামূলকভাবে কম। এই বাস্তবতা থেকেই ঢাকায় সিলেটি মানুষের জন্য একটি স্থায়ী সামাজিক প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকে সিলেটিদের সংগঠন গঠনের উদ্যোগকে পাকিস্তান সরকার খুব উৎসাহের চোখে দেখেনি। সিলেটিদের নিয়ে সরকারি মহলে এক ধরনের সতর্কতা কাজ করছিল। এর পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, পাকিস্তানের প্রাথমিক মানচিত্রে সিলেট অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, সিলেটিরা গণভোটের মাধ্যমে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার তিন দিন পর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যদিকে সিলেটিদের মধ্যে ঐক্য, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক শক্তি ছিল প্রবল। ফলে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সিলেটিদের সংগঠিত তৎপরতাকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং তাদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখে।

এ আলোকে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় সিলেটিদের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জালালাবাদ এসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন মরহুম খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মরহুম এম এস লস্কর। কথিত আছে, সংগঠনের নামকরণে সংগঠকরা কৌশল অবলম্বন করে 'সিলেট' শব্দটি এড়িয়ে যান। এতে একদিকে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে সিলেটিদের নিয়ে যে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা ছিল, তা প্রশমিত করার চেষ্টা করা হয়; অন্যদিকে এই নামকরণে ছিল গভীর ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকায় বসবাসরত সিলেটিদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। রাজধানীতে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও সমাজের বিশিষ্টজনদের সহযোগিতায় সংগঠনটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অন্যতম পুরোধা বিচারপতি আমিন আহমেদ, প্রখ্যাত দার্শনিক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফসহ বহু গুণীজন এই সংগঠনের পথচলায় অবদান রেখেছেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় অগ্রযাত্রার সঙ্গে সমন্বয় রেখে সিলেট বিভাগের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখা। সময়ের সঙ্গে সংগঠনটির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে শিক্ষা, সামাজিক সহযোগিতা, সংস্কৃতি, ত্রাণ, দুর্যোগ সহায়তা, মেধাবৃত্তি, প্রশিক্ষণ এবং প্রবাসী সিলেটিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে। সিলেট বিভাগের চার জেলার উন্নয়নচিন্তা এবং ঢাকায় বসবাসরত সিলেটিদের ঐক্য রক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হলো জালালাবাদ ভবন। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে সংগঠনটির নিজস্ব ১২ তলা ভবন রয়েছে। একটি আঞ্চলিক সামাজিক সংগঠনের জন্য এমন স্থায়ী অবকাঠামো শুধু সংগঠনের সক্ষমতার পরিচয় নয়, এটি সিলেটি সমাজের ঐক্য, দূরদর্শিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যেরও প্রতীক।

সময়ের সঙ্গে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভাবনা ঢাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৈশ্বিক পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে। সিলেটের বিপুল জনগোষ্ঠী যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। ফলে জালালাবাদ আজ কেবল ঢাকার সংগঠন নয়, এটি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিলেটি মানুষের আবেগ, পরিচয় ও সামাজিক সংযোগের একটি বৃহৎ নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরন্টোসহ বিভিন্ন শহরে জালালাবাদ নামের সংগঠন ও সম্মিলনী প্রবাসে বাংলা ভাষা, সিলেটি সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ঐতিহ্য ধরে রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন সিরাজ উদ্দিন আহমেদ এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদক এম এম শাহীন।

কানাডায় বসবাসরত সিলেটিদের সংগঠিত হওয়ার ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। পারস্পরিক যোগাযোগ, আবাসন, চাকরি, নবাগতদের ইমিগ্রেশন সহায়তা এবং সামাজিক সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশন অব টরন্টো নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। টরন্টোর ল্যান্সডাউনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এডভোকেট নজমুল হক চৌধুরীকে নবগঠিত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে নিবন্ধিত হয় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব টরন্টো। আজ প্রায় আট হাজার সদস্যের বিশাল পরিবার নিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব টরন্টো কানাডার বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে এটি একটি নিবন্ধিত চ্যারিটি সংগঠন হিসেবেও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

চল্লিশের দশকের দিক থেকেই বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন রক্ষার প্রয়াসে 'সিলেট কনভেনশন' নামে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও সম্মেলনের একটি ধারা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে দক্ষিণ কলকাতা সিলেট সমিতি 'শিকড়ের সন্ধানে' ধারণা নিয়ে কলকাতায় সিলেট ফেস্টিভ্যালের কার্যক্রম শুরু করে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সিলেট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে ২০১৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সিলেট উৎসবের আয়োজন করে।

বিশ্বজুড়ে সিলেটিদের সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের সবচেয়ে দৃশ্যমান মঞ্চগুলোর একটি হলো বিশ্ব সিলেট সম্মেলন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ভারত ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসরত সিলেটিদের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন ক্রমে এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সিলেটি ভাষা, খাদ্যসংস্কৃতি, ধামাইল, মণিপুরী নৃত্য, সংগীত, নাটক, সাহিত্য,

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

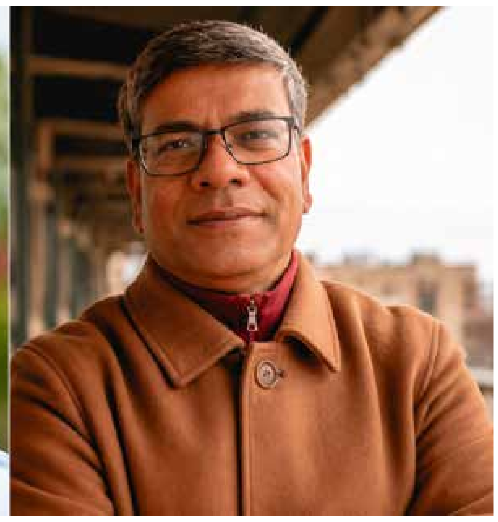

নিউ ইয়র্কে স্টেট এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এর ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে

মাত্র ৭ ভোটে হেরে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর বার্নি সান্ডার্স সমর্থিত প্রার্থী শামসুল হক

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে স্টেট এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩০ (কুইন্সের) ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মাত্র ৭ ভোটে হেরে গেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী শামসুল হক (ছবিতে ডানে)।

দীর্ঘ পুন:র্গণনার পর মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট লিডার এবং সাবেক কংগ্রেসম্যান জো ক্রাউলির ভাতিজা প্যাট্রিক মার্টিনেজ।

গত ১৪ জুলাই মঙ্গলবার ও ১৫ জুলাই বুধবার অনুষ্ঠিত স্বয়ংক্রিয় পুন:র্গণন শেষে মার্টিনেজ ২,৭৮৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রগতিশীল নেতা ও নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা ও যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর বার্নি সান্ডার্স সমর্থিত প্রার্থী শামসুল হক পেয়েছেন ২,৭৭৭ ভোট। অপর প্রার্থী নেপালি কমিউনিটি সংগঠক সমনাথ ঘিমিরে পেয়েছেন ৭১৮ ভোট।

শামসুল হকের প্রচারণা দলের আইনজীবী আলী নাজমি গণমাধ্যমকে জানান, দুটি ব্যালট নিয়ে তাদের আপত্তি থাকলেও তা নির্বাচনের ফল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়।

নিউ ইয়র্ক সিটির নির্বাচন বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রত্যয়নের পর বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে বিজয়ের ফলে মার্টিনেজ আগামীনভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ব্র্যান্ডন কাস্ত্রোর মুখোমুখি হবেন।

উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী বর্তমান এসেম্বলিমেন স্টিভেন রাগার স্থলাভিষিক্ত হবেন, যিনি সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

বিজয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্টিনেজ বলেন, প্রতিটি ভোটের সুষ্ঠু গণনার পর ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এর ডেমোক্রেটিক মনোনয়ন পেয়ে আমি সম্মানিত ও কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী শামসুল হক ও সমনাথ ঘিমিরের প্রশংসা করে বলেন, তারা ইতিবাচক ও জনগণের কল্যাণে প্রচারণা চালিয়েছেন, যা প্রতিযোগিতাকে আরও অর্থবহ করেছে।

মার্টিনেজ অবশ্য কুইন্স কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থন পেয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অবসরপ্রাপ্ত কংগ্রেসওম্যান নিডিয়া ভেলাজকেজের সমর্থনও ছিল তার পক্ষে।

অন্যদিকে শামসুল হক সমর্থক ওস্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এটি আমার প্রত্যাশিত ফল নয়, তবে আমি এই প্রচারণা থেকে অসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যা হওয়ার, তাই হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে নির্বাচনের রাতে মার্টিনেজ মাত্র ১৩ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। এত কম ব্যবধানের কারণে নিউইয়র্ক স্টেট এর আইন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় পুনর্গণনা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২ সালের পর কুইন্সে এটিই ছিল সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি স্টেট এসেম্বলির নির্বাচন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন: ইতিহাস, ঐক্য ও বিশ্বজুড়ে

৪৯ পৃষ্ঠার পর

ঐতিহ্যবাহী পোশাক, রন্ধনশৈলী এবং সিলেটের উন্নয়ন ভাবনা এখানে একত্রে উপস্থাপিত হয়। এর মূল লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিলেটিদের একত্রিত করা এবং নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

২০১৭ সালে নিউইয়র্কে দুদিনব্যাপী বিশ্ব সিলেট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এ সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সিলেটের কৃতী সন্তান স্যার ফজলে হাসান আবেদ। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়া থেকে বিপুলসংখ্যক সিলেটি সপরিবারে অংশ নেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

২০১৮ সালের ১ ও ২ সেপ্টেম্বর টরন্টোতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব টরন্টোর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সিলেট সম্মেলন। বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সিলেটের কৃতী সন্তানেরা এতে যোগ দেন। এই সম্মেলন কানাডায় বসবাসরত সিলেটিদের জন্য শুধু সাংস্কৃতিক মিলনমেলা ছিল না, এটি ছিল প্রবাসে সিলেটি পরিচয়কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার এক বড় আয়োজন। টরন্টো সম্মেলনের কনভেনর ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী।

২০১৯ সালে কলকাতায় তিন দিনের ওয়ার্ল্ড সিলেট ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ এবং প্রবাসী সিলেটিদের অংশগ্রহণে এই আয়োজন সিলেটের সীমান্ত অতিক্রমী ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে নতুনভাবে সামনে নিয়ে আসে।

এর বাইরে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিলেট উৎসবও বৃহত্তর সিলেটি ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়েছে। আসামের শিলচরেও নিয়মিত সিলেট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আসামের বিভিন্ন প্রান্ত, আশপাশের রাজ্য, ভারতের বিভিন্ন শহর এবং বাংলাদেশ থেকেও সিলেটিরা অংশ নিয়ে থাকেন।

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে সাত দিনব্যাপী ভার্চুয়ালি বিশ্ব সিলেট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ আন্তর্জালিক মিলনমেলায় বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উন্নয়ন পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে শিকড়ের সম্পর্ক এবং প্রবাসীদের সিলেটের উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করার নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিলেটিদের এই ভার্চুয়াল সম্মেলন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল 'দেশে বিদেশে'র প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত হয়। বিশ্ব সিলেট ২০২১ সম্মেলনের কনভেনর ছিলেন ডক্টর আহমেদ মুশতাকুর রাজা চৌধুরী।

এসব আয়োজন প্রমাণ করে, সিলেটের ইতিহাস কোনো একক রাষ্ট্রসীমায় আবদ্ধ নয়। এটি বাংলা, আসাম, কলকাতা, ঢাকা, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও টরন্টোকে ছুঁয়ে থাকা এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক মানচিত্র।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ইতিহাস তাই শুধু একটি সংগঠনের ইতিহাস নয়। এটি ব্রিটিশ আমলের অধিকার আন্দোলন, কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, সিলেট গণভোটের রাজনৈতিক তাৎপর্য, দেশভাগ পরবর্তী ঢাকাকেন্দ্রিক সামাজিক পুনর্গঠন এবং প্রবাসে সিলেটি পরিচয়ের বিশ্বায়নের ধারাবাহিক ইতিহাস।

বি. দ্র.: এই প্রতিবেদনটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণার কাজে সহায়ক হবে বলে আশা করি। তাই তথ্য যাচাই, নামের শুদ্ধতা এবং ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো তথ্যগত অসংগতি কারও চোখে পড়লে তা জানিয়ে সহযোগিতা করার বিনীত অনুরোধ রইল। নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও দেশেবিদেশে টিভির নির্বাহী পরিচালক।

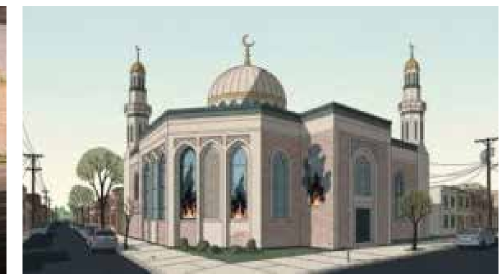

ফিলাডেলফিয়ার টাইসন মসজিদে অগ্নিসংযোগ ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: ফিলাডেলফিয়ার নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়া ইসলামিক সেন্টার (টাইসন মসজিদ)-এ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ভিনসেন্ট ল্যাং (৬০) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ফেডারেল তদন্ত সংস্থা (অঞ্ঝ) জানায়, গত ৫ জুলাই মুখোশধারী এক ব্যক্তি দাহ্য বস্তু মসজিদের ভেতরে নিক্ষেপ করে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় কেউ আহত না হলেও মসজিদের ভবনের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়। এক পথচারীর তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধির কারণে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তদন্তে অভিযুক্তের মোবাইল ফোনের অবস্থান, নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ, গাড়িতে থাকা ইসলামবিদ্বেষী লেখা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা উসকানিমূলক মন্তব্যসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলামত পাওয়া গেছে। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামবিদ্বেষী ও বর্ণবাদী বক্তব্য প্রচার করতেন এবং মসজিদে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছিলেন।

অঞ্ঝ-এর ফিলাডেলফিয়া ফিল্ড ডিভিশনের বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ এরিক ডিগ্রি বলেন, "উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে অঞ্ঝ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে আমরা সব ধরনের সম্পদ ও সক্ষমতা কাজে লাগাচ্ছি।"

এদিকে, তদন্তে দ্রুত অগ্রগতি এবং অভিযুক্তকে শনাক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় অঞ্ঝ, ফিলাডেলফিয়া পুলিশ বিভাগ, ফিলাডেলফিয়া ফায়ার মার্শাল অফিস এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির নেতারা। তারা ঘৃণাজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ফিলাডেলফিয়ার থেকে মোহাম্মদ ইসলাম প্রেরিত

যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের গ্রিন কার্ড প্রদানে পাবলিক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) এক বিবৃতিতে জানায়, ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য হলো এমন নীতি পুনর্বহাল করা, যাতে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হতে আগ্রহীরা নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন।

'পাবলিক চার্জ' কী?

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনে 'পাবলিক চার্জ' ধারণাটি দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে প্রধানত সরকারি আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

গ্রিন কার্ড, অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস এবং কিছু অভিবাসী ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ন প্রযোজ্য হতে পারে।

তবে আইন অনুযায়ী, শরণার্থী (Refugees), আশ্রয়প্রার্থী (Asylum Applicants) এবং কিছু মানবিক ক্যাটাগরির আবেদনকারী এই 'পাবলিক চার্জ' বিধানের বাইরে থাকেন।

কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে?

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অভিবাসন কর্মকর্তারা আবেদনকারীর

-আয়, সম্পদ ও আর্থিক সক্ষমতা,
- চাকরির ইতিহাস,
- শিক্ষা ও দক্ষতা,
- স্বাস্থ্যগত অবস্থা,
- পারিবারিক পরিস্থিতি এবং
- ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা

এসব বিষয় মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন।

সরকারি সুবিধা নিলেই কি গ্রিন কার্ড বাতিল হবে?

না। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, কোনো একটি সরকারি সুবিধা গ্রহণ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রিন কার্ড আবেদন বাতিল হবে-এমন কোনো বিধান নতুন নিয়মে নেই। বরং প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নতুন ফরম ব্যবহার বাধ্যতামূলক

USCIS আরো জানিয়েছে, Form I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status)–এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে শুধুমাত্র নতুন সংস্করণের ফরম গ্রহণ করা হবে। ওই তারিখের পর পুরোনো সংস্করণের ফরম গ্রহণ করা হবে না।

বিতর্কও রয়েছে

নীতিটির সমর্থকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়া উচিত এবং করদাতাদের অর্থে পরিচালিত সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো প্রয়োজন।

অন্যদিকে সমালোচকদের আশঙ্কা, এই নীতির কারণে অনেক অভিবাসী বা তাদের পরিবারের সদস্যরা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি বা আবাসন-সংক্রান্ত সরকারি সহায়তা নিতে অনীহা দেখাতে পারেন। তাদের মতে, এতে নিম্ন আয়ের আবেদনকারীরা তুলনামূলক বেশি প্রভাবিত হতে পারেন।

ডিসক্লেইমার: এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত সরকারি তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সংবাদসূত্রের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি কেবল সাধারণ তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত; এটি কোনো আইনি বা অভিবাসনসংক্রান্ত পরামর্শ নয়। অভিবাসন আইন ও নীতিমালা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে USCIS–এর সর্বশেষ নির্দেশনা এবং প্রয়োজনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইমিগ্রেশন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

আটলান্টিক সিটিতে কমিউনিটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক. নিরাপদ ও সহিংসতামুক্ত আটলান্টিক সিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিটি কাউন্সিল সহসভাপতি কলিম শাহবাজ এর উদ্যোগে গত মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় "কমিউনিটি ওয়াক ফর এ সেইফার আটলান্টিক সিটি"। বিকেল সাড়ে ৩টায় অল ওয়ার্স মেমোরিয়াল বিল্ডিং থেকে শুরু হওয়া এই পদযাত্রায় শহরের বাসিন্দা, তরুণ-তরুণী, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সংগঠন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ জার্সির অ্যাটর্নি জেনারেল জেন ড্যাভেনপোর্ট। এছাড়াও অংশ নেন আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র এবং স্থানীয় বিভিন্ন কমিউনিটি ও আইনশৃঙ্খলা সংস্থার প্রতিনিধিরা। বক্তারা বলেন, সহিংসতা প্রতিরোধ, জননিরাপত্তা জোরদার এবং কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থা বৃদ্ধি করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
এধরনের উদ্যোগ নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ আটলান্টিক সিটি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। - আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

ভুয়া বিয়ে থেকে ভিসা জালিয়াতি, অভিবাসন প্রতারণার

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বি. এডলোর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার সততা, স্বচ্ছতা ও সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করাকে বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
এরই অংশ হিসেবে পুরো অভিবাসন ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে এবং যেকোনো ধরনের অপব্যবহার রুখতে সাধারণ মানুষের তথ্য দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করেছে ইউএসসিআইএস। সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখন থেকে যে কেউ চাইলে তাদের বিশেষ অনলাইন টিপ ফর্মের (Online Tip Form) মাধ্যমে যেকোনো ধরনের অভিবাসন জালিয়াতির ঘটনা সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট বা অভিযোগ আকারে জমা দিতে পারবেন। এর ফলে খুব সহজেই জালিয়াতি চক্রকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে প্রশাসন।
ইউএসসিআইএস-এর এই নতুন অনলাইন ব্যবস্থার আওতায় এইচ-১বি (ঐ-১ই) ভিসা, এইচ-২বি (ঐ-২ই) ভিসা, ইবি-৫ (উই-৫) ইনভেস্টর ভিসা, রাজনৈতিক আশ্রয় (অংুষঁস), চুক্তিভিত্তিক ভুয়া বিয়ে এবং অন্যান্য সকল প্রকার ইমিগ্রেশন সুবিধার অপব্যবহার বা জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে। মার্কিন প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বৈধ উপায়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া সচল রাখা এবং জালিয়াতির মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা নেওয়া বন্ধ করতে এই অনলাইন টিপ ফর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মতবিনিময় সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী এমপি

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের অবদানও কম নয়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী ওবিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী এমপি বলেছেন, বিগতফাসিস্ট সরকারের পতন আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরাওআন্দোলন করেছেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদানও কম নয়।যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে ফিরে তিনি দলেরভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে কথা বলবেন।নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের সাথেমতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন।

গত ১৩ জুলাই, সোমবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীছাড়াও নিউইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশারপ্রবাসীরা অংশগ্রহণ করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারাযুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের দাবী এবং প্রবাসীদের সঙ্গে দেশের চলমানপরিস্থিতি, নোয়াখালীর উন্নয়ন, প্রবাসীদের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন।
পরে মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী উপস্থিত প্রবাসীদের মতামত, পরামর্শ ওপ্রত্যাশার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণভূমিকার কথা পালন করছেন। এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীতারেক রহমানের নেতৃত্বে সবাইকে মিলেই দেশ গড়তে হবে। তিনি সকলকেঐক্যবদ্ধভাবে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।
সভায় কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফসম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু ও গিয়াস আহমেদ সহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেকসহ সভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকমোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন. সাবেককোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, বিএনপি নেতা আব্দুসসবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, এবাদ চৌধুরী, আব্দুল খালেক, সালেহআহমেদ মানিক, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি

০৯ আগস্ট রবিবার জ্যাকসন হাইটসে নিউইয়র্কে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হবে ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’

পরিচয় ডেস্ক: বহুজাতিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আগামী ৯ আগস্ট নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউর উপর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’। এ উপলক্ষে ০৭ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুইন্সের উডসাইডে গুলশান টেরেসে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্যারেড এর আয়োজক বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের পক্ষে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর প্রধান নির্বাহী এম শাহ নেওয়াজ জানান,

আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে এই বর্ণাঢ্য প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং বহুজাতিক সমাজে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা। এসময় জনাব শাহ নেওয়াজ এর সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুন ভূঁইয়া, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শাকিল মিয়া, মো: আলম নমি, চিটাগাং এসোসিয়েশনের মাকসুদ এইচ চৌধুরী, নবগঠিত “সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড” নামক সংগঠনের পক্ষে শাহ শহীদুল হক।

১ম ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’এর কনভেনর এর দায়িত্ব পালন করবেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং চীফ কো-অর্ডিনেটর এর দায়িত্বে থাকবেন নবগঠিত “সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড” নামক সংগঠনের শাহ শহীদুল হক। সদস্য সচিব এর নাম পরবর্তীতে জানানো হবে ।

সংবাদ সম্মেলনে প্যারেড এর আয়োজক এবং সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, প্যারেডে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। বর্ণিল সাজসজ্জা, নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন কমিউনিটি নেতা, সংগঠক ও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগকে নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কের সব কমিউনিটির মানুষকে আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিতব্য সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেডে অংশ নিয়ে এই আয়োজনকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের জন্য বাধ্যতামূলক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, ভিসা আবেদন ফরমে গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।

সোমবার (১৩ জুলাই) দূতাবাস তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদনকারীদের ডিএস-১৬০ (উঝ-১৬০) আবেদন ফরমে গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইউজারনেম বা হ্যান্ডেল উল্লেখ করতে হবে।

দূতাবাসের ভাষ্য, আবেদনকারীরা আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেখানে দেওয়া সব তথ্য সঠিক, সম্পূর্ণ ও সত্য বলে প্রত্যয়ন করেন। তাই কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা বা ভুল তথ্য প্রদান করলে তা ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে।

এ ছাড়া এমন তথ্য গোপন বা মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কারণে ভবিষ্যতেও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

এ কারণে ভিসাপ্রত্যাশীদের আবেদনপত্র পূরণের সময় ব্যবহৃত সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য সতর্কতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি, এরশাদের ৭ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেছে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৪ জুলাই মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে (৭২ স্ট্রিট রুজভেল্ট এভিনিউ) বিপুল সংখ্যক নেতা, কর্মী ও মুসল্লীদের অংশ গ্রহনে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিল প্রারম্ভে বাংলাদেশের সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি, সুশাসক পল্লীবন্ধু মরহুম এইচ এম এরশাদের স্মৃতিচারণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ বারোভূঁইয়া, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সহ সভাপতি এস এম ইকবাল , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন।

দোয়া মাহফিলে দলীয় নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য গোলাম মোহাম্মদ কাদের, হবিগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির অন্যতম নেতা ও প্রাক্তন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ আবদাল, দপ্তর সম্পাদক শক্তি গুপ্তা , সমবায় সম্পাদক রুবেল আহমদ প্রমুখ।

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব মৌলানা সাদেক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের জন নন্দিত কাজের স্মৃতিচারণ করেন। বক্তারা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এর দীর্ঘায়ু এবং জাতীয় যুব সংহতি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি সভপতি আব্দুল কাদির লিপুর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন।

উপসি্হত সবাইকে তোবারক দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থান করতে হবে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

হবে। এই নিয়মটি দ্বৈত নাগরিকত্বধারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের (শিশুসহ) ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। দ্বৈত নাগরিকত্বধারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ESTA)-এর জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে তাদের অন্য দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারবেন না। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রায়শই দ্বৈত নাগরিকত্বধারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের উঝঞঅ-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করে থাকে। আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা জাতীয় পরিচয়ধারী হন এবং বিদেশে বসবাসরত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তবে অবশ্যই একটি বৈধ যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট সাথে রাখবেন। আপনার যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টের মেয়াদ যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে বা শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে, তবে ভ্রমণের আগেই তা নবায়ন করে নিন! সাধারণত, কোনো বিদেশি দেশে প্রবেশের তারিখ থেকে পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত আরও ছয় মাস থাকা আবশ্যক।

কাজের লোক আবশ্যক
নিউ ইয়র্ক সিটির উডহেভেনে (জিপ কোড ১১৪২১) একটি সাবওয়ে স্যান্ডউইচ রেস্টুরেন্টে সাবওয়ে স্যান্ডউইচ এ কাজের অভিজ্ঞতা, ও NyC Food Protection certificateavix স্যান্ডউইচ আর্টিস্ট। যোগাযোগ করতে পারেন
718-593- 0183 নম্বরে ।

নিউইয়র্কে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইইউ ও জি-৭৭-এর প্রতিনিধি দলের বৈঠকে

বাংলাদেশের মসৃণ ও টেকসই এলডিসি উত্তরণে সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে মসৃণ, টেকসই ও স্থিতিশীল উত্তরণ নিশ্চিতেইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং গ্রুপ অব ৭৭ অ্যান্ড চায়না (জি-৭৭) তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের প্রধান রাষ্ট্রদূত স্টাভরোস ল্যামব্রিনিডিস এবং জি-৭৭ অ্যান্ড চায়নার চেয়ার ও জাতিসংঘে উরুগুয়ের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত লরা দুপুই লাসেরের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে এ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বৈঠকে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি, অর্থনৈতিকসম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী, ফুটওয়্যার, লেদারগুডস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ -এর সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের অনুরোধের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চলমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, জ্বালানি খাতের চ্যালেঞ্জ এবং চলমান কাঠামোগত সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের স্বার্থে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন। তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আর্থিক খাত শক্তিশালীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথাও তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত প্রস্তুতিকাল সংস্কার কার্যক্রমকে সুসংহত করতে, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর করতে, শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণকে মসৃণ, টেকসই ও অপরিবর্তনীয় করতে সহায়ক হবে।

রাষ্ট্রদূত স্টাভরোস ল্যামব্রিনিডিস সুশাসন ও টেকসই উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বিষয়ে আলোচনা শুরুকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের মসৃণ এলডিসি উত্তরণে ইইউর অব্যাহত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি এ প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত লরা দুপুই লাসেরে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধির পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিকে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেন এবংসরকারের বাস্তবমুখী সংস্কার কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতি জি-৭৭-এর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ কৌশল বিষয়ে একটি বিশেষ ব্রিফিং আয়োজনের প্রস্তাব দেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।

বৈঠক শেষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জানান ইউরোপীয়ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মসৃণ, টেকসই ও স্থিতিশীল উত্তরণ নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অব্যাহতসমর্থনের আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরে এক ডলারের মুদ্রায় ট্রাম্পের ছবি, আইনি বিতর্ক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। গত বুধবার ১৫ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই শতক পূর্তি উদযাপনকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই বিশেষ মুদ্রার নকশা করা হয়েছে।

গত অক্টোবরে প্রকাশিত প্রাথমিক খসড়ায় ট্রাম্পের মুষ্টিবদ্ধ হাত এবং ফাইট, ফাইট, ফাইট স্লোগান থাকলেও, চূড়ান্ত নকশায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন এই মুদ্রার সামনের অংশে ট্রাম্পের ছবির পাশাপাশি লিবার্টি, ইন গড উই ট্রাস্ট এবং ১৭৭৬-২০২৬ লেখা থাকবে। অপরদিকে মুদ্রার পেছনের অংশে প্রেসিডেন্সিয়াল সিল থেকে নেওয়া একটি টাক মাথার ঈগলের (বল্ড ঈগল) ছবি ব্যবহার করা হবে।

নিজেকে মুদ্রায় দেখার এই উদ্যোগে ভীষণ আপ্লুত হয়েছেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ফক্স বিজনেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এমন সম্মান পেয়ে তিনি অভিভূত, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে জীবন্ত কারও ছবি মুদ্রায় স্থান পাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের এই পদক্ষেপ নিয়ে এরই মধ্যে আইনি বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

সমালোচকদের মতে, ১৮৬৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কারেন্সিতে কোনো জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি ব্যবহার করা বেআইনি। অবশ্য এই আইনটি কেবল ব্যুরো অব এনগ্রেভিং অ্যান্ড প্রিন্টিংয়ের ছাপানো কাগজের নোটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু নতুন এই মুদ্রা তৈরি করবে ইউএস মিন্ট। এছাড়া ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস ট্রেজারি সেক্রেটারিকে ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক ডলারের মুদ্রা তৈরির ক্ষমতা দিয়ে একটি আইন পাস করলেও, সেখানেও কোনো জীবিত ব্যক্তির ছবি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এসব আইনি বিতর্কের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

জাতিসংঘে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

পরিচয় ডেস্ক: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহাম্মদ সোহেল মনজুর অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী, জলবায়ু-সহনশীল ও টেকসই নগর গড়ে তোলার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি আজ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত নিউ আরবান এজেন্ডার মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

পরিকল্পিত নগরায়ণ, সাশ্রয়ী আবাসন এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নগরায়ণকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহনশীলতা জোরদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির আওতায় সরকার সাশ্রয়ী আবাসনের সম্প্রসারণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ এবং টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি বলেন, এসব উদ্যোগ নিউ আরবান এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতমুখী নগর উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে সরকার সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা,

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবনী নগর অর্থায়ন, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু-সহনশীল নগর অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী টেকসই নগরায়ণ ত্বরান্বিত করতে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী অর্থায়নের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টেকসই নগর উন্নয়নের মাধ্যমে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে, যেখানেকোনো মানুষ এবং কোনো অঞ্চল পিছিয়ে থাকবে না প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা বৈশ্বিক পরিসরে তুলে ধরার অঙ্গীকার ইউএনএফপিএর

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের(ইউএনএফপিএ) নির্বাহী পরিচালক ডিয়েনে কেইতা বাংলাদেশেরজনমিতিক সহনশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগের প্রশংসাকরে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরারঅঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

নিউইয়র্কে ইউএনএফপিএ সদরদপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরের নেতৃত্বেবাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি এ অঙ্গীকার ব্যক্তকরেন। বৈঠকে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি এবং সাধারণঅর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. মনজুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ড. তিতুমীর সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচিগুলো তুলে ধরেবলেন, সরকার নারীকে কেন্দ্র করে জীবনচক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিকসুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে। পাশাপাশি ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিতকরণ, নির্ভরযোগ্য জনমিতিক তথ্যব্যবস্থা এবং শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, মানবিক কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে ১২ লাখেরওবেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করেছে। তিনি রোহিঙ্গাদের দ্রুতমিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে ইউএনএফপিএর আরও সক্রিয় সহযোগিতা কামনাকরেন, যাতে প্রত্যাবাসনের পর তারা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বসবাসকরতে পারে, তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে এবং টেকসই জীবিকারসুযোগ পায়।

ড. তিতুমীর বলেন, বাংলাদেশের বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের জন্যজনমিতিক সুফল অর্জনের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গেতিনি জনসংখ্যার বয়স কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত দীর্ঘায়ুজনিতসম্ভাবনাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি বলেন, সরকারের লক্ষ্য একটিসমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষবিশেষ করে মা, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহজে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, ইউএনএফপিএর পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রামকে সরকারের পঞ্চবার্ষিক কৌশলগতকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতাকেবৈশ্বিক সেরা অনুশীলনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতারআহ্বান জানান।

ইউএনএফপিএর নির্বাহী পরিচালক ডিয়েনে কেইতা বাংলাদেশের সঙ্গেজনমিতিক সহনশীলতা, প্রজনন স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন, সুস্থ বার্ধক্য, জনসংখ্যাতথ্যব্যবস্থা এবং উদ্ভাবনী অর্থায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদারেরআশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জাতীয় মালিকানাবোধ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট(এসডিজি) অর্জনের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে। তিনি আন্তর্জাতিকঅঙ্গনে বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য তুলে ধরতে ইউএনএফপিএরধারাবাহিক ভূমিকারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

পিকনিক-২০২৬: পেট পোরেদ্দে তোআর লাই, কইলজা জ্বলের তোআর লাই’

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক.-এর প্রাণবন্ত মিলনমেলা

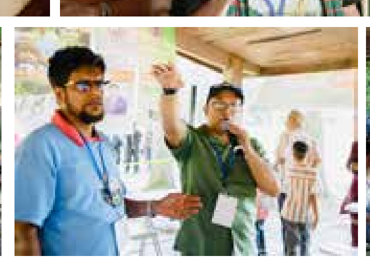

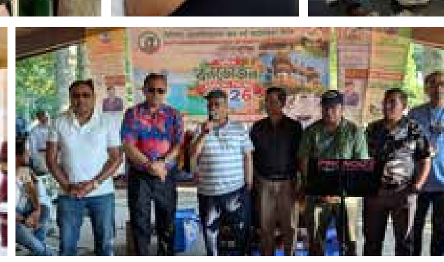

পরিচয় ডেস্ক: চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক.-এর উদ্যোগে গত রবিবার (১২ জুলাই) নিউইয়র্কের মনোরম হেকশের স্টেট পার্ক (Heckscher State Park)-এ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত ‘পিকনিক-২০২৬’। এবারের পিকনিকের প্রতিপাদ্য ছিল- ‘পেট পোরেদ্দে তোআর লাই, কইলজা জ্বলের তোআর লাই’। মনোরম আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রায় দুই হাজার প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর উপস্থিতিতে পার্কটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি আবু তাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের মিয়া, (প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন)। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি প্রবাসে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং আয়োজকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

বনভোজন ২০২৬ উদ্বোধনের সাথে সাথেই সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের শুরুতেই উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করেন। বনভোজন ২০২৬ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অনুষ্ঠানের সকল বিষয়ে দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম।

সকাল থেকেই পার্কজুড়ে ছিল চট্টগ্রামের চিরচেনা আন্তরিকতার আবহ। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি, চট্টগ্রামের মধুর আঞ্চলিক ভাষায় প্রাণখোলা কুশল বিনিময় ও স্মৃতিচারণে মুখর হয়ে ওঠেন প্রবাসীরা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চাটগাঁইয়া সংস্কৃতি ও ভাষার বন্ধন যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়।

অতিথিদের জন্য সকালের নাস্তায় পরিবেশন করা হয় কলা ও ক্রসান্ট। শিশুদের জন্য ছিল ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন। মহিলাদের বালিশ খেলা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বাড়তি আনন্দ যোগ করে। দুপুরে পরিবেশন করা হয় সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজ। পাশাপাশি অতিথিদের জন্য ছিল মিষ্টিমধুর তরমুজ, ঐতিহ্যবাহী ঝাল মুড়ি এবং মিষ্টি পানের বিশেষ আয়োজন, যা সবার প্রশংসা অর্জন করে। সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় শিল্পী টিনা রাসেল, রাজিব এবং অন্যান্য শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর গান, নৃত্য ও পরিবেশনায় পুরো পিকনিক প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। দিনব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি ঘটে আকর্ষণীয় পুরস্কারসমৃদ্ধ র‍্যাফেল ড্র-এর মাধ্যমে, যেখানে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি সারোয়ার চৌধুরী সিপিএ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ শামসুল আলম চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আলহাজ মনির আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ সেলিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফসার উদ্দিন, নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশের সাবেক প্রেস মিনিস্টার, সাংবাদিক শাবান মাহমুদ, আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী ও সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, উক্ত নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ ও সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী, নিউইয়র্কে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি দুলাল বেহেদু, ট্রাস্টি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান কামাল হোসেন মিঠু, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এনাম চৌধুরী, সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বাবর, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আবুল কাশেম চউলা, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, তারিকুল হায়দার চৌধুরী এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সারওয়ার হোসেন, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন, মহম্মদ দিদারুল আলম, জামাল চৌধুরী, মোহাম্মদ জাকির, মুহাম্মদ মুজিবর রহমান, মতিউর রহমান চৌধুরী, আবুল কালাম ও মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

এছাড়া আহ্বায়ক মোহাম্মদ শফিকুল আলম, সদস্য সচিব চৌধুরী আজিজ, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ঈসা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ নুরুল আমিন, সদস্য নাবায়নে ছিলেন তানিম মহসিন, অভ্যর্থনায় ছিলেন মোহাম্মদ টি আলম, ফরিদ আহমেদ তারেক, মোহাম্মদ আকতার হোসাইন, খেলাধুলা পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ ঈসা, মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন, খাবারের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, ইমরুল কায়সার, অজয় প্রসাদ , মোহাম্মাদ জাবের শফি এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বে ছিলেন প্রভিন ও কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ নাছির মাষ্টার।

দিনব্যাপী এ আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে ওঠে। উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং পারিবারিক পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক.-এর পক্ষ থেকে পিকনিককে সফল করতে সহযোগিতা প্রদানকারী সকল পৃষ্ঠপোষক, স্বেচ্ছাসেবক, শিল্পী, অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতেও প্রবাসে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্ক আর একমাত্র গন্তব্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের নতুন পছন্দের ১০ স্টেট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় আবাসস্থল এখনো নিউইয়র্ক। তবে গত কয়েক বছরে বাড়িভাড়া, বাড়ির মূল্য, সম্পত্তি কর, গাড়ির বীমা, ডে-কেয়ার, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় অনেক বাংলাদেশি পরিবার নিউইয়র্ক ছেড়ে অন্যান্য স্টেটেও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করছে।

বিশেষ করে যারা প্রথম বাড়ি কিনতে চান, সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াতে চান কিংবা অবসরের পর তুলনামূলক শান্ত ও সাশ্রয়ী জীবন কাটাতে চান, তাদের মধ্যে এই প্রবণতা স্পষ্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরো, আবাসন বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্কের তুলনায় দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্টেটে বাড়ির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কম। একই সঙ্গে এসব এলাকায় কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মুসলিম কমিউনিটি এবং বাংলাদেশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বসতির মানচিত্রে বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ওয়েব মাধ্যম "আমেরিকা বাংলার" বিশ্লেষণে আবাসন ব্যয়, মিডিয়ান পারিবারিক আয়, চাকরির সুযোগ, বাংলাদেশি কমিউনিটি, মসজিদ, ইসলামিক স্কুল, হালাল ব্যবসা, সন্তানের শিক্ষার পরিবেশ এবং নিউইয়র্কের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা বিবেচনা করে বাংলাদেশি পরিবারের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ১০টি স্টেটের চিত্র তুলে ধরা হলো।

জর্জিয়া: দক্ষিণের নিউইয়র্ক

বাংলাদেশি পরিবারের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্যগুলোর একটি জর্জিয়া। আটলান্টা মেট্রো এলাকার ডুলুথ, লিলবার্ন, ডোরাভিল, চ্যাম্বলি, টাকার, নরক্রস, আলফারেটা, কামিং ও ডিকেটর গত এক দশকে বাংলাদেশি কমিউনিটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

স্টেট এর মিডিয়ান পারিবারিক আয় প্রায় ৮০ হাজার ডলার এবং একটি বাড়ির মিডিয়ান মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ডলারের মধ্যে। নিউইয়র্কে যে দামে একটি ছোট কনডো কেনা যায় না, সেই অর্থে জর্জিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে চার বা পাঁচ বেডরুমের বাড়ি কেনা সম্ভব।

বাংলাদেশি ব্যবসার ক্ষেত্রেও জর্জিয়া এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আটলান্টা মেট্রো এলাকায় অসংখ্য বাংলাদেশি গ্রোসারি, হালাল সুপারমার্কেট, মাছ-মাংসের দোকান, রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অনেক বাংলাদেশি মার্কেট সপ্তাহের সাত দিন গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, এমনকি কিছু এলাকায় ২৪ ঘণ্টা সেবাও দেওয়া হয়।

ধর্মীয় পরিবেশও সমৃদ্ধ। আটলান্টা অঞ্চলে ডজনখানেক বড় মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, ফুল-টাইম ইসলামিক স্কুল, হিফজ প্রোগ্রাম এবং সানডে মাদ্রাসা রয়েছে। ঈদ জামাত, রমজানের ইফতার, ইসলামিক কনফারেন্স এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজন করা হয়।

এ কারণেই অনেক বাংলাদেশি এখন আটলান্টাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে "দক্ষিণের নিউইয়র্ক" বলে উল্লেখ করেন।

ফ্লোরিডা: বাংলাদেশের আবহাওয়ার কাছাকাছি, অবসরজীবনের নতুন গন্তব্য এখন ফ্লোরিডা।

যা নিউইয়র্ক থেকে স্থানান্তরিত হওয়া বাংলাদেশিদের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য। ট্যাম্পা, অরল্যান্ডো, কিসিমি, জ্যাকসনভিল ও মায়ামিতে বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ফ্লোরিডায় ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কোনো স্টেট কর নেই। মিডিয়ান পারিবারিক আয় প্রায় ৭৫ হাজার ডলার এবং একটি বাড়ির মিডিয়ান মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার ডলার ।

বাংলাদেশি পরিবারের কাছে ফ্লোরিডার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর আবহাওয়া। বছরের অধিকাংশ সময় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিরাজ করায় অনেকেই এটিকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। এখানকার প্রকৃতি, সবুজ পরিবেশ এবং দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল নতুন অভিবাসীদের সহজে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। ফ্লোরিডায় আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল, লিচুসহ বিভিন্ন উষ্ণমণ্ডলীয় ফলের চাষ হয় এবং স্থানীয় বাজারে সহজেই পাওয়া যায় এমনকি অনেক বাংলাদেশি পরিবারের ব্যাকয়ার্ডে এসব ফলমূলের বাগান রয়েছে। যারা এই স্টেটে থাকেন তারা মনে করেন, খাবার ও আবহাওয়ার দিক থেকে ফ্লোরিডা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অনেক স্টেটের তুলনায় বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকার অনুভূতি দেয়।

অবসরপ্রাপ্তদের কাছেও ফ্লোরিডা অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্টেট আয়কর না থাকা, উষ্ণ আবহাওয়া এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কারণে অনেক বাংলাদেশি সিনিয়র নাগরিক অবসরের পর ফ্লোরিডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা করছেন।

ট্যাম্পা, ফোর্ট লডারডেল, মায়ামি, অরল্যান্ডো ও জ্যাকসনভিলে বর্তমানে একাধিক মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, ফুল-টাইম ইসলামিক স্কুল, উইকএন্ড মাদ্রাসা, হালাল মার্কেট এবং বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

টেক্সাস: চাকরি ও কর সুবিধার বড় কেন্দ্র টেক্সাসের ডালাস, হিউস্টন, প্লানো, আরভিং, অস্টিন, সান আন্তোনিও ও সুগার ল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মিডিয়ান পারিবারিক আয় প্রায় ৮০ হাজার ডলার। একটি বাড়ির মিডিয়ান মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ থেকে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার। ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কোনো স্টেট কর না থাকায় অনেক বাংলাদেশী পরিবার টেক্সাসকে দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের জন্য বেছে নিচ্ছেন। প্রযুক্তি, জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ এবং ব্যবসায়িক খাতে প্রচুর কর্মসংস্থান রয়েছে। পাশাপাশি ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক একাডেমি, মসজিদ, হালাল সুপারমার্কেট এবং বাংলাদেশীদের ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিউ জার্সি: নিউইয়র্কের সবচেয়ে কাছের বিকল্প স্টেট, যারা নিউইয়র্কে চাকরি বা ব্যবসা বজায় রাখতে চান কিন্তু বসবাসের জন্য তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক পরিবেশ খুঁজছেন, তাদের জন্য নিউ জার্সি অন্যতম সেরা বিকল্প। জার্সি সিটি, প্যাটারসন, এডিসন, উডব্রিজ ও নর্থ ব্রান্সউইকে শক্তিশালী বাংলাদেশি কমিউনিটি রয়েছে। প্রতিদিন হাজারো মানুষ নিউইয়র্কে যাতায়াত করেন। অসংখ্য মসজিদ, ইসলামিক স্কুল, বাংলাদেশীদের গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট এবং কমিউনিটি সংগঠনের কারণে নতুন অভিবাসীদের জন্য এখানকার পরিবেশ বেশ পরিচিত।

মেরিল্যান্ড: নিউইয়র্কের কাছাকাছি, চাকরির বড় বাজার এই মেরিল্যান্ড স্টেট ।

বাল্টিমোর, সিলভার স্প্রিং, এলিকট সিটি ও ডিসি মেট্রো এলাকায় বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্রুত বাড়ছে। মেরিল্যান্ডে মিডিয়ান পারিবারিক আয় এক লাখ ডলারের বেশি, যা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আয়ের স্টেট গুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বাস্থ্যসেবা, বায়োটেক, শিক্ষা, সরকারি সংস্থা এবং ফেডারেল কন্ট্রাক্টিং খাতে প্রচুর কর্মসংস্থান রয়েছে। বাল্টিমোর থেকে কয়েক ঘণ্টার ড্রাইভেই নিউইয়র্ক পৌঁছানো যায়।

এখানেও বাংলাদেশি গ্রোসারি, হালাল ব্যবসা, ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে।

নর্থ ক্যারোলাইনা: প্রযুক্তি খাতের নতুন গন্তব্য নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট।

র্যালি, ক্যারি, মরিসভিল ও শার্লটে তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের চাকরির কারণে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে। ভালো পাবলিক স্কুল, তুলনামূলক কম জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান মুসলিম কমিউনিটি এই স্টেটকে পরিবারগুলোর কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

মিশিগান: পুরোনো বাংলাদেশি কমিউনিটির শক্ত ঘাঁটি

হ্যামট্রাম্যাক, ট্রয়, ক্যান্টন ও ওয়ারেনে বহু বছর ধরেই বাংলাদেশি ও বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। মিডিয়ান বাড়ির মূল্য প্রায় ২লক্ষ ৬০ হাজার ডলার, যা অনেক স্টেটের তুলনায় কম। মসজিদ, ইসলামিক স্কুল, হিফজ মাদ্রাসা, হালাল মার্কেট এবং বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট সহজেই পাওয়া যায়।

পেনসিলভানিয়া: কম খরচে এই স্টেটে নিউইয়র্কের কাছাকাছি

ফিলাডেলফিয়া, উপশহর আপার ডার্বি, হ্যারিসবার্গ ও পিটসবার্গে বাংলাদেশি কমিউনিটি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। মিডিয়াম বাড়ির মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ডলারের কাছাকাছি। নিউইয়র্কের তুলনায় আবাসন ব্যয় অনেক কম হওয়ায় অনেক পরিবার এই স্টেটকে বেছে নিচ্ছেন।

ভার্জিনিয়া: উচ্চ আয় ও উন্নত শিক্ষার জন্য পরিচিত ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স, অ্যাশবার্ন, আলেকজান্দ্রিয়া ও উডব্রিজ এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা এবং ফেডারেল সরকারের চাকরির বড় বাজার রয়েছে। ভার্জিনিয়ায় মিডিয়ান পারিবারিক আয় ১ লাখ ডলারের কাছাকাছি। উন্নত পাবলিক স্কুল, ইসলামিক স্কুল এবং শক্তিশালী মুসলিম কমিউনিটির কারণে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় স্টেট।

মিনেসোটা: নিরাপদ পরিবেশ ও সমৃদ্ধ ইসলামিক কমিউনিটি

মিনিয়াপোলিস, ব্লুমিংটন ও ইডেন প্রেইরিতে শক্তিশালী মুসলিম কমিউনিটি, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিরাপদ পরিবেশের কারণে বাংলাদেশি পরিবারের আগ্রহ বাড়ছে এই স্টেটের প্রতি ।

সোমালি, দক্ষিণ এশীয় ও অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির উপস্থিতির কারণে অসংখ্য মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, হালাল ব্যবসা এবং ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

এছাড়াও কানেকটিকাট , ম্যাসাচুসেটস, ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনাতেও বিপুল পরিমাণে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা বসবাস করেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুনস্টেটে যাওয়ার আগে শুধু বাড়ির দাম বা ভাড়া নয়, চাকরির সুযোগ, সন্তানের স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা, সম্পত্তি কর, গাড়ি ও বাড়ির বীমা, নিকটস্থ মসজিদ, ইসলামিক স্কুল, বাংলাদেশি গ্রোসারি এবং কমিউনিটি সাপোর্ট-সবকিছু একসঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

এক সময় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের স্বপ্নের ঠিকানা ছিল শুধু নিউইয়র্ক সিটি। কিন্তু সময় বদলেছে। আজ জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, নর্থ ক্যারোলাইনা, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, ভার্জিনিয়া ও মিনেসোটায় দ্রুত গড়ে উঠছে নতুন বাংলাদেশি জনপদ। ফলে অনেক প্রবাসী এখন মনে করছেন, আমেরিকায় ভালো জীবন মানেই শুধু নিউইয়র্ক নয়; বরং যেখানে কম খরচে নিজের বাড়ি, সন্তানের জন্য ভালো স্কুল, শক্তিশালী বাংলাদেশি ও মুসলিম কমিউনিটি এবং উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ রয়েছে, সেখানেই তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের নতুন প্রবাসী বাংলাদেশ। সূত্র আমেরিকাবাংলা.কম

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK

Issue 1689
Saturday, July 18, 2026

যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের গ্রিন কার্ড প্রদানে পাবলিক চার্জ' মূল্যায়নে কঠোর নীতি ফিরিয়ে আনছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড (স্থায়ী বসবাসের অনুমতি) পাওয়ার ক্ষেত্রে 'পাবলিক চার্জ' (Public Charge) মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আবারও কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন চূড়ান্ত বিধিমালা (Final Rule) অনুযায়ী, কোনো আবেদনকারী ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন কি না-সেই বিষয়টি আগের তুলনায় আরও বিস্তৃতভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের (Department of Homeland Security–DHS) অধীনস্থ ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) জানিয়েছে, ২০২২ সালে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এর প্রশাসনের সময় চালু হওয়া 'পাবলিক চার্জ' নীতিমালা বাতিল করে নতুন নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নতুন বিধিমালাটি ১৭ জুলাই ২০২৬ ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২০ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এটি আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, অভিবাসন কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে 'Totality of the Circumstances' বা সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। অর্থাৎ শুধু একটি নির্দিষ্ট বিষয় নয়, বরং আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা, কর্মসংস্থানের ইতিহাস, শিক্ষা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য, পারিবারিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন বিষয় একসঙ্গে মূল্যায়ন করা হবে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের জন্য ১ লাখ ডলার ফি নেওয়ার পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসন গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে অগ্রিম এক লাখ ডলার ফি আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নিম্ন আয়ের বিদেশিদের অভিবাসন সীমিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এই প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কাছে পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এ পরিকল্পনার আওতায় বিদেশে করা স্থায়ী অভিবাসী ভিসার আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের জামানত (বন্ড) আরোপ করা হতে পারে। কিছু কর্মকর্তা এ জামানতের পরিমাণ এক লাখ মার্কিন ডলার করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

খবরে বলা হয়েছে, পররাষ্ট্র দপ্তর শুরুতে অল্প কয়েকটি দেশে পরীক্ষামূলকভাবে এই নীতি চালুর বিষয়টিও বিবেচনা করছে।

আবেদনকারীদের এই জামানতের অর্থ জমা দিতে হবে। ব্যক্তিভেদে এর পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। পরে তারা *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের জন্য বাধ্যতামূলক হলো যে নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদনকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের উদ্দেশে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। নতুন নির্দেশনা *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

ভুয়া বিয়ে থেকে ভিসা জালিয়াতি, অভিবাসন প্রতারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের অবৈধ অভিবাসন ও অভিবাসন সংক্রান্ত জালিয়াতি বন্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিষয়ক সংস্থাওইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস্থ (ইউএসসিআইএস) অভিবাসন প্রক্রিয়ায় যেকোনো ধরনের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউএসসিআইএস পরিচালক জোসেফ *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরে এক ডলারের মুদ্রায় ট্রাম্পের ছবি, আইনি বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক ডলারের স্মারক মুদ্রায় *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার গন্ধ থাকলেই মিলবে না আমেরিকার ভিসা

পরিচয় ডেস্ক: আপনি যদি আমেরিকায় থাকতে বা কাজের জন্য আসতে চান, তাহলে এখন থেকে নতুন এক ধরনের বৈতরণী পার হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন দপ্তরের কর্মকর্তারা যদি মনে করেন, আপনি আমেরিকা-বিরোধী, তাহলেই কপাল পুড়বে আপনার। গত ১৫ জুলাই বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

ঐদিনই এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। যেসব বিষয় নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তার মধ্যে ওয়ার্ক বা ইমিগ্রেশন ভিসা পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যক্রমও অন্যতম।

ওয়াশিংটনের এই উদ্যোগে অভিবাসন সংস্থার পাশাপাশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরাও।

ভিসা আবেদনের নতুন ও সম্প্রসারিত নিরীক্ষা প্রক্রিয়া

নতুন এই নীতির আওতায় অভিবাসন *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থান করতে হবে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ব্যক্তিদের জন্য পাসপোর্ট বিষয়ক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থান করতে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের জন্য ভিসা ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের নীতি আরও কঠোর করছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের জন্য ভিসা ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের নীতি আরও কঠোর করছে যুক্তরাষ্ট্র।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্তৃক প্রণীত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের 'এফ' ভিসা, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির 'জে' ভিসা এবং সাংবাদিকদের *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*